ক
৪[illegible]

শরণং।

[illegible] নামক গ্রন্থঃ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গতঃ সপ্তশতী চণ্ডী

এবং কুমার সম্ভবীয় তথা কালীপুরাণ ও যোনিতন্ত্র

এই সকল মূলগ্রন্থঃ প্রমাণে দ্বিজ কালীদাস কৃত

কালীনামামৃত নানাবিধ ছন্দে গৌড়ীয়

সাধুভাষায় বিরচিত হইয়া।

ইদানীং।

শ্রীমথুরা মোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক

সংশোধিত হইয়া।

যন্ত্রাধ্যক্ষঃ

শ্রীমহেশচন্দ্র শীল ও [illegible] লাহা

কলিকাতা

চিতপুররোড্ ২২৯ নম্বর বাটিতে

সুধাসিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

শকঃ ১৭৭৯

২৭ মাঘ।

[illegible] নির্ঘণ্ট

রাগিণী জঙ্গলা। তাল আড়া॥

ধূয়া॥ নমো গণপতি নমো, তুমি হে পুরুষোত্তম, পরাৎপর সারাৎসার তুমি মূলস্থূল ব্রহ্ম। ভেদাভেদ ভাবে যেই; তোমা ভোগ ভোগে সেই, তুমি জান তুমি যেই; আমি কি জানি অধম॥

দীর্ঘত্রিপদী॥ প্রণমামি তব পায়; বন্দ দেব গণরায়; এক দন্ত কুঞ্জর বদন। খর্ব্ব স্থূল কলেবর; চতুষ্কর লম্বোদর, বিঘ্নহর হরের নন্দন॥ তুমি অখিলের ধাতা; অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা; তব নাম করে সিদ্ধ হয়। তুমি দেব নিরঞ্জন, ব্রহ্মময়ীর নন্দন; সর্ব্ব অগ্রে তোমারে পূজয়॥ আকাশ পাতাল ভূমি; ত্রিলোকের কর্ত্তা তুমি, ত্রিগুণ তোমাতে নিরূপণ। তুমি হরি তুমি হর; তুমি প্রভু সৃষ্টিকর; মূলাধার তুমি গজানন॥ তুমি জল তুমি স্থল; তুমি জ্বলন্ত অনল; পর্ব্বত কানন রত্নাকর। প্রকৃতী পুরুষ তুমি; অনাদি অন্তরযামি, আদ্য অন্ত কে জানে তোমার॥ তুমি যারে কর দয়া; ঘুচে সে জীবের মায়া; সেই জীব মোক্ষপদ পায়। শমনে না করে ভয়; চতুর্ব্বর্গ ফল পায়, পুরাণেতে প্রমাণ আছয়॥ আমি অতি অকিঞ্চন; নাহি জানি তবার্চ্চন, যথা শক্তি করিনু বন্দন। করেছি যে মনোরথ; হয় যেন কামামত, দাসে করে এই নিবেদন॥

অথ গুরুদেব বন্দনা।

॥ রাগিণী বাহার। তাল খয়েরা॥

ধূয়া॥ গুরুদেব করুণা কর দেহ সাধু সঙ্গ। না জানি ভজন না জানি পূজন; না জানি ধ্যান; জ্ঞান বিহীন কেমনে তরিব ভবে পাপে ভারি অঙ্গ।

পয়ার॥ শ্রীগুরু করুণা কর দীন হীন জনে। পদাশ্রয় দেহ তরি এ ভব বন্ধনে॥ অকিঞ্চন বলে গুরু বঞ্চনা করো না। অভয় নামেতে যেন কলঙ্ক রটনা॥ পঞ্চ পাপে পাপী আমি সদা কদাচারী। সাধুসঙ্গ বিহীন সঙ্কটে সদা ফিরি॥ অনিত্য সংসার মদে মত্ত মনোকরী। অহঙ্কারে সদা মত্ত সে করী কি করি॥ বারণ না মানে মন বারণ দুর্ব্বার। ভ্রম ভ্রমে ভ্রমে সদা

...পূর্ণেয় অকারণ... প্রাণে তনু ভরা। ... কিসে আণ পাব
...য়া ॥ কাল ভয়ে সতত কম্পিত কলেবর। কি জানি কি
...কর ॥ গুরুমেঘ তুমি যারে হও হে সদয়। মুহূর্ত্তে কে
...র বিজয় ॥ ...পদ ব্রহ্মপদ তুচ্ছজ্ঞান তার। এইতো
...বের উক্তি শুনি সারোদ্ধার ॥ তোমার গুণের কথা অকথ্য কথন। বিধি
...লে চতুর্মুখ করি তাঁর বর্ণন ॥ শক্তি অনুসারে তব করিনু বন্দনা। ভকত
...ভক্তে পুরাও কামনা ॥

শ্রীশ্রীতারা ॥

শরণং।

অথ কালী বিলাস

দীর্ঘত্রিপদী ॥ কহেন ভাগুরি মুনি; কহ কহ কহ শুনি; মার্কণ্ডেয় মহা তপোধন। অষ্টম মন্বন্তরে; যে হইল ছত্রধরে; কি পুণ্য করিল সেই জন ॥ ... মার্কণ্ড কন; শুন তার বিবরণ; সাবর্ণীয় নামে অধিপতি। মহা রাজ চক্রবর্ত্তী; আদিত্যের সন্ততি; ধর্ম্মশীল পুণ্যবান অতি ॥ বাহুবলে সে রাজনে; জয় করে জগজনে; ত্রিভুবন এক ছত্র কৈল। অসুর কিন্নর ...রে; পরাভব হৈয়া সবে; রাজার শরণাগত হৈল ॥ পূর্ব্বজন্ম কথা তার; পুরাণেতে সুবিস্তার; গাঁথা আছে অমৃত সমান। দ্বিতীয় মন্বন্তরে; সারো চিষ অধিকারে; আছে তার বিবিধ আখ্যান ॥ চৈত্রবংশে উৎপত্তি সুরথ নামে ভূপতি; ছিল সসাগরা ক্ষিতিপতি। আপন পুত্রের ন্যায়; প্রজারে পালিত রায়, যশে পরিপূর্ণা ছিল ক্ষিতি ॥ দৈবযোগে অরিগণে; যুদ্ধে জিনি সে রাজনে; রাজ্য ধন সকল হরিল। রাজ্যশোকে নৃপবর; বিবেকী হইয়া ... নিবিড় অরণ্যে প্রবেশিল ॥ ভ্রমিতে২ রায়; সম্মুখে দেখিতে পায়; ...মুনির তপোবন। আশ্চর্য্য সে তপোবন; হিংসা হীন পশুগণ; সিংহ ... একত্রে ভ্রমণ ॥ শ্রান্ত হৈয়া নররায়; বিশ্রামে বসি তথায়; বৈশ্য এক ...বি নামেতে। দৈবযোগে সেই স্থানে; নৃপতির বিদ্যমানে; উপনীত ...হ ॥ বৈশ্যেরে দেখিয়া রায়; জিজ্ঞাসা করিল তায়; কি হেতু আইলা ...। শুনি কহে বৈশ্যপতি; অবধান মহামতি; নিবেদন করি তব ...। ... মম দারা পুত্র জন; করি মোরে অযতন; পরিত্যাগ করেছে ...। বলি শুন তব ঠাঁই; বিবেকী হইয়া তাই; প্রবেশিছি অরণ্য...

আজারে ॥ কিন্তু শুন মহাশয় বিষয় কথায় নয়, এই দুঃখ দিকে দে আমায়। তবু তাসবার তরে; দুঃখে মুদ্রা আঁখি ঝোরে; এভাবের অর্থ বুঝা দায় ॥ ইহার যে প্রকরণ, জান যদি বিবরণ, কহ মোরে হইয়া সদয়।

তাহা শুনি নরপতি; কহেন বেনে। প্রতি; ইহা কহা মোর সাধ্য নয়। চল যাই দুই জনে; মুনিরাজ সন্নিধানে, অবগত হব বিবরণ। তাহা শুনি দুই জনে, চলিলেন ততক্ষণে; কালীদাস করিল রচন ॥

অথ সুরথ ও সমাধির মেধস মুনির নিকটে গমন।

রাগিণী বাহার। তাল খয়েরা।

ধুয়া ॥ ওরে কালীনাম কর সার ভুল না মন আমার। গর্ভকারাগারে, কেন বারে বারে, যাতায়াত কর মন; শুনরে প্রকরণ, মুখে বল কালী২, যাইবে মনের কালি কালের ভয় হবে নারে আর ॥

লঘুত্রিপদী ॥ তবে দুই জন; করিয়া যতন; মুনির নিকটে যায়। বিবিধ প্রকারে, স্তব স্তুতি করে প্রণমে লুটায়ে পায় ॥ জিজ্ঞাসে রাজন; কহ তপোধন, করি কিছু নিবেদন। সদয় হইয়া, বিশেষ করিয়া, বল সেই বিবরণ ॥ শুন মহামতি, আমি নরপতি, ছিলাম এমহীতলে। শত্রুগণে মোরে যুদ্ধ জয় করে; সকলি হরিল বলে ॥ দারা পুত্রগণ; যত বন্ধুজন, সব বৈরী বশীভূতা। তবে কি জন্যেতে; তাদের স্নেহেতে, আমি হই দুঃখযুতা ॥ আরো পরিচয়, শুন মহাশয়; এই বৈশ্য অধিপতি। যে দশা আমার; তেমতি প্রকার; ইহার হৈয়াছে গতি ॥ অতএব তাই; তোমারে সুধাই, কহ শুনি বিবরণ। তাহাদের জন্যে, কেন হই দৈন্যে; কিমাশ্চর্য্য একথন ॥ শুনি মুনিবর, করেন উত্তর, শুন কহি তত্ত্ব তার। কহিলে যেকথা, নহেত অন্যথা, সামান্যের এপ্রকার ॥ দেখ চরাচরে, পশু পক্ষী নরে; দারা পুত্রের স্নেহেতে নানা ক্লেশ পায়্যা, যতন করিয়া; পালন করে সুখেতে ॥ শুনহ প্রমাণ; এসব বিধান, মহামায়ার যে কর্ম্ম। সেই সনাতনী; জগত মোহিনী; কে বুঝিবে তার মর্ম্ম ॥ জ্ঞানীজন মন; করেন হরণ; মোহ দিয়া মহামায়া। সংসার বন্ধন; হইতে মোচন; হয় হৈলে তার দয়া ॥ শুনি নৃপবর, করেন উত্তর মহামায়া কেবা শুনি। কেমন মূরতি, কোথায় উৎপত্তি; কি কর্ম্ম করেন তিনি ॥ শুনি কন মুনি; শুন নৃপমণি; সেই নিত্য নারায়ণী। উৎপত্তি তাঁহার; নাহিক তাঁহার, তিনি ব্রহ্ম স্বরূপিণী ॥ তথাপি তাঁহার উৎপত্তি বিস্তার, শুন২ দ গুধরে। দেব কার্য্য তরে; নানা রূপধরে আবির্ভাব এসং

...কালীর কারণ, তাঁর জন্মজন, উৎপত্তি সকলে কয়। তাঁর বিবরণ, ...জন, কিন্তু তিনি তাহা নয়॥ কালীর চরণ করিয়া স্মরণ, মনসাধে ...গায়। কালিকা বিলাস, কালিকার দাস, পাঁচালি প্রবন্ধে গায়॥

অথ সৃষ্টি প্রকরণ।

রাগিণী সুরট। তাল আড়া।

ধূয়া॥ দিনে দিনে দিন গেল হলো না মা আরাধনা। তব মায়ায় মুগ্ধ হয়ে; তোমারে মনে পড়ে না॥ পূর্ব্বজন্মে আরাধনা; করিলে জন্ম হৈতনা, ভাবে যার জানা। এবার ভাবি ভজি চরণ যদি গো করি মনন, বিবাদী আর হয় ছয়জন, মজায় দিয়া কুমন্ত্রণা॥

দীর্ঘত্রিপদী॥ মেধস কহেন ভূপ, শুন২ অপরূপ; প্রথম সৃষ্টির বিবরণ ত্রিসংসার করে লয়, সব হয়ে সত্যময়; জলাশয় কৈল ত্রিভুবন॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, ত্রিলোকে পূরিল জল; চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতি লুকাইল। দশ দিক হৈল শূন্য; তিমিরে কৈল আচ্ছন্ন; একাকার সংসার হইল॥ মহামায়া মায়া করে, শক্তিরূপা সব হয়ে; ভগবানে কেবল রাখিলা। বটপত্র শয্যা করে; বৃদ্ধাঙ্গুল কায়ধরে; নাভিপদ্মে বিধাতা রহিলা॥ দেখ কিমাশ্চর্য্য লীলা; একরূপে ব্রহ্মা রহিলা; চতুর্ভুজ চতুর আনন। কে বুঝে মায়ার মর্ম্ম; বেদ বিধির অগম্য; বর্ণনেতে না হয় বর্ণন॥ তরুণ অরুণ কান্তি, বিধির জ্যোতিতে শান্তি; হরিল জগৎ অন্ধকার। অযোনি সম্ভব জন্য; পদ্ম হৈতে উৎপন্ন, পদ্মযোনি নাম তেঁই তাঁর॥ সৃষ্টিনাশ করি ছলে; নারায়ণে রাখি জলে, মহামায়া আচ্ছন্ন করিলা। বটপত্রে নারায়ণ; যোগনিদ্রা অচেতন; জলধিতে ভাসিতে লাগিলা॥ কিছুকাল এই রূপে, বটপত্রে ক্ষুদ্ররূপে, জলেতে করেন অবস্থিতি। নিরাকার ত্রিভুবন; দেখি ব্রহ্মা সনাতন; সৃষ্টির কারণে হৈলা মতি॥ তবে সে জগৎপতি; নাভিপদ্মে প্রজাপতি, ক্ষুদ্ররূপে ভাসিয়া জলেতে। নিরাকার সত্যময়; ভয়ঙ্কর দৈত্যদ্বয়; সৃজিলেন কর্ণমলেতে॥ শুন রাজা অসম্ভব; মধু আর সে কৈটভ, বিকট আকৃতি দুই জন মহাবীর পরাক্রান্ত, ক্ষুধায়েতে আক্রান্ত; চারিদিগে করে নিরীক্ষণ॥ শূন্যাকার জলময়; দেখি তবে দৈত্যদ্বয়, ভক্ষণের অভাব চিন্তিল। ... ...পে, বিধাতা ভাসেন জলে; দেখি দোঁহে আনন্দ জন্মিল॥ রক্তবর্ণ ...কায়, ব্রহ্মারে খাইতে যায়; দেখি বিধি ভয়ে কম্পান্বিত। কালিকার চরণ; হৃদয়ে করি ধারণ; কালীদাস কৈল বিরচিত॥

অথ ব্রহ্মার যোগনিদ্রার স্তব।

রাগিণী জুহিনী। তাল কওয়ালি।

বিপদে বরদা বর দেহি গো। তোমারি দোহাই মা আর কেহ নাহি মো। ব দাস হয়ে তারা; বিপাকেতে হৈলে সারা; লজ্জা হবে ভবদারা, তামারি গো॥ ধ্রুং॥

পয়ার॥ দৈত্য ভয়ে প্রজাপতি ভীত হৈয়া মনে। না পায় উপায় কিছু আপন রক্ষণে॥ নিদ্রে অচৈতন্য বিষ্ণু দেখি প্রজাপতি। যোগনিদ্রা উদ্দেশতে আরম্ভিলা স্তুতি॥ ত্রাহিমে২ যোগনিদ্রা যোগেশ্বরী। রক্ষমে দুর্গমে মাগো দৈত্য করে মরি॥ দুরন্ত দানব হাতে হইগো পতন। গর্জ্জন করিয়া আইসে করিতে ভক্ষণ॥ ভয়ঙ্কর দৈত্য দেখি পাইয়াছি ভয়। প্রাণ রাখ অভয়াগো ঘুচাও সভয়॥ ত্বংহি মাতা বিশ্বমাতা বিশ্ব প্রসবিনী। ত্বংহি মাতা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারিণী॥ ত্বংহি অনাদ্যা আদ্যা অনন্ত অক্ষয়। অজরা অমৃতা নিরাশ্রয়ের আশ্রয়॥ ত্বংহি নিত্যানন্দময়ী ত্বংহি পরাৎপরা ত্বংহি সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় শোক দুঃখ হরা॥ ত্বংহি মাতা নিরাকার আকার বর্জ্জিতা। ত্বংহি মূল স্থূল ব্রহ্ম দ্বিতীয় রহিতা॥ ত্বংহি শক্তি ভক্তি মুক্তি দুর্গতি নাশিনী॥ অকুতি অগতি জনে গতি প্রদায়িনী॥ দুস্তার সঙ্কটে তারা নিস্তার কারিণী। বিতর করুণা মমে বিপদ ভঞ্জিনী॥ দুর্গমে পড়িয়া ডাকে তবাশ্রিত জন। কৃপা করি কৃপাঙ্করী করগো রক্ষণ॥ কষ্ট পাই নষ্ট করে দুরন্ত দানবে। তুমি যদি রক্ষা কর রক্ষা পাই তবে॥ প্রাণ যায় যোর দায় না দেখি উপায়। দয়া করি দয়াময়ী হও গো সদয়॥ তোমার অপত্য হয়ে আপত্তি আমার। প্রসন্নতা হও করে অসুরে সংহার॥ এত যদি প্রজাপতি করিলা স্তবন। যোগ হৈতে ভগবান হৈলা সচেতন॥ বিষ্ণু হৈতে যোগনিদ্রা বিধিরে ব্যাপিলা। অচৈতন্য হয়ে ব্রহ্মা যোগেতে রহিলা॥ কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। পাঁচালী প্রবন্ধে ভনে কালিকা বিলাস॥

অথ মধু কৈটভ দৈত্য বধ।

রাগিণী বেহাগ। তাল কওয়ালি॥

মন তোর দোষে মজে গেলাম আমি। নহে অনায়াসেতে জ্ঞান পথে হৈতাম নিষ্কামী॥ ছার বিষয় বাসনা, হেতু দেহ কুমন্ত্রণা, সুমেরু ত্যজিয়া স্বর্ণধনে ভুলি তুমি।

লঘুত্রিপদী॥ পরে নারায়ণ, হইয়া চেতন, চাহেন চক্ষু মেলিয়া।

দোহের কেশব, যুগল মারুত, অযুথেতে বাক্য না॥ অতি ভয়ঙ্কর, দী র্ঘ, মহাবীর দুই জন। বিষ্ণুকে দেখিয়া, ... ভনিয়া, ধায় করিতে ভক্ষণ॥ হুহুঙ্কার করে, ভজিতে বিষ্ণুরে, মুখ ... খাইল। দানবের ধ্যান, দেখি ভগবান, ক্রোধে ক্রোধিত হইল॥ দেখি চমৎকার, প্রভুর ... তার, বুঝা তাহা কিছু ভার। অসুর নাশিতে, চক্ষু নিমিষেতে হৈলা প্রভু দীর্ঘাকার॥ পর্ব্বত আকার, কায়া আপনার, করিলেন নারায়ণ। কি কব তাহার, মুকুট মাথার পরশে গিয়া গগন। ভয়ঙ্কর বেশ, দেখি হৃষী কেশ, অসুরে কহিলা রহ। বিষ্ণুর বচন, শুনিয়া তখন, উঠি দাণ্ডায় দুঃসহ সহিত কেশব, সে মধু কৈটভ, বাহুযুদ্ধ আরম্ভিল। বাহ্বাস্ফুট করে, উভয় অসুরে, বিষ্ণুকে আসি ধরিল॥ জড়াজড়ি করে, অন্তরীক্ষোপরে, যুদ্ধ করে তিন জন। বিষ্ণু কোন মতে, অসুরে নাশিতে, না পারেন করি রণ॥ মহা ভয়ঙ্কর, দুই দৈত্যবর, উৎপত্তি বিষ্ণু তেজেতে। বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ অ... নিত, করয়ে বাহু বলেতে॥ মহা ভয়ঙ্কর, দুই দৈত্যবর, করয়ে ঘোর সমর। মহামায়া মোহে, মুগ্ধ হয়ে দোহে, বলে বিষ্ণু মাগবর॥ তোমার যুদ্ধেতে, আমরা দোহেতে, হইয়াছি তুষ্টান্বিত। চাহিবে যে বর, পাইবে সত্বর, পুরাইব মনোনীত॥ শুনি বিষ্ণু কন, যদি তুষ্ট মন, হইয়াছ আমা প্রতি। তোমরা দোহেতে, আমার করেতেঃ বধ্য হও শীঘ্রগতি॥ দৈত্য দ্বয় বলেঃ তব বাহুবলেঃ তুষ্ট হয়েছি মনেতে। বধিবে আপনিঃ শ্লাঘ্য তাহে, গণিঃ দুঃখি নহি মরণেতে॥ এতেক বচনঃ বলি দুইজনঃ বিচার করয়ে মনে ত্রিভুবন সংসারঃ জলে একাকারঃ স্থল নাহি কোন স্থানে॥ দেখিয়া তখনঃ দৈত্য দুইজনঃ কহে বিষ্ণুর অগ্রেতে। জল শূন্য স্থানেঃ আমা দুইজনেঃ বধ তুমি অনায়াসেতে॥ কারণ ইহারঃ জলে ত্রিসংসারঃ হইয়া আছে মগন। জল শূন্য ঠাইঃ দেখিতে না পাইঃ তবে না হবে মরণ॥ সে কথা শুনিয়াঃ তথাস্তু বলিয়াঃ চক্রপাণি সায় দিলা। জঘনেতে করেঃ মধু কৈটভেরেঃ অনায়াসে নাশ করিলা॥ মেধস তখনঃ এসব কথনঃ সুরথ সমাধিরে কন। ব্রহ্মার স্তবেতেঃ এই প্রকারেতেঃ মহামায়া প্রকাশ হন॥ এইরূপ করেঃ কার্য্য তরেঃ তিনি হয়েছেন উদয়। তোমার সাক্ষাতেঃ কহিব পশ্চাতেঃ ... পরিচয়॥ কালির চরণঃ করিয়া শরণঃ মনসাপে সেই পায়। ... বিলাসঃ কালিকার দাসঃ পাঁচালী প্রবন্ধে গায়॥

অথ জম্ভাসুরের শিবের আরাধনা।

তাল আড়া। রাগিণী গারা ভৈরবী।

শঙ্কর হে করুণা কর কাতর জনে। ভক্তজনে প্রসন্নতা হও নিজগুণে॥ ওহে প্রভু মহাদেবঃ তুমি হে দেবের দেবঃ সেবকেরে স্থান দান দেহ রাঙ্গা চরণে॥

দীর্ঘত্রিপদী॥ কহেন মেধস মুনিঃ শুন শুন নৃপমণিঃ দেবতার মাহাত্ম্য তরেতে। জগৎ মোহিনী যিনিঃ উৎপন্না হয়েছেন তিনিঃ এজগতে এই প্রকারেতে॥ শুন রাজা আর কইঃ সেই তারা তত্ত্বময়ীঃ উৎপন্না হয়েছেন বারে বার। কি কহিব অসম্ভবঃ অসুরবংশ উদ্ভবঃ জম্ভা নামে ছিল দুর্নিবার॥ করিতে সুরঅনিষ্টঃ সহ্য করে নানা কষ্টঃ তুষ্টান্তরে সেবে মহেশ্বরে মত্ত হয়ে মত্তমদেঃ দাড়াইয়া একপদেঃ শিবনাম মন্ত্রজপে করে॥ কিবা সাধ্য চমৎকারঃ অসুরে নাহি বিকারঃ ভবদেবে ভাবে অবিরত। কালা কাল নাহি জ্ঞানঃ হারাইয়া বাহজ্ঞানঃ করে পান শিব নামামৃত॥ হরে করিবারে বাধ্যঃ সদা করে গালবাদ্যঃ বদনেতে ব্যোম২ বলে। গন্ধপুষ্প বিল্বদলঃ ধূত্তরাদি ফুল ফলঃ শিবপদে সঁপে কুতূহলে॥ নিদ্রা হীন নিরা হারঃ অঙ্গ অস্থি চর্ম্ম সারঃ পবন আহারে ধরে প্রাণ। অসুর একপ করেঃ কঠোর তপস্যা করেঃ দেখিয়া ত্রিলোক কম্পমান॥ এইরূপ দৈত্যরাজঃ সাধয়ে আপন কাযঃ ভক্তিভাবে করে প্রাণপণ। অন্তরেতে গঙ্গাধরঃ তত্ত্ব জানিয়া অপারঃ বর দিতে আইলা তখন॥ কালিকার শ্রীচরণঃ হৃদয়ে করি ধারণঃ মনসঁপে সেই রাঙ্গা পায়। সেই কালিকার দাসঃ এই কালিকা বিলাসঃ পাঁচালি প্রবন্ধে গান গায়॥

অথ জম্ভাসুরের প্রতি মহাদেবের বর দান।

রাগিণী ঝিজিট। তাল আড়া॥

কালী বার বার এইবার কুরু করুণা। তোমার অপত্য হয়ে আপত্তি রহে না॥ কি কহিব পরিচয়ঃ হইয়া তব তনয়ঃ প্রাণ হয়েছে সংশয়ঃ সহে না গো যাতনা॥

পয়ার॥ কহেন শঙ্কর ভক্ত তপস্যা ক্ষমহ। প্রসন্ন হয়েছি তোরে বর মাগি লহ॥ জম্ভাসুর বলে মনে জন্মে না প্রত্যয়। তুমি হও বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস না হয়॥ যদি তুমি বরদাতা বামদেব হও। অন্তরেতে প্রত্যক্ষেতে দরশন দেও॥ ভক্তের ভক্তিতে ভব স্বীকার পাইল। অসুরের হৃদপদ্মে

...হইল ॥ নামলেক্তে ভূতনাথ দরশন করে। চক্ষু মেলি জম্ভাসুর হয়ে স্তুতি করে॥ জয়২ মহাদেব অগতির গতি। জয়২ কামরূপ জয় কাশীপতি জয় জয় দিগম্বর দিনের পালক। জয়২ গঙ্গাধর গরল ভক্ষক॥ জয় প্রভু বিশ্বনাথ বৃষভ বাহন। জয়২ মহাকাল কাল নিবারণ॥ জয়২ আশুতোষ বাঞ্ছা সিদ্ধকারী। জয়২ ত্রিলোচন জয় ত্রিপুরারী॥ জয়২ পরাৎপর পার্ব্বতীর পতি। জয় জয় সদানন্দ শ্মশানে বসতি॥ জয়২ জয় মৃড় মদন অন্তক জয়২ দীনবন্ধু দক্ষ সংহারক॥ জয় পঞ্চানন পুঞ্জ২ পাপহারী। জয়২ মহা রুদ্র মহা শূলধারী॥ তুমি দেব নিরঞ্জন নিত্যানন্দময়। প্রকৃতী পুরুষ তুমি বেদাগমে কয়॥ তব আদি অন্তবল কে জানে গোসাই। স্বত্ব রজঃ তম তুমি গুনিবারে পাই॥ সহজে অধম আমি কি জানি স্তবন। নিজ গুণে প্রসন্ন হও পঞ্চানন॥ শিব কন ওরে দৈত্য স্তবে কার্য্য নাই। যে বর মাগিবি তোরে দিব আমি তাই॥ দৈত্য বলে দেব যদি হৈলা কৃপাবান। ত্রিলোক বিজয়ী পুত্র দেহ মোরে দান॥ স্তুতি বলি সদানন্দ দিয়া তারে বর। উত্তরিলা আসি প্রভু কৈলাস শিখর॥ কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিলা শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস॥

অথ জম্ভাসুরের বৃত্তান্ত নারদ মুখে শ্রবণ করিয়া
ইন্দ্র দৈত্য বধিতে গমন করেন।
রাগিনী জঙ্গলা। তাল তিওট।

আরে দৃঢ় করে গুরুনাম জপরে। যদি পার হবে সে অপার সাগরে॥ সকলি জান অসারঃ সেই নাম কর সারঃ তবে হইবে নিস্তারঃ ভব পারা পারে রে॥ ৪০৪ ॥ ৪০৪ ॥

পয়ার॥ জম্ভাসুরে বর দিয়া দেব ত্রিলোচন। কৈলাসে আসিয়া হৈল ...ক মন॥ ভবদেবে ভাবিত দেখিয়া ভবদারা। জিজ্ঞাসেন আশুতোষ ব্রহ্মময়ী তারা॥ কহ কহ কহ দেব শুনি বিবরণ। চিন্তাযুক্ত দেখিতেছি কিসের কারণ॥ শিব কন জম্ভাসুরে দিছি বরদান। ত্রিলোক বিজয়ী হবে ...হার সন্তান॥ অতএব ভাবিতেছি তাহার কারণ। ত্রিলোক বিজয়ী ...পাইবে নন্দন॥ পার্ব্বতী কহেন প্রভু কি কর্ম্ম করিলে। দুরন্ত দানবে ...েন বর দিলে॥ একে অসুরের ডরে সবে সশঙ্কিত। পুনর্ব্বার তাহে ...লে বিপরীত॥ গোটাকত বিল্বদল যে দিবে তোমায়। এহেন দুষ্কর ...বে কি তাহায়॥ ভব কন ভেবে আর কি হবে এখন। মমঅংশে হই

বেক অসুর নন্দন॥ এইরূপেতে দুই জনে আলাপন হয়। শুনিয়া নারদ মুনি সুরপুরে যায়॥ সভা করি দেবরাজ আছেন বসিয়া। হেনকালে মুনিবর উত্তরিল গিয়া। ইন্দ্র বলে মুনিবর কহ সমাচার। মুনি বলে সর্ব্বনাশ কি কহিব আর॥ ব্যস্ত হয়ে শচীপতি জিজ্ঞাসে তখন। শুনিয়া কহিছে মুনি সব বিবরণ॥ মুনি বলে সমাচার শুন পুরন্দর। জম্ভাসুরে দিয়াছেন হর বর ত্রিলোক বিজয়ী হবে তাহার নন্দন। তাহা হৈলে তোমাদের কি হবে তখন॥ আপন কুশল যদি চাহ শচীনাথ। শীঘ্র গিয়া সে অসুরে করহ নিপাত॥ এতবলি মুনিবর হইলা বিদায়। সসৈন্যেতে আখণ্ডল চলিল তথায়॥ তপস্যায় তপো সিদ্ধি হয়ে দৈত্যপতি। তুষ্টমনে চলিয়াছে আপন বসতি॥ হেনকালে দেবরাজ যাইয়ে সত্বরে। বলে বেটা কোথা যাও যুদ্ধ দেহ মোরে॥ তাহা শুনি বিনয়েতে বলে দৈত্যপতি। এক্ষণেতে ক্ষমা মোরে দেহ শচীপতি॥ বহুদিন তপস্যায় আছি অনাহারি। দুর্ব্বল হয়েছি অতি যুঝিতে না পারি॥ ইন্দ্র বলে মোর কথা না হইবে আন। আজি আমি বজ্রে তোর বধিব পরাণ॥ দৈত্য বলে সত্য যদি করিবে হে রণ। জলপান করে আসি রহ একক্ষণ॥ তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্র দিলেন বিদায়। জম্ভাসুর সরোবরে জলখেতে যায়॥ মহিষী চরিছে এক দেখি সেই স্থানে দেখে তার কামোদ্ভব হৈল ততক্ষণে॥ মহিষী ধরিয়া দৈত্য শৃঙ্গার করিলা জল খেয়ে ইন্দ্রপাশে উপনীত হৈলা॥ দুইজনে ঘোরতর হইল সমর। শরে ইন্দ্র বজ্রাঘাতে নাশে দৈত্যবর॥ শিব বাক্য কথন না হয় অব্যাহতি দৈবযোগে সে মহিষী ছিল ঋতুবতী॥ অসুরের শৃঙ্গারেতে গর্ব্ভিণী হইল। কালিকা বিলাস কালীদাস বিরচিল॥

অথ মহীষাসুর দেবতাদিগের জয় করেন।

রাগিণী ভৈরবী। তাল ঠেকা।

ওগো তারা স্থান দে মা রাঙ্গা চরণেতে। মায়াজালে বদ্ধ হয়ে আর পারি না ভ্রমিতে॥ ওগো জগত জননী; তুমি যার জননী সে কি পারে দুঃখ সহিতে॥ ঃ০ঃ ॥

লঘুত্রিপদী॥ শঙ্করের বরে; মহিষী উদরে; মহীষাসুর জন্ম লয়। হরের বরেতে; দেখিতে২ মহিষী প্রসব হয়॥ মহা বলবান; হইল প্রধান; পর্ব্বত আকার কায়। জিনি নীলাঞ্জন; অঙ্গের বরণ; কালান্তক যম প্রায়॥ শান

ভুজকারে ভুজদ্বয় তার; সূর্য্যসম দরশন। প্রলয় বাতাস; জিনিয়া নিশ্বাস; দশনেতে শশী সমান॥ ভূরি গুহাকায়; শ্রবণ তাহায়; মহা বিকটবদন। তাল তরুবর; জিনি ভয়ঙ্কর; তার যুগল চরণ॥ অদ্ভুত আকার; দেখিয়া তাহার; সর্ব্ব সুর নহে স্থির। শিবের কৃপায়; ভীমসেন প্রায়; হইল সে মহাবীর॥ এরূপ দানব; হইল উদ্ভব; দেখে দেব বিবর। হাসিতে হাসিতে; অসুর অগ্রেতে; নারদ আইল সত্বর॥ কহে তপোধন; শুন বাছাধন; কিছু বলি হে তোমারে। তোমার পিতারে; অন্যায় সমরে; ইন্দ্র বেটা নষ্ট করে॥ সেই দুঃখানলে; তনু যায় জ্বলে; কহিলাম বিবরণ। মোর বাক্য ধর; পিতৃবৈরী মার; যশ রাখ বাছাধন॥ এতেক বচন; কহিয়া তখন; মুনি হৈলা অন্তর্দ্ধান। মুনির উত্তর; শুনি দৈত্যবর; ক্রোধে হয় কম্পবান॥ চিন্তিল চিত্তেতে; অসুর বংশেতে; বরদাতা মহেশ্বর। তাঁর পূজা করে; আসিয়া সত্বরে; জিনিব সব অমর॥ এতেক বলিয়া; শঙ্করে স্মরিয়া; শিব আরাধিতে যায়। কঠোর সাধন; করিয়া তখন; হর পাশে বর পায়॥ পায়্যা শিব বর; দুষ্ট দৈত্যবর; মহা আস্ফালন করে। আপন রাজ্যেতে; আসিয়া সুখেতে; রাজা হইল সত্বরে॥ যত দৈত্যগণ; আসিয়া তখন; মিলিল তার সঙ্গেতে। একত্র হইয়া সকলে রুষিয়া; চলিল যুদ্ধ করিতে॥ গিয়া প্রথমেতে; ইন্দ্রের সহিতে; আরম্ভিল ঘোর রণ। হরের বরেতে; নারে নিবারিতে; ইন্দ্র পলান তখন॥ ইন্দ্রকে জিনিয়া; গর্জ্জন করিয়া, অগির অগ্নিত্ব নিল। দেখে ঘোর রণ; আপন ভাবন; তেজে যম পলাইল॥ পরে দৈত্যদল; হয়ে কুতূহল; যক্ষ রক্ষ জয় করে। বায়ু বরুণেরে; অপর অসুরে; জয় করিল সমরে। যত দেবচয়; মানবের প্রায়; রহিলেন পৃথিবীতে। দুষ্ট দৈত্যবর; হৈল ছত্রধর; সুখে এতিন লোকেতে॥ করে এক মন; কালীর চরণ; স্মরণ করি মনেতে। কালিকা বিলাস, কালিকার দাস, রচিলেন ভাষা মতে॥

অথ দেবতারা অসুর বধের কারণ আপন আপন
মহাতেজ অর্পণ করিয়া এক অপরূপা
রমণী সৃজন করেন।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া॥

ওরে মন কালে কালে কাল গেল কাল কবে আসিবে। কালী বলে না ডাকিলে; কাল কিসে জিনিবে॥ মন তুমি হয়ে; মনকাল খোয়াইলে পর কাল; আইলে দারুণ কাল; কি বলে ফিরাবে॥

পয়ার ॥ ইন্দ্রাদি অমর সব পরাভব হয়ে। ব্রহ্মার নিকটে সবে উত্তরিল গিয়ে॥ করযোড় করিয়া কহেন দেবরায়। সর্ব্বনাশ হৈল প্রভু তব সৃষ্টি যায়॥ শিব বরে মহিষাসুর ত্রিলোক জিনিল। যতেক অমরে স্থান ভ্রষ্ট করাইল॥ স্বর্গ ত্যজিয়াছি সবে অসুর ভয়েতে। মনুষ্যের প্রায় আছি মনুষ্য লোকেতে॥ মহিষাসুরের নাশ যে প্রকারে হয়। হেন যুক্তি কর প্রভু বিলম্ব না সয়॥ এত শুনি প্রজাপতি লয়ে দেবগণে। ত্বরা করি উত্তরিলা কৈলাস ভুবনে॥ হরি হর উভয়েতে বসিয়া যথায়। দেবগণ সহ ব্রহ্মা গেলেন তথায়॥ হরি হরে দেবগণ করিয়া প্রণতি। ভক্তিভাবে যত দেব করে স্তব স্তুতি॥ কান্দিতে২ সবে করে নিবেদন। মহিষাসুর বাহুবলে নিল ত্রিভুবন॥ স্বস্থান ত্যজেছি সবে তাহার ভয়েতে। এক্ষণে শরণাগত রাখ এদায়েতে॥ অসুর সংহার যাহে হইবে ত্বরায়। হেন যুক্তি কর প্রভু বিলম্ব না সয়॥ দেবতা দিগের কথা শুনিয়া তখন। হর হরি দোঁহে হৈলা মহাক্রোধ মন॥ বিধি হরি হর তিনে কুপিত অন্তরে। কায়া হৈতে মহাতেজ ত্যজিলা সত্বরে॥ অন্য২ অমরের যত তেজ ছিল। একত্র হইয়া সেই তেজে মিশাইল॥ সকল দেবের তেজ একত্র হইতে। জ্বলন্ত পর্ব্বতাকার হৈল আচম্বিতে॥ তাহাতে হইল এক অদ্ভুতা রমণী। দশদিক আলো হৈল জ্যোতিতে অমনি॥ কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিলা শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস

অথ তেজোময়ীর সাকার বর্ণন।

রাগিণী শরফরদা। তাল আড়খেমটা।

তব তত্ত্ব কে জানে গো তারিণী। কখন প্রকৃতি তুমি কভু পুরুষ শুনি। কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য তব অন্তরে বুঝিয়া ভব পদতলে শবছলে পড়েছেন আপনি॥ ধ্রুং॥

পয়ার॥ অতঃপর সে নারীর শুন বিবরণ। শম্ভুর তেজেতে তাঁর হইল আনন॥ যম তেজে চিকুর হইল আচম্বিতে। হইল সহস্র বাহু বিষ্ণুর তেজেতে॥ চন্দ্রের তেজেতে হৈল যুগ পয়োধর। ইন্দ্র তেজে মধ্যদেশ হইল সত্বর॥ জলধি পতির তেজে যোনি জংঘ হয়। মেদিনীর তেজেতে নিতম্ব প্রকাশয়॥ ব্রহ্মার তেজেতে হৈল যুগলনয়ন। পদাঙ্গুলি সূর্য্য তেজে হইল তখন॥ বসু তেজে করাঙ্গুলি হইল সঞ্চার। কুবেরের তেজে নাসা হইল তাহার॥ প্রজাপতির তেজেতে হইল দশন। অগ্নি তেজে অর্দ্ধচন্দ্র হইল তখন॥ সন্ধ্যার তেজেতে ভুরু তখনি জন্মিল। বায়ুর তেজেতে শ্র

প্রকাশ হইল।। অন্য২ অমরের যত তেজ ছিল। মস্তক স্থানেতে সব শরীরে ব্যাপিল ।। হইল বিরাটমূর্ত্তি দেখিতে২। মস্তক ঠেকিল মার গগণ পরেতে তাহা দেখি দেবগণ কৈল উল্লাসিত। ভাবে সবে কার্য্য সিদ্ধ হইবে ত্বরিত।। ভক্তিভাবে স্তব স্তুতি করে দেবগণ। নিজ অস্ত্র দিয়া সবে করেন পূজন। কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিল শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস।

দেবগণ আপন২ অস্ত্র দিয়া দেবিকে পূজা করেন।

রাগিণী গৌরী। তাল ঢেওট।

তারা এই কি বিচার। শরণাগতেরে কেন
নিগ্রহ কর অপার।। ধ্রুং ।।

পয়ার।। শূল দিয়া পূজিলেন দেব শূলপানি। চক্র দিয়া পূজা করিলেন চক্রপানি।। জলেশ্বর পূজা কৈল শঙ্খ দিয়া হাতে। শক্তি দিয়া অনল পূজিল যতনেতে।। ধনুর্ব্বাণ তূণ দিয়া পূজিল পবন। সুরপতি বজ্র দিয়া পূজিলা তখন।। অক্ষয় কবচ মালা দক্ষ দিলা দান। ঘণ্টা দিয়া ঐরাবত রাখিল সম্মান ।। দণ্ড দিয়া দেবীরে পূজিলা ধর্ম্মপতি। পাশ দিয়া বরুণ করিল কত স্তুতি।। কমণ্ডলু দিয়া পূজা কৈল সৃষ্টিধর। লোমকূপে নিজ তেজ দিলা দিবাকর।। অসিচর্ম্ম দেবীর করেতে কাল দিলা। টাঙ্গি দিয়া বিশ্বকর্ম্মা প্রণাম করিলা।। অমল কমল হার অমল বসন। চূড়ামনি কুণ্ডল নূপুর সুগঠন।। শিরোভাগে অর্দ্ধচন্দ্র করে রত্নবালা। ভক্তিভাবে ক্ষীরোদ দেবীরে সমর্পিলা।। নানা রত্ন আর সিংহ দিল হিমবান। ধনেশ্বর সুরা সহ পাত্র দিলা দান।। মণি মুক্তা নাগমালা আনিয়া যতনে। অনন্ত অর্পণ কৈল দেবীর চরণে।। অন্য অমরের অস্ত্র ভূষা যত ছিল। দেবীরে সঁপিয়া সবে প্রণাম করিল।। দেবগণ বলে মাগো এই নিবেদন। দুষ্ট মহিষাসুরে শীঘ্র করহ নিধন।। কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিল শ্রীকালী দাস কালিকা বিলাস।।

অথ যুদ্ধের উদ্যোগ।

রাগিণী মূলতান। তাল খয়েরা।

তারা এইবার নিস্তার করগো আমায়। বার বার আর ভার দিব না তোমায়।। ভবদায় প্রাণ যায় না দেখি উপায়।। ধূয়া।।

পয়ার।। দেবতার পূজা দেবী পাইয়া সত্বর। অট্ট২হাসে আর করে উচ্চৈঃস্বর।। তর্জ্জন গর্জ্জনে ত্রিসংসার মোহ হয়। উথলে সমুদ্র জল

তারিয়া প্রলয়॥ দেবীরে দেখিয়া হর্ষ হয় দেবগণ। বিধিমতে স্তব স্তুতি করে সর্ব্বজন॥ ত্রিসংসার ক্ষুব্ধ আর সিংহনাদ শুনে। চমৎকার মহিষা সুর ভাবে মনে২॥ মদে মত্ত অসুর রুষিয়া অন্তরেতে। অশেষ দৈত্যেরে লয়ে সাজে সংগ্রামেতে॥ রণস্থলে এসে দৈত্য দেখে প্রত্যক্ষেতে। দশ দিক আলোময় দেবীর জ্যোতিতে॥ ধরণী হয়েছে নত পদের ভরেতে। মাথার কিরীট ঠেকিয়াছে অম্বরেতে॥ ক্ষুব্ধ শেষপতি ধনু টঙ্কার আঘাতে। দশদিক ব্যাপ্ত আছে সহস্র ফণাতে॥ দেবীরে দেখিয়া দৈত্য হইয়া ক্রোধিত। বরণ করয়ে সেনাপতি অপ্রমিত॥ প্রথমেতে চিকুরাক্ষ নামে সেনাপতি। নানা অস্ত্র শস্ত্র লয়ে ধাইল শীঘ্রগতি॥ চামর নামেতে সেনা পতি একজন। চতুরঙ্গ দলে আইল করিবারে রণ॥ উদগ্রাক্ষ নামে দৈত্য মহাবল ধরে। ষষ্ঠঅযুত রথ সহ আইল সমরে॥ মহাশূল মহাহনূ নামে দুইজন। সহস্র অযুত রথে করিলা গমন॥ অসিলোমা নামে এক মহাসুর ছিল। পঞ্চাশ নিযুতরথ সহ রণে আইল॥ বাস্কল নামেতে এক ছিল সেনা পতি। ষষ্ঠশত অযুত রথে আইলা শীঘ্রগতি॥ কোটি অশ্ব কোটি রথ কোটি২ করী। সঙ্গে লয়ে বিড়ালাক্ষ আইল ত্বরা করি॥ অন্য অন্য সেনা পতি ছিল যত জন। সসৈন্যে আইল সবে করিবারে রণ॥ কোটি২ রথ গজ তুরঙ্গ সহিত। মহিষাসুর মহারণে আইল ত্বরিত॥ কালিকার পাদ পদ্ম হৃদে করি আশ। রচিলা শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস॥

অথ যুদ্ধ আরম্ভ

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কাওয়ালী।

রণজয়ী রণজয়ী বাজনা বাজে রণে নাচে দৈত্যচয়।
মার মার হান হান সুখে মুখে বাহিরায়॥

মালঝাপ॥ দৈত্যগণ ক্রোধমন সর্ব্বজন রাগে। করে দম্ফ মারে লম্ফ ভূমিকম্প লাগে॥ সেনাগণ ততক্ষণ শরাসন ধরে। কম্পমান হয়ে বাণ সুসন্ধান করে॥ ধরে ঢাল তরোয়াল ভিন্দীপাল হানে। দৈত্যচয় বরিষয় তমোময় বাণে॥ দৈত্যদল করে বল খল২ হাসে। তুষ্টমন দেবী হন অস্ত্র গণ নাশে॥ অস্ত্রধরে দুষ্টাসুরে নষ্ট করে তারা। ঘুচে গর্ব্ব হয় খর্ব্ব দৈত্য সর্ব্ব সারা। মৃগপতি কোপমতি হয় অতি মনে নিজ বলে সৈন্যদলে অব হেলে হানে॥ রণস্থলে মহাবলে দৈত্য দলে নাশে। দেবী ক্রোধে মনসাধে দৈত্য বধে হাসে॥ খেয়ে দণ্ড ভাঙ্গে তুণ্ড লণ্ড ভণ্ড প্রাণে। চলে যায়

দৈত্যচয় যমালয় স্থানে ॥ প্রাণ যায় ঘোর দায় রাগ পায় তারা। নিবেদে দীনময়ী নহে হেন মারা ॥

অথ মহিষাসুরের সৈন্যের সহিত দেবীর যুদ্ধ।

রাগিণী মালকোষ। তাল ঠেকা।

ওরে শমন আমার কাছে ভারি ভুরী খাটিবে না তোমার। যা হতে তোমার পদ আমিরে দাস তাঁর ॥ কালী নাম যে করয়; তার কি কালের ভয় হয়; চলে যাও নিজালয় কেবা তোর ধারে ধার ॥ ধ্রুং।

অথত্রিপদী ॥ শক্তিশেল ধরে; কত দুষ্টাসুরে; দেবী করেন সংহার টাঙ্গি ভিন্দীপাল; আর তরয়াল; ধরে নাশিলা অপার। শাণিত খড়্গে মহা শূলাঘাতে; কত শত দৈত্য মারে। ঘণ্টা শব্দ শুনে; কত দৈত্যগণে যায় যমের মন্দিরে ॥ গদার প্রহারে; রবিসূত দ্বারে; কত শত দৈত্য যায় মুষল মুগ্দর; খেয়ে দৈত্যচর; কত হৈলা প্রাণে ক্ষয় ॥ কাহার চরণ; কাহা দশন; কারু হস্ত পদ গেল। কারু গেল বক্ষ; কারু গেল অক্ষ; কারু মস্তক কাটিল ॥ এইরূপ করে; অনেক অসুরে; দেবী সংহার করিলা। সেই দৈত্য গণ; মরিয়া তখন; কবন্ধরূপ ধরিলা ॥ বিকট আকার; দেহ মাত্র সার; মুণ্ড হীন সকলে। নানা অস্ত্র ধরে; সমর ভিতরে; যুদ্ধ করে কুতূহলে ॥ কেহ বা বাজায়; কেহ গীত গায়; কেহ কেহ তাল ধরে। কেহ দিয়া ডাক; কহে থাক থাক; দেবী দেখিবরে তোরে ॥ শুনে সে বচন; হয়ে ক্রোধমন; দেবী স্বতন্ত্র ধরিলা। হুহুঙ্কার করে; সব কবন্ধেরে; অনায়াসে নাশ করিলা ॥ রথ গজ রথি; তুরঙ্গ পদাতি; ঘোর সমরে পড়িল। সৈন্যের শোণিতে; সমর স্থানেতে; বেগবতী নদী হৈল ॥ চকিত মধ্যেতে; দেবী অপাঙ্গেতে; বধ কৈল দৈত্যদলে। তৃণরাশি যেন; পেলে হুতাশন; দগ্ধ হয় এককালে ॥ শৃগাল কুক্কুরে; রক্তপান করে; হয়ে আনন্দিত মন। দেখি দেবগণ; হয়ে তুষ্ট মন; করে পুষ্প বরিষণ ॥ কালীর চরণ; করিয়া স্মরণ; মন রেখে সেই পায়। কালিকা বিলাস; কালিকার দাস; রচিলেন সুভাষায় ॥

মহিষাসুরের সেনাপতি দিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ।

রাগিণী বেহাগ তাল খয়েরা।

কালী মা করুণা কর দেহি সাধু সঙ্গ। না জানি ভজন না জানি পূজন জানি গো অপাঙ্গ ॥

হয়েছি বড় হুতাশঃ পূরাও মা অভিলাষঃ পদ তরি দিয়া পার কর ভব তরঙ্গ ॥ ধুয়া ॥

পয়ার ॥ সৈন্য হত দেখি কোপ করিয়া মনেতে। চিকুরাক্ষনামে দৈত্য আইল যূঝিতে॥ ধনূকে টঙ্কার দিয়া করে মার২। দেবীর উপরে বাণ হানে অনিবার ॥ পর্ব্বত উপরে যেন বৃষ্টিধারা হয়: সেইরূপ সে অসুর শর বরিষয় ॥ দেখিয়া হাসিয়া দেবী নিজ অস্ত্রধরে। অসুরের বাণ সব ক্রমে ব্যর্থ করে ॥ তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধনূকেতে যূড়িয়া তখন। অশ্বসহ সারথিরে করিলা নিধন ধনূর্ব্বাণ তূণ তার অস্ত্রেতে কাটিলা। অসিচর্ম্ম লয়ে দৈত্য যূঝিতে লাগিলা সিংহের মূণ্ডেতে রাগে খড়্গাঘাত করে। দেবীর ভুজেতে খড়্গ হানে ভদন্তরে॥ ভুজে ঠেকি তীক্ষ্ণ অসি খণ্ড খণ্ড হয়। দেখি চিকুরাক্ষ দৈত্য কোপে অতিশয়। দেবীর শরীরে শূল হানে ততক্ষণ। তেজে আইসে শূল যেন সূর্য্যের কিরণ। দেখে দেবী আপনার শূল নিঃক্ষেপিলা। অসূরের শূলকাটি খণ্ড খণ্ড কৈলা॥ শূলকাটি মহাশূল ধরিয়া তখন। চিকুরাক্ষ দৈত্যবরে করিল নিধন॥ চিকুরাক্ষ দৈত্য যদি পড়িল সমরে। গজপৃষ্ঠে চামর আইল ক্রোধভরে ॥ দেবীর অঙ্গেতে এক শক্তি প্রহারিলা। শক্তি পরশনে শক্তি নিঃশক্তি হইলা॥ শক্তি হত দেখি দৈত্য প্রহারিল শূল। নিজ শূল দিয়া দেবী করিল নির্ম্মূল॥ দেখে সিংহ লম্ফ দিয়া চড়ে হস্তী শিরে। চামর দৈত্যের সহ বাহুযূদ্ধ করে ॥ সিংহের আক্রমে করী হইল নিধন। চামরেরে করাঘাত করয়ে তখন॥ সিংহের চপেটাঘাতে মস্তক উড়িল। ছিন্ন তরুবর প্রায় চামর পড়িল ॥ উদগ্রাক্ষ পড়ে রণে শিলা বৃক্ষাঘাতে। দন্তমুষ্টি করাল মরিল করাঘাতে॥ সক্রোধ হইয়া দেবী পদাঘাত করে উদ্ধত অসুরে নাশ করিলা সমরে॥ বাস্কল ত্যজিলা প্রাণ ভিন্দীপাল ঘায়। তাম্র অন্ধবাণ খেয়ে পরাণ হারায়॥ উদগ্রাস্য উগ্রবীর্য্য আর মহাহন। ত্রিশূল প্রহারে তারা ত্যজিলেক তনু। বিড়ালাক্ষের মাথা গেল অসির প্রহারে। র দুর্ম্মুখ শর খেয়ে প্রাণে মরে॥ এই মত সেনাপতি সংহার দেখিয়া। ষাসুর রণে আইল মহিষ হইয়া॥ কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ রচিলা শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস॥

অথ মাহিষাসুর বধ।

রাগিণী ইমন। তাল আড়া।

কালী মড় বলে প্রবঞ্চনা করোনা। তারা নামের নাম রাখ

বিতারিণে করুণা ॥ যেবা করে তব নাম, সেতো পাবে মোক্ষ ধাম নির্গুণে তরাইলে গুণ প্রকাশ হবেনা ॥ ধ্রু ॥

পয়ার। ভুণ্ডেখুরে লাঙ্গুলেতে করয়ে প্রহার। শৃঙ্গদিয়া ধরাতল করয়ে বিদার ॥ উচ্চনাদ ভ্রমণ নিঃশ্বাস আস্ফালনে। নিপাত করয়ে দৈত্যদানা অগণনে ॥ হয়ে রুষ্ট দৈত্য দুষ্ট সিংহ প্রতি ধায়। খণ্ড খণ্ড করে ক্ষিতি চরণের ঘায় ॥ শৃঙ্গ দিয়া উচ্চগিরি করয়ে ক্ষেপণ। সিংহনাদে ত্রিলোকের লোক অচেতন ॥ লাঙ্গুলেতে করি আনে সাগরের জল। পুর্ণিত করিয়া দৈত্য দিল রণস্থল ॥ শৃঙ্গ বিস্তারিয়া মহিষাসুর মহাবলে। খণ্ড খণ্ড করিলেক যত মেঘদলে ॥ নিঃশ্বাসেতে কত শত গিরি উড়ে যায়। এই রূপ করে ক্রোধ দেবী প্রতি ধায় ॥ কুপিলেন ভগবতী নাশিতে অসুরে পাশ অস্ত্র দিয়া তারে বান্ধিল সমরে ॥ পাশ অস্ত্রে বদ্ধ হয়ে দানব দুর্ব্বার। মহিষ ঘুচিয়া হৈল সিংহের আকার ॥ দেখিয়াত মহাদেবী স্বতন্ত্র ধরিয়া সিংহ রূপ অসুরেরে ফেলেন কাটিয়া ॥ সিংহ রূপ কাটা গেল দৈত্য অ-কারী। মুহুর্ত্তেকে হৈলা বীর খড়্গচর্ম্ম ধারী ॥ দেখিয়া করালী কোপে করে হুহুঙ্কার। অস্ত্রাঘাতে দৈত্যনাথে করেন সংহার ॥ অপরেতে দৈত পতি সক্রোধ হইয়া। মহাগজ হয়ে রণে আইল ধাইয়া ॥ দেখে দেবী খড়্গঘাত করিয়া তখন। মহাগজ মহামায়া করিলা নিধন ॥ পুনর্ব্বার মহিষাসুর মহিষ হইল। দেবীর সহিত আসি যুদ্ধ আরম্ভিল ॥ তর্জ্জ গর্জ্জনে মোহ হৈল হৈল ত্রিভুবন। মহাদেবী সহ দৈত্য করে মহারণ ॥ শৃঙ্গে করি উচ্চ গিরি আনি অনিবার। দেবীর উপরে দৈত্য করয়ে প্রহার ॥ মুহুর্মুহু গর্জ্জন করয়ে দৈত্য পতি। দেখিয়া আসিয়া তারে কহে ভগবতী থাক থাক গর্জ্জন করহ দুরাচার। সে পর্য্যন্ত সুধাপান নাহয় আমার ॥ সুধা পান করে তোরে করিব নিধন। তুই মৈলে গার্জ্জবে যতেক দেবগণ ॥ এত বলে মহাদেবী সুধাপান করে। দশভুজা দুর্গা রূপ হইলা সমরে ॥ খড়্গা ঘাতে মহিষের মস্তক কাটিলা। অর্দ্ধেক শরীর দৈত্য বাহির হইলা ॥ অপরেতে নিত্যময়ী চিত্তেতে চিন্তিয়া। মহাশূল মহিষাসুরে মারেন কুপিয়া ॥ বিশ্বম্ভরীর চরণেতে চাপিয়া ধরিলা। নিস্তেজ হইয়া দৈত্য সমরে পড়িলা হাহাকার করিতে লাগিলা দৈত্যগণ। দেখি পুষ্প বরিষয় যত দেবগণ ॥ গন্ধর্ব্বেতে গায় নাচে অপ্সরী অপ্সরে। পারিজাত পুষ্পবৃষ্টি আখণ্ডল করে ॥ চরণ পরশে দৈত্য দিব্যজ্ঞান পাইল। বিনয়েতে অভয়ার স্তব আরম্ভিল ॥

শিবানী কহেন দৈত্য শুনরে বচন। এই মূর্ত্তি যেইজন করিবে পূজন॥ তাহারে পূজিবে আর পূজিবে আমায়। শুনি মহিষাসুর হৈল আনন্দিত কায়॥ কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিল শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস॥

অথ দেবতাদিগের ভগবতীর স্তব।

রাগিনী গারা। তাল খয়েরা।

মন যদিরে তরিবে ভবে ভাবরে ভবানী পদ। যেপদ সাধিয়ে শিব পেয়েছেন শিবত্ব পদ॥ সার কর সেই নাম, পাইবে কৈবল্য ধাম; পূর্ণ হবে মনস্কাম, ঘুচে যাবে এবিপদ॥ ধ্রু॥

পয়ার। মহিষাসুর মহারণে হইল পতন। স্তব করে শ্রীদুর্গারে যত দেবগণ॥ জয় জয় জয়দুর্গা বিপদ নাশিনী। যশদাত্রী জয়া জন্ম যন্ত্রণা হারিণী॥ মুক্তকেশী মাহেশ্বরী মাতঙ্গী মঙ্গলা। গণেশ জননী গঙ্গা গিরি রাজ বালা॥ শমন শাসনকর্ত্রী শম্ভু সোহাগিনী। কৌষিকী করালী কাম অরি সীমন্তিনী॥ পার্ব্বতী পরমেশ্বরী পশুপতি নারী। ত্রিগুণধারিণী মাগো ত্রিপুরাসুন্দরী॥ ভগবতী ভবাণী ভৈরবী ভবদারা। সঙ্কটে শরণাগতে শান্তকর্ত্রী তারা॥ বগলা বরদা বামা ব্রহ্মাণ্ড পালিনী। পাপ তাপ রোগ শোক সংহার কারিণী॥ যশোদা কুমারী জগদম্বা জগৎধাত্রী চৈতন্যরূপিণী চণ্ডী চতুর্বর্গ দাত্রী॥ অসিতে অলকানন্দা অন্নদা অভয়া। সত্যা সনাতনী শ্যামা শঙ্করী সদয়া॥ রাজরাজেশ্বরী রমা রাবণ ঘাতিনী। রিপু ভয়ে ত্রাণকর্ত্রী রুদ্রের রমণী॥ অনাদ্যা অনন্তা তুমি অনন্তরূপিণী। সৃজন পালন নাশ করণ কারিণী॥ প্রকৃতী পুরুষ তুমি তুমি মূলাধার। তব মায়া মহামায়া বুঝে সাধ্যকার॥ কিঞ্চিৎ তোমার মর্ম্ম শিব বুঝিয়াছে। সার পদ ভেবে পদে অঙ্গ ঢেলে দেছে॥ তুমি জল তুমি স্থল তুমিগো অনল। স্থাবর জঙ্গম তুমি তুমিগো সকল॥ স্তব শুনে তুষ্ট মনে কহেন শিবাণী। শুন শুন দেবগণ বলি হিতবাণী। নিজ নিজ স্থানে সবে করহ গমন। বিপদে পড়িলে সবে করিহ স্মরণ॥ উদ্ধার করিব আমি তোমা সবাজনে। এতবলি অন্তর্ধ্যান হৈলা ততক্ষণে॥ কালিকার পাদ পদ্ম হৃদে করি আশ। রচিল শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস॥

অথ শুম্ভ নিশুম্ভ শিব বরে দিকপালদিগের জয় করেন।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

ভাবরে মনঃ আত্মতত্ত্ব মত্ত হয়ে কাল গেল। অনিত্য নিবৃত্ত করে নিত্য নিত্যপথে চল॥ যদি মনঃ মোক্ষ চাহরে, তমঅরি ত্যেজ হরে, তবে পাবে পরাৎপরে, লভিবে চতুর্থ ফল॥ ধ্রু॥

পয়ার। মেধস কহেন শুন সুরথ ভূপতি। এই এক উৎপন্না শুনিলে ভগবতী॥ মহিষাসুর বধ কৈলা ধরিয়া সাকার। নতুবা উৎপন্না রূপ নাহিক তাঁহার॥ আর কিছু মনঃদিয়া করহ শ্রবণ। মায়ার উৎপন্ন কহি শুনহ রাজন॥ অসুর নিধনে দেবগণ স্থির হয়। নিজ স্থানে তুষ্ট মনে বিরাজ করয়॥ এই রূপ করে কতকাল গত হৈল। পুনর্ব্বার দেবতার কণ্টক জন্মিল॥ যুগল দানব শুম্ভ নিশুম্ভ নামেতে। শিবের করিল সেবা একান্ত মনেতে॥ তুষ্ট হয়ে তা সবারে দিলা হর বর। শিববরে মহাবলী হৈল দৈত্যেশ্বর॥ ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নিল জিনিয়া সমরে। অগ্নির অগ্নিত্ব কেড়ে নিল তদন্তরে॥ দুরন্ত দানব দেখি মৃত্যু অধিপতি। প্রাণ লয়ে পলাইল ত্যজিয়া বসতি॥ চন্দ্র সূর্য্যে মুহূর্ত্তেকে জিনিল দানব। বিনা যুদ্ধে যক্ষপতি দিলেন বৈভব॥ বায়ু বরুণেরে দৈত্য জিনিল হেলায়। গন্ধর্ব্ব কিন্নর ভয়ে পলাইয়া যায়॥ এইরূপে দৈত্যনাথ সকলে জিনিল। এতিন সংসার দৈত্য একছত্র কৈল॥ দেবগণ পরাভব হইয়া তখন। স্বস্থান ত্যজিয়া ভয়ে করেন ভ্রমণ॥ স্মরণ হইল শেষে সব দেবতার। দুর্গারে স্মরিয়া দুর্গে হইব উদ্ধার কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিলা শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস

অথ দেবতারা শুম্ভ নিশুম্ভ ভয়ে ভগবতীর স্তব করেন।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

কালী বার বার এবার। এদীনে দীনময়ী কর পার। তব পুত্র হয়ে তারা, ভবে ডুবে হই সারা, উদ্ধার করগো ভবদারা, না জানি সাঁতার॥ ধ্রু॥

দীর্ঘ চৌপদী। শুম্ভ নিশুম্ভের বলে, স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে, কম্পমান হয়ে কালে, হইল তিনলোকেতে। ইন্দ্রাদি দেব সমস্ত, সমরে হয়ে পরাস্ত, শুম্ভের শঙ্কায় ব্যস্ত, সশঙ্কিত মনেতে॥ সকলে কৈল মন্ত্রণা, কে ঘুচাবে এযন্ত্রণা, বিনা সেই ত্রিনয়নী দুর্গমেতে কে তারে। চল সবে করে ভক্তি, পূজি গিয়া আদ্যাশক্তি, এতাপেতে হব মুক্তি, আরাধিলে তারারে॥

এযুক্তি করি সকলে; দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে; আসি ক্ষীরোদের কূলে; এক চিত্তে দেবগণ। পার্ব্বতীরে পূজা করে, নিজ কামনার তরে; ভক্তি ভাবে যোড়করে, দুর্গারে করে স্তবন॥ কোথা গো মা দয়াময়ি, রাখ যদি তবে রই, তা না হলে সারা হই; এঘোর সঙ্কটেতে। বিপদ তরঙ্গ জলে; ডুবে মরি একেকালে, স্থান দে মা পদতলে; হের গো অপাঙ্গেতে॥ কালীকলুষ নাশিনী, ঘোর বিপদ ভঞ্জিনী, শরণাগত পালিনী, জগদম্বে ত্রাহি মে। অনাথ পাষণ্ড জনে, নিস্তারিণী নিজগুণে; চাহগো নয়ন কোণে, রাখ নাম মহিমে॥ বেদাগমে শুনি সার; যে লয় নাম তোমার, বাঞ্ছাসিদ্ধি হয় তার, পায় চতুর্ব্বর্গ ফল। তাই মা ডাকি তোমায়, রাখ এই ঘোর দায়, অনাথে দেহি আশ্রয়, তুমি দুর্ব্বলের বল॥ ওগো উমা ব্রহ্মময়ী, সঙ্কটেতে তোমাবই, কে তারে এমন কই, আর কারে জানাব। তুমি দুর্গতি নাশিনী এইতো মা দৃঢ় জানি, তাই ডাকিগো তারিণী, মা বিনা কারে কব॥ আমি হীন কুসন্তান, ইহা মনে করে জ্ঞান, যদি না কর কল্যাণ, নামে কলঙ্ক হবে। হইয়া তোমার পুত্র, কত সব কর্ম্মসূত্র; মনে ভাবিয়া কুপুত্র, মা কি কুমাতা হবে॥ ওগো গিরীন্দ্র তনয়া, দীনে হৈওনা নিদয়া, আশ্রিতে হতে সদয়া, না কর প্রতারণা। পড়েছি মা শ্রীচরণে, নিজ দাস ভেবে মনে, কৃপাকণা বিতরণে, কৃপণতা করোনা॥ আমি অতি দীন ক্ষীণ, সহায় সম্পদ হীন, তুমি যদি ভাব ভিন, তবে কি হবে গতি। আশ্বাসে আছে বিশ্বাস, জানিয়া নিতান্ত দাস, ভক্তের পুরাও আশ, শ্যামাসুন্দরী সতী॥

অথ দেবতাদিগের প্রতি অভয়ার অভয়দান।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল ঠেকা।

তারা বিনা আর দিনে কে তারে। আর তারা নাম কে ধরে॥
বিনা সেই ত্রিনয়না, ভক্তের মন বাসনা, আর পূর্ণ কে করে॥ ধ্রু॥

দীর্ঘত্রিপদী। স্তব শুনি দেবতার, দয়া হৈল বরদার, তত্ত্ব বুঝি অনন্ত রূপিণী। হিমালয় গিরিহতে, স্নান ছলে ঝারি হাতে, অমরে কহেন হীত বাণী॥ শুন সব দেবগণ, স্বস্থানে কর গমন, বাঞ্ছাসিদ্ধি হইবে ত্বরায় যাইয়া অবনী মাঝে, হত করে দৈত্যরাজে, নিরাপদ করিব সবায়॥ এই রূপে দিয়া বর, মহামায়া তদন্তর, কৈলাসেতে করিলা গমন। পদ্মাসহ যুক্তি করে, মোহিনীর বেশ ধরে, ধরা মাতা চলিলা তখন॥ ধরে রূপ অনুপম, ত্যজিয়া কৈলাস ধাম, তুমিহ শিখরে উত্তরিলা ছলিবারে

ভ্রমেণ কুসুম বনেঃ ফুলসাজি করেতে করিয়া॥ কে বুঝে মায়ার মর্ম্ম, দেখহ দৈব্যের কর্ম্ম, চণ্ডমুণ্ড শুম্ভের কিঙ্কর। যেখানে ভ্রমেণ তারা, ভ্রমিতে ভ্রমিতে তারা, তথা আইল দুই বীরবর॥ দেখি মোহিনী লাবণ্য, হৈল মোহে জ্ঞান শূন্য, একদৃষ্টে করে নিরীক্ষণ। ভাবে একি অপরূপ, এরূপ স্বরূপ রূপ, জন্মিয়াত না দেখি কখন॥ আহা মরি হায় হায়, বিধি বুঝি এজনায় নির্জ্জনেতে করেছে সৃজন। এ যেমন রূপবতী, ইহার সদৃশ পতি, দৈত্যপতি হলে সুশোভন॥ চল যাই ত্বরা করে, রাজা শুম্ভের গোচরে, এসম্বাদ জানাব রাজারে। আজ্ঞা দিলে দৈত্যপতি, পুনঃ আসি শীঘ্রগতিঃ লয়ে যাব এইতো কন্যারে॥ এরূপ মন্ত্রণা করি, রাজঅগ্রে ত্বরা ত্বরি, চণ্ডমুণ্ড করিল গমন। ত্রিপদীর ছন্দ ধরে, পাঁচালীর মত করে, কালীদাস করিল রচন॥

অথ চণ্ডমুণ্ড মোহিনীর লাবণ্য বৃত্তান্ত রাজা শুম্ভকে কহেন।

রাগিণী বারওয়া। তাল ঠুংরী।

ধূয়া। এক ভুবন মোহিনী রমণী। মহারাজ দেখেছি নয়নে॥
যে তারে না দেখিয়াছে, তার চক্ষু ধরা মিছে, আছে কি না হেন রূপ ত্রিভুবনে॥

পয়ার। অবধান শুন রাজা দানব ঈশ্বর। ভ্রমণার্থে গিয়াছিলাম তুহিন শিখর॥ দেখিয়া এলেম এক কন্যা রূপবতী। অপরূপ তার রূপ কহনে হে ভূপতি॥ কন্যারে বর্ণিতে তার নাহি দেখি বর্ণ। সেসব নিকটে ভাবি কি ছার সুবর্ণ॥ স্বর্ণ বুঝি কেমনে সে বর্ণ দেখেছিলে। তেঁই বা বিবাগী হয়ে অনলে দহিলে॥ শশাঙ্কে যদ্যপি হৈত মৃগাঙ্ক রহিত। তবু বয়ানের কিছু বর্ণন হইত॥ সে মুখের স্বহাস্যের হইত বচন। চঞ্চলা চপলা যদি হৈত স্থির মন॥ যেজন না দেখিয়াছে তাহার লোচন। সেই সে প্রশংসা করে কুরঙ্গী খঞ্জন॥ ত্রিলোক মোহিত করে কাম নিজ বাণে। তেঁহ মোহ হয় তার কটাক্ষ সন্ধানে॥ দেখি তার দন্তপাতি অধৈর্য্য অন্তরে। লাজে কুন্দ কুসুমবনে মুকুন্দ [illegible]॥ পিক আর শুক তার শুনিয়া সুভাষা। নৈরাশ হৈয়া মনে বনে কৈল বাসা॥ গৃধিনীর গর্ব্বচূর্ণ দেখি কর্ণমূল। নাসা হেরে [illegible] মিশায় তিলফুল॥ মনোহর পয়োধর দেখে জ্ঞান হরে। দাড়িম্ব [illegible] দুঃখে কদম্ব [illegible]॥ কেশরীর মধ্যদেশ আর না বাখানি। অনুপম [illegible] কটিদেশ খানি॥ কি কব ত্রিবলী তার অতি মনোহর। কামের

কামনা জিনি নিতম্ব সুন্দর॥ দেখি তার গতিমতি মরাল কাতর। নখপত্রে লাজে কত পড়ে নিশাকর॥ মধুর স্বরেতে ধ্বনি যদি কথা কয়। পুরুষ অন্তরে থাকুক নারী মুগ্ধা হয়॥ এক মুখে তার রূপ কি কহিব আমি। সে রূপ দেখিলে পরে কাম হয় কামী॥ যদ্যপি সে চতুর্ম্মুখ চতুর্ম্মুখ দিত। তবু সে মুখের কিছু বর্ণন হইত॥ চর মুখে মোহিনীর শুনে এত রূপ। দ্বিজ বলে চঞ্চল হইল শুম্ভ ভূপ॥

রাজা শুম্ভ মোহিনীকে আনিবার কারণ সুগ্রীব নামে চরকে পাঠান।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়খেমটা।

যাওহে ত্বরাকরে। তুষিয়া সাধিয়া আন সেই মোহিনীরে।
তাহার সৌন্দর্য্য শুনে, অঙ্গ দহিছে মদনেঃ দেখিলে তারে
নয়নে জুড়ায় অন্তরে॥ ধ্রু॥

পয়ার। চর মুখে বার্ত্তা শুনে দানব ঈশ্বর। সুগ্রীব নামেতে চরে ডাকিল সত্বর॥ রাজার আদেশে আইল সুগ্রীব তখন। প্রণাম করিয়া ভূপে জিজ্ঞাসে কারণ॥ কোন কার্য্যে মহাশয় ডাকিলে আমায়। শুনি শুম্ভ ব্যাস্ত হয়ে কহিছে তাহায়॥ শুনহে সুগ্রীব বীর মম বাক্য ধর। হিমালয় শিখরেতে শীঘ্র যাত্রা কর॥ রমণী পদ্মিনী এক এসেছে তথায়। তুষ্ট লয়ে আইস তাহায় আমার সভায়॥ বিধি মতে মম নাম কহিয়া তাহারে। পর্ব্বত হইতে আন পদ্মিনী কন্যারে। এত শুনি সুগ্রীব চলিল হিমাচলে। দেখে যে বিরাজে ব্রহ্মময়ী কুতূহলে॥ রূপ দেখে অসুর আশ্চর্য্য মনে মনে। ভাবে বিধি এরূপ কি গঠেছে নির্জ্জনে॥ আহামরি রূপে গিরি হয়েছে উজ্জ্বলা। এদেখে চপলা বুঝি হয়েছে চঞ্চলা॥ ইহার বয়ান বুঝি নয়নে দেখিয়া। দ্বিলক্ষযোজনে চন্দ্র রহে লুকাইয়া॥ রতি বড় রূপের করয়ে অহঙ্কার। লজ্জা পায় যদি এহায় হেরে একবার॥ জুড়ায় নয়ন এবয়ান নিরক্ষিয়া। এতবলি নিকটেতে উত্তরিল গিয়া॥ দর্প করে কহে দৈত্য শুন রূপবতী। তব অগ্রে পাঠাইল দৈত্য অধিপতি॥ তব রূপ কথা ভূপ শুনিয়া শ্রবণে। চঞ্চল হয়েছে চিত্তে তোমারি কারণে॥ লইতে তোমারে মোরে পাঠালে হেথায়। মম সঙ্গে চল ধনী ভেটিতে রাজায়॥ অতুল ঐশ্বর্য্য পাবে বরিলে রাজারে। পাটেশ্বরী করিবেন নৃপতি তোমারে॥ সুগ্রীবের কথা শুনি কহেন শিবানী। শুনহে সুগ্রীব সত্য কহিলে যে বাণী॥ কিন্তু মম পণ আছে বলিছে তোমায়। যুদ্ধে জয় যে

কারিকে বরিব তাহায় ।। ইহা শুনি হাসিতে লাগিলা দৈত্য চর। বলে এহি অসম্ভব করিলে উত্তর ।। রমণী হইয়া কেন কর যুদ্ধে পণ। জাননা যে মহারাজ জয়ী ত্রিভুবন ।। ইন্দ্র যম সশঙ্কিত যাহার যুদ্ধেতে। কেমনে যুঝিবে ধনী তাহার সঙ্গেতে ।। শুনিয়া মোহিনী কন করিয়াছি পণ। কেমনে প্রতিজ্ঞা বল করিহে লংঘন ।। তাহা শুনি মনে ভাবি দানবের চর। যুদ্ধ আজ্ঞা মোরে নাহি দিল দৈত্যেশ্বর ।। রাজার অগ্রেতে গিয়া কহি বিবরণ শুনিয়া যেমন আজ্ঞা করেন রাজন ।। এতবলি সুগ্রীব রাজার পাশে যায় কালীগুণ কালীদাস রচিল ভাষায় ।।

অথ সুগ্রীবের কথা শুনিয়া শুম্ভ ধূম্রলোচনকে পাঠান।

রাগিণী সুরট। তাল তিওট।

বুঝা যাবে আজি হে তোমার ক্ষমতা। যদি মোহিনীরে কেশে ধরে আনিতে পার হেথা ।। বধোনা তারে জীবনে, ভুলায়ে মিষ্ট বচনেঃ আনহ মম সদনে, করিব বনিতা ।। ধ্রু ।

লঘু ত্রিপদী। চর গিয়া কয়ঃ শুন মহাশয়, সে নারীর বিবরণ। যে জ তাহারেঃ জিনিবে সমরেঃ তারে করিবে বরণ ।। একথা শুনিয়াঃ উঠিঃ গর্জ্জিয়া, রাগে দানব দুর্জ্জন। সারথীর প্রতিঃ কহে দুষ্টমতিঃ কর রথে সাজন ।। দেখিব এখনিঃ কেমন কামিনী, কতইবা বল ধরে। এতো বলিয়াঃ সক্রোধ হইয়াঃ দন্ত কড়কড় করে ।। পাত্র মিত্র সবঃ দেখে অসম্ভ দৈত্যপতি অগ্রে কয়। রমণীর রণেঃ আপনি গমনেঃ যাওয়া পরামর্শ নয় শুন দণ্ডধরঃ অনেক কিঙ্করঃ দেহ তথা পাঠাইয়া। চিকুরে ধরিয়াঃ বামারে লইয়াঃ অবিলম্বে আনে গিয়া ।। শুনে দৈত্যপতি, হয়ে কোপমতি, ধূম্রলো নেরে কন। ওহে বীরবর, মম বাক্য ধরঃ তথায় কর গমন ।। প্রথমে গিয়েঃ মিষ্ট বাক্য কয়েঃ ভুলাইবে সে বামারে। তাহাতে না এলে, কেশে ধরে গলেঃ আনিবে মম গোচরে ।। রাজ আজ্ঞা পায়ে, যে আজ্ঞা বলিয়ে সাজিল ধূম্রলোচন। অসংখ্য পদাতিঃ লক্ষ লক্ষ রথি, হয় গজ অগণন হান হান হাক, বলে ঢালিপাক, সমর করিতে সাজে ।। সৈন্য কোলাহল সাগর কল্লোল, জিনি রণবাদ্য বাজে ।। হৈল মহারোলঃ বাজে জয়ঢোল জয়ঢাক ঝপঝম্প। বাজে রণভেরীঃ মার মার করি, মল্লগণ মারে লম্ফ এরূপ সাজন, করি সেনাগণ, চলিল ধূম্রলোচন। যথা মহামায়াঃ পেতেছে মায়া, তথা দিল দরশন ।। হেরে মোহিনীরে, চক্ষু সফল করে, দৈত্য এ

ঢুকে চায়। বলে হায় হায়, হেরে যে ইহায়, মনের তিমির যায়।। এই দুঃচক্ষেতে, এতিনলোকেতে; দেখেছি অনেক মায়া। এমন কামিনী, মানসমোহিনী; না দেখিলাম জন্মমিয়া।। এইতো যুবতী; ধন্য রূপবতী, মরি কি অঙ্গের জ্যাতি। ধন্য বিধাতারে, কি গঠেছে এরে, ধন্য এনারীর পতি। এতেক ভাবিয়া, হাসিয়া হাসিয়া; দুষ্ট ভাবে দৈত্য কয়। শুনহে কামিনী, বলি হিতবাণী, ভাল তব ভাগ্যোদয়।। ত্রিলোকের পতি, দানব ভূপতি; শ্রেষ্ঠ রূপে গুণে ধনে। শুনে তব রূপ; ভাবে স্নেবে ভূপ; তোমারে করেছেন মনে।। রাজা রাজ্যেশ্বর, পরম সুন্দর, ত্রিলোকে করে পূজন। ইহা হৈতে আর, কি সুখ তোমার, তাঁরে করিবে বরণ।। ভজিলে ভূপালে; ধনী একেকালে, ত্রিলোকের কর্ত্রী হবে। দানবাধিকারি, তব আজ্ঞাকারী হয়ে চিরদিন রবে।। লইতে তোমায়; পাঠালে আমায়, কি বোল বল তা শুনি। ইচ্ছায় না গেলে, লয়ে যাব বলে, নিতান্ত জানহে ধনী।। একরূপ যৌবন, যায় অকারণ; কেন ভ্রম কাননেতে এস্যো লয়ে যাই, নৃপতির ঠাই বসিবে সিংহাসনেতে।। অসুর বচন, শুনিয়া তখন; কহিছেন ভগবতী। কহিলে যে কথা, নহেতো অন্যথা; শম্ভু বটে মম পতি।। অসুরের প্রতি, কহেন পার্ব্বতী, কহিলে সত্য বচন যেজন আমারে; জিনিবে সমরে, তারে করিব বরণ। যদি শক্তি থাকে, জিনহ আমাকে, কর হে আসি সমর। নহে নিজ প্রাণ; লইয়া প্রস্থান, কর ওরে দৈত্যচর।। এতেক বচন, শুনিয়া তখন, রুষিয়া ধূম্রলোচন। ত্রিপদীর ছন্দে, পাঁচালি প্রবন্ধে; দ্বিজ করিলা রচন।।

অথ ধূম্রলোচন বধ।

রাগিণী বাহার। তাল তিওট।

কালী এই করোগো। মরণকালে; পামর বলে, চরণ তলে রেখগো।। ভাল হই মন্দ হই, হেদেগো করুণাময়ী; তবু তোমার ছেলে বই, ফেল না কিছু নাইগো।।

পয়ার। শঙ্করীর কথা শুনে শঙ্কা নাই মনে। পার্ব্বতীরে কহে কথা গর্ব্বিত বচনে।। কেনরে কামিনী এত হৈল অহঙ্কার। হিতে বিপরীত ভাব একি চমৎকার।। আমি কহিলাম তোর সুখের কারণে। মিলাইয়া দিব শুম্ভ ভূপতির সনে।। তা তোমার মনে নাহি ধরিল এখন। রণবাঞ্ছা করে কেন ইচ্ছিলে মরণ।। সহজে রমণী তই নাহি কোন জ্ঞান। মিছামিছি

কেন বল হারাইবে প্রাণ ॥ জান আমি মহারাজ শুম্ভ অনুচর। অনায়াসে বিনাশিতে পারি চরাচর ॥ একেশ্বর সাগর শুষিতে আমি পারি। হাসি পায় যুদ্ধকষ্টে চাহ তুমি নারী ॥ শুনিয়া কৌষিকী কন শুন বাক্যসার। একে কালে করিয়াছি প্রতিজ্ঞা আমার ॥ বিনা যুদ্ধে কার বশীভূতা নাহি হব পরাজয় করে লয়ে যথা যাও যাব ॥ শুনিয়া কহিছে দৈত্য বুঝিনু নিতান্ত। একান্ত তোমারে ডাক দিয়াছে কৃতান্ত ॥ শুনে না শুনিলে বুঝিলাম বারে বার। এসো তবে রণ সাধ যু চাই তোমার ॥ এতবলি দানব কুপিত হয়ে মনে। যুদ্ধে আগুয়ান হৈল শিবানী সদনে ॥ দেখিয়া কুপিলা তবে যত সেনাগণ। কৌষিকী উপরে করে শরে আচ্ছাদন ॥ শেল শূল জাঠা জাঠি ভূষণ্ডি তোমর। চতুর্দ্দিগ হৈতে ফেলে চণ্ডীর উপর ॥ মার২ শব্দ করে যত দৈত্যগণে। দেখিয়া অনাদ্যা বিদ্যা ক্রুদ্ধ হৈলা মনে ॥ নয়ন হইতে বাহিরায় হুতাশন। স্বসৈন্যেতে ভস্ম হৈল সে ধূম্রলোচন ॥ দেখিয়া দেবতাগণ পুষ্পবরিষয়। নাচয়ে অপ্সরীগণে কিন্নরেতে গায় ॥ ভগ্ন দৈত্য রাজারে গেয়ে কহে বিবরণ। কালিকা বিলাস দ্বিজ করিলা রচন ॥

অথ ধূম্রলোচন বধ শুনিয়া রাজা শুম্ভ চণ্ডমুণ্ডকে যুদ্ধে পাঠাইয়া দেন ॥

রাগিণী ভূপালি। তাল তিওট ॥

একি ভয়ঙ্করা নারী বিরাজে সমরেতে। অনাসে অসুরে নাশে ভাসিছে রুধিরেতে। কভু নাহি শুনি কানে, মেয়্যা হয়ে নাচে রণে, কি আছে বামার মনে; নাহি পারি বুঝিতে ॥ ধ্রু ॥

পয়ার। শুনিয়া দূতের কথা দিতীর কুমার। কম্পমান হৈলা রাগে চিত্তে চমৎকার ॥ অরুণ বরুণ আঁখি কাঁপে ওষ্ঠাধর। চণ্ডমুণ্ড বলে শুম্ভ ডাকিল সত্বর ॥ চণ্ডমুণ্ড দুইদৈত্য শরীর প্রকাণ্ড। অনায়াসে পারে শরে নাশিতে ব্রহ্মাণ্ড ॥ ইন্দ্র যম তাহাদের না পারে আঁটিতে। অস্ত্রানলে পারে ক্ষিতি দহন করিতে ॥ রাজ আজ্ঞা পায়ে ধায়ে আইল সভাতলে। অষ্টাঙ্গে প্রণমিয়া করযোড় বলে ॥ কি হেতু এ ব্যস্ত দেখি কেন ভিন্নভাব। কি তব অসাধ্য রাজা কিসের অভাব ॥ শুনি শুম্ভ দর্প করে বলে দুইজনে। যেকন্যা দূতে নিরীক্ষিয়া এসেছে কাননে ॥ দেখিতে বাঞ্ছিত হয় আনিবারে তারে। পাঠায়ে ছিলাম বীর ধূম্রলোচনেরে ॥ মেরেছে তাহারে বামা শুনিনু এখন। সেই হেতু ডাকাইনু তোমা দুই জনা ॥ না বধ তাহারে শীঘ্র আনহ

বান্ধিয়া। দেখিব বুঝিব সেই কত বড় মায়্যা॥ চণ্ডমুণ্ড বলে রাজা এই অভিলাষ। এখনি বামারে বেঁধে দিব তব পাশ॥ দিকপালগণে বেঁধে এনে দিছি রায়। কোন তুচ্ছ এক নারী নহে গণনায়॥ এতবলি দৈত্যনাথে প্রণাম করিয়া। চণ্ডমুণ্ড রণসজ্জা করয়ে রুষিয়া॥ স্বর্ণময় বর্ম্ম আনি অঙ্গেতে পরিল। মণিময় কুণ্ডল শ্রবণ দেশে দিল॥ রত্নময় মুকুট আটিয়া মস্তকেতে। তীক্ষ্ন২ অস্ত্রগণ নিলেক তূণেতে॥ খড়্গচর্ম্ম গদাশক্তি নিল অগণন হাতে তুলেনিল বিপরীত শরাসন॥ সাজিল অসঙ্খ্য সেনা তুরঙ্গ কুঞ্জর। তবকী ধানকী সাজে করিতে সমর॥ পঞ্চাশ অযুত রথ সমরে সাজিল। বিংশতি নিযুত সৈন্য পদাতি চলিল॥ নানাশব্দে রণবাদ্য লাগিল বাজিতে মার মার রবে সবে চলে সমরেতে॥ শিন নাম স্মরিবা দানব ২টি চলে উত্তরিল রণ স্থানে চতুরঙ্গ দলে দেখে বামা অট্ট২ হাস্য বদনেতে। বিরাজে সমর মাঝে দনুজ দলিতে॥ দেখিয়া বামার রূপ দানব মোহিল চিত্র পুতলির প্রায় চাহিয়া রহিল॥ চণ্ড মুণ্ড বলে শুন হে সুন্দরী নারী। তব অগ্রে পাঠাইল দৈত্য অধিকারি॥ দেখিতে তোমারে রাজা হয়েছে বাঞ্ছিত। চল সঙ্গে আজি পূর্ণ হবে মনোনীত॥ বসেছ রাজার সেনা তাহে নাহি রোষ। তব রূপ দেখে ভূপ হইবে সন্তোষ॥ শুনি কামরূপি নারী কহেন কোপেতে। মম পণ যে জিনিবে বরিব তাহাতে॥ সমরে জিনিতে পার লয়ে যাও মোরে। নতুবা আমার করে যাও যম ঘরে॥ মায়্যার মুখেতে এত শুনিয়া বচন। দর্প করে চণ্ড মুণ্ড ভাঙ্গিছে তখন॥ পদ্মলোচনেরে বুঝি করিয়া হিংসন। তমোভরে ধরণীতে না দেও চরণ॥ অনল বলিয়া তোরে করিল সোহাগ। কার প্রাণে সহিবে আমরা কৈলে রাগ। এতবলি ধরিতে হইল ধাবমান। দেখিয়া কালের কান্তা হৈল কম্পমান। কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিল শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস।

অথ চণ্ডমুণ্ড বধ।

রাগিণী সরফবদা। তাল আড়া।

আমার এই অভিলাষ কালী। যেন মৃত্যুকালে হৃদকমলে
দেখা দিও ওগো মুণ্ডমালী॥ এইতো শুনি বেদেতে,
কালের ফাঁস বিনাশিতে; নাম ধরেছ করালী॥ ধ্রু॥

পয়ার। ক্রোধেতে অচিন্ত্যময়ী চিন্তিয়া তখন। ভালে কৈতে নিস

এক করিলা সৃজন ॥ মহা ভয়ঙ্কর রূপা করাল বদনা। চতুর্ভুজা মুক্তকেশী লোলরসনা ॥ কোটিতটে নরকর কিঙ্কিণী বেষ্টিত। করেতে শাণিত খড়্গ খট্টাঙ্গ শোভিত ॥ ছিন্ন মুণ্ড খড়্গ অসি পাশ খট্টাঙ্গ ধারিণী। ত্রিলোচনী নরমুণ্ড মালা বিভূষিণী ॥ দীপি চর্ম্ম পরিধান রুধির লোচন। হুহুঙ্কারে ত্রিলোকের লোক অচেতন ॥ শ্রুতিমূলে শব শিশু কুণ্ডল আকার। ঝলমল করে অঙ্গে রত্ন অলঙ্কার ॥ বিকট আকার হৈলা দেখিতে দেখিতে। মস্তক ঠেকিল গিয়া গগণ পরেতে ॥ তর্জ্জন গর্জ্জন জিনি ঝনঝনার শব্দ। কালরূপী কালী দেখে দৈত্যগণ স্তব্ধ ॥ ধায়্যে যায়্যে দৈত্যগণে করেন প্রহার। মুখমেলী কত দৈত্য করেন আহার ॥ মাহুত সহিত করী ধরিয়া করেতে। মুখমেলী করে গ্রাস হাসিতে হাসিতে ॥ সারথী সহিত রথ রথিকে ধরিয়া। অনাসে নাশেন শিবা চর্ব্বণ করিয়া ॥ চর্ব্বণের শব্দে ত্রিসংসার মোহ হৈল। পদ ভরে কূর্ম্মদেব কাঁপিতে লাগিল ॥ চরণ আঘাতে কারে করেন নিধন। গ্রীবা ধরি করে নাশ কত দৈত্যগণ ॥ বক্ষে বক্ষে ধরি কারে করিলেন ক্ষয়। এইরূপ দৈত্যদল করেন সংশয় ॥ সিংহনাদ করি শিবা সিংহে আরোহিলা। চণ্ড কেশে ধরিলেন হুহুঙ্কার দিয়া। ক্রোধভরে কেশে ধরে অসুরে তখন। খড়্গের প্রহারে তারে করিলা নিধন ॥ চণ্ড হত দেখি মুণ্ড ক্রোধে করি ভর। শিবার সম্মুখে ধায় করিতে সমর ॥ দেখিয়া শিবানী দনুজের প্রতি ধায়। খড়্গাঘাতে বধিলেন ছাগ পশু প্রায় ॥ চণ্ডমুণ্ড অসুরের মস্তক লইয়া। কৌষিকের কাছে শিবা আইল হাসিয়া ॥ শিবানী কহেন মাগো করি নিবেদন। চণ্ডমুণ্ড দোঁহে আমি করিনু নিধন ॥ শুম্ভ নিশুম্ভরে তুমি করিবে সংশয়। শুনিয়া কৌষিকী হাসি শিবা প্রতি কয় ॥ সাধু সাধু শিবা সাধু তোমারে এখন। চামুণ্ডা রূপে তোমারে করিবে পূজন ॥ ভগ্নদূত রাজারে গিয়া সম্বাদ কহিল। কালিকাবিলাস কালীদাস বিরচিল ॥

অথ চণ্ডমুণ্ড বধ শুনিয়া রাজা শুম্ভ যুদ্ধ হেতু রক্তবীজকে ডাকেন।

রাগিণী কেদার। তাল মধ্যমান ঠেকা।

একিদায় ঘটিলরে একিঘটিল। বামার কোপেতে বুঝি দৈত্য
বংশ ধ্বংশ হলো ॥ যে যায় বামার পাশে; পুনঃ নাহি ফিরে
এস্যে, একি নারী সর্ব্বনেশে, কোথা হৈতে আইল ॥ ধ্রু ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী ॥ চণ্ডমুণ্ড হত রণে; শুনে শুম্ভ স্তব্ধ মনে; শোকানলে জ্বলে কলেবর। কোপেতে কম্পিত কায়; আঁখি জবাপুষ্প প্রায়, রক্তবীজে

ডাকেন সত্বর ॥ রাজ আজ্ঞা শিরে ধরে, রক্তবীজ ত্বরাকরে, দৈত্যনাথে প্রণাম করিয়া। কৃতাঞ্জলি করি কয়, কেন কেন মহাশয়, উচাটন কিসের লাগিয়া॥ স্বভাবে অভাব নাথ, কি কারণে অকস্মাৎ, একি রূপ অপরূপ প্রায়। তুমি ত্রিলোকের রাজা, তিনলোকে করে পূজা, তোমার অসাধ্য কিবা রায়॥ কহ করিয়া প্রকাশ, কিবা তব অভিলাষ, অবিলম্বে করিব তাহাই। বিধি বিষ্ণু পুরন্দরে, এনেদিতে পারিধরে, শ্রীমুখের আজ্ঞা যদি পাই। শুন শুন দৈত্যমণি, যাহার অষ্টম শনি, বৃহস্পতি জন্মস্থ যাহার। নিবেদন করি রায়, সেই হিংসিবে তোমায়, শীঘ্র যাইতে রবিসুতাগার॥ শুনি কহে দৈত্যপতি, বিশেষিয়া তার প্রতি, নারী এক এসেছিল বনে। আনিতে সেই বামারে, বীর ধূম্রলোচনেরে, পাঠাইয়াছিলাম সেখানে॥ রামা বধিয়াছে তায়, শুনে রাগে পুনরায়, চণ্ডমুণ্ডে করিনু প্রেরণ। কি জানি কেমন নারী, কিছুই বুঝিতে নারি, চণ্ডমুণ্ডে করেছে নিধন॥ শুন শুন ওহে বীর, তাই হইয়া অস্থির, যুঝিবারে ডাকিনু তোমায়। শীঘ্র তুমি রণে গিয়া, দুষ্টা নারীরে বধিয়া, সভা মাঝে আনহ ত্বরায়॥ রক্তবীজ হাসি কয়, এই হেতু মহাশয়, চিন্তাযুক্ত হয়েছ আপনি। বসে কর আশীর্বাদ, পূরাইব মনঃসাধ, বেঁধে এনেদিব সে রমণী॥ শুনি তুষ্ট দৈত্য রায়, প্রসাদ দিলেন তায়, অমূল্যরতনময় হার। রাজদ্রব্য শিরে লয়ে মনে মহাহর্ষ হয়ে, দ্বিজ বলে শাস্ত্র দুষ্টাচার॥

অথ রক্তবীজ সুসজ্জ হইয়া যুদ্ধে যাত্রা করেন।

রাগিণী বেহাগ। তাল ঠেকা।

একি অনুপমা বামা রণ মাঝে নাচিছে। কালীর কালরূপে যে রণ আলো করেছে॥ মরি একি অপরূপ, হেরিয়ে কালীর রূপ, অন্তরের কালী রূপ, দরশনে দূর হয়েছে॥ ধ্রু॥

পয়ার। বিচিত্র মুকুট মণি মাণিকে মণ্ডিত। এমন মুকুট শিরে বান্ধিল ত্বরিত॥ দর্প করে দৈত্যসেনা সাজিতে লাগিল। মণিময় বীরবৌলী শ্রবণে পরিল॥ রত্নময় দিব্য হার দিলেক গলেতে। মাণিক অঙ্গুরী পরে দশ অঙ্গুলেতে॥ অঙ্গেতে পরিল দৈত্য বিচিত্র বসন। ধনু অস্ত্র শেল শক্তি শূল অগণন॥ কোটি কোটি রথ সাজে রক্তবীজ সঙ্গে। চড়ে ঘোড়া ধরে ঘোড়া সাজে সেনা রঙ্গে॥ মেঘের জিনিয়া বর্ণ স্বর্ণেতে মণ্ডিত। লক্ষ লক্ষ করী চলে বলে বিপরীত॥ পদাতিক কত চলে না পারি লিখিতে।

চতুর্দিকে রণবাদ্য লাগিল বাজিতে। টীকারা দগড় বাজে বাজে জয়ঢোল জয়ঢাকে বীরঢাকে আরম্ভিল রোল ॥ করে দম্ফ জগঝম্প বাজায় তখন। ভেরি তুরি পুর্দ্ধুরী বাজায় কতজন॥ নিশান পতাকা উড়ে সৈন্যের অগ্রেতে। সসৈন্যেতে রক্তবীজ চলে সমরেতে॥ রণস্থলে যায়্যে দৈত্য দেখে স্বচক্ষেতে। সিংহ পৃষ্ঠে ভগবতী মগ্না সমরেতে॥ সুধাপানে ত্রিনয়ন করে ঢলঢল। রণরসে মগ্না বামা হাসে খলখল॥ রূপ দেখে রক্তবীজ অন্তরে অজ্ঞান। ভাবে বিধি একি নারী করেছে নির্ম্মাণ॥ মরি বামা অনুপমা ভুবন মোহিনী। জনমিয়া না দেখিত এমন রমণী॥ যেজন এমন রূপ চক্ষে না দেখেছে। ধিক ধিক সে জনার চক্ষু ধরা মিছে॥ এই রূপ রক্তবীজ ভাবিয়া মনেতে। দর্প করি কহে কথা ঈশানী অগ্রেতে॥ শুনহে সরোজমুখী আমার বচন। ত্যজহ মনের ইচ্ছা রণজয়ী পণ॥ রাজ চক্রবর্ত্তী শুম্ভ মান্য ত্রিসংসারে। কত শত দেব কন্যা বাঞ্ছাকরে যারে॥ সেন ভূপ তব রূপ দেখিবারে সাধ। কি কারণে রূপবতী সাধে সাধ বাদ॥ চল মম সঙ্গে রঙ্গে হে নবরঙ্গিণী। বরিলে রাজারে বামা হবে রাজরাণী॥ শুনিয়া করালী কোপে কহেন তাহারে। বরিব সেজনে রণে যে জিনিবে মোরে॥ একথা শ্রবণে দৈত্য ক্রোধে কম্পমান। কৌষিকী উপরে করে অস্ত্রের সন্ধান॥ কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিলা শ্রীকালী দাস কালিকা বিলাস॥

অথ রক্তবীজ সহিত দেবীর যুদ্ধ।

রাগিণী সিন্ধু। তাল আড়া।

কেরে মুক্তকেশী করে অসি রণরসে ভাসিছে। ভালে ভাল
সুধাকর শোভা করেছে॥ একি ভয়ঙ্করা বালা, পরিয়াছে
মুণ্ডমালা, কটিতটে কর শ্রেণী কিঙ্কিণী বাজিছে॥ ধ্রু।

পয়ার। দৈত্যের দৌরাত্ম্য দেখি নিত্য সনাতনী। সমর তরঙ্গে রঙ্গে ভাসেন রুদ্রাণী॥ ঘন২ হুহুঙ্কার গর্জ্জন গভীর। দম্ফে লম্ফে কম্পে ক্ষিতি কূর্ম্মদেবাস্থির॥ এমত কালে দৈত্যদল করিতে নিধন। অমরেরা নিজ শক্তি করেন প্রেরণ॥ যে দেবের যেই রূপ ভূষণ বাহন। সেই রূপে শক্তি সবে করিলা গমন॥ হংসধ্বজ বিমানেতে আরোহণ করে। ব্রহ্মাণী আইলা রণে কমণ্ডলু ধরে॥ মহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূল ধারিণী। সর্পের বলয় হস্তে চন্দ্র বিভূষিণী॥ আইলা কৌমারী দেবী শক্তি হস্তে করে। ময়ূর বাহনে

শীঘ্র প্রবেশে সমরে ॥ বৈষ্ণবী আইলা যুদ্ধে খগেন্দ্রোপরেতে। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম লইয়া করেতে ॥ বারাহী আইলা শক্তি করেতে লইয়া। নারসিংহী আইলা রণে সদৃশা হইয়া ॥ ঐরাবতে ইন্দ্রাণী করিয়া আরোহণ। বজ্রলয়ে ঘোররণে করিলা গমন ॥ দেবীর শরীর হৈতে শিবা আগমন। প্রচণ্ড মুরতি সবে রক্তিমা লোচন ॥ শিবা মধ্যে অপরাজিতা নামে একজন। অসুরের প্রতি তিনি কহেন তখন ॥ শুন শুন ওহে দূত বচন আমার। শুম্ভ নিশুম্ভেরে গিয়া দেহ সমাচার ॥ গর্ব্বিত হইয়া যুদ্ধে করিয়াছে পণ। কি কারণে মিছামিছি হইবে নিধন ॥ ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব ফিরে দিকু এইক্ষণে। যাগ যজ্ঞ ভাগী হকু সব দেবগণে ॥ যদি বাঁচিবার আশা কর তুমি সব। পাতালেতে যাও লয়ে আপন বৈভব ॥ তাহা শুনি রুষিয়া যতেক দৈত্যগণ। কৌষিকী উপরে করে অস্ত্র বরিষণ ॥ দেখিয়া চামুণ্ডা শূল খট্টাঙ্গ ধরিয়া। নাশেন দানবদল শূলেতে করিয়া ॥ মুখমেলি কত দৈত্য করেন ভক্ষণ। শূলাঘাতে খড়্গাঘাতে করেন ছেদন ॥ রুষিয়া বৈষ্ণবী চক্র করিয়া প্রহার। কোটি কোটি দানবে পাঠান যম দ্বার ॥ ব্রহ্মাণী করেন রণ কমণ্ডলু ধরে। মহেশ্বরী নাশে সেনা শূলের প্রহারে ॥ বজ্রধরে ইন্দ্রাণী করেন ঘোর রণ। দন্তাঘাতে বারাহী বধেন দৈত্যগণ ॥ নারসিংহী নাশে সেনা নখের প্রহারে। শিবা সব অট্টহাসে সৈন্য গ্রাস করে ॥ এইরূপ যুদ্ধ দেখে ভয়ান্ত হইয়া। প্রাণ ভয়ে দৈত্য দল যায় পলাইয়া ॥ সৈন্য ভঙ্গ দেখি বীর হয়ে ক্রোধমন ধেয়ে আইল রক্তবীজ করিবারে রণ ॥ কালিকার পাদ পদ্ম হৃদে করি আশ। রচিলা শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস ॥

অথ রক্তবীজ বধ ॥

রাগিণী বাহার। তাল আড়খেমটা ॥

এই কর গো কালী। যখন যাবে প্রাণঃ মুদে দুনয়ন যেন কালী কালী মুখে তখন বলি ॥ করিয়া তোমার নামঃ হইব মা নিষ্কামঃ যাইব কৈলাস ধামঃ মোক্ষ আলো জ্বালি ॥ ধ্রুবং ॥

দীর্ঘত্রিপদী। রক্তবীজ মহাবীরঃ সংগ্রামে অতি সুস্থিরঃ মহাবল পরাক্রান্ত কায়। একবিন্দু রক্ত যারঃ পড়িলে পৃথিবী পরঃ সেই রূপ তৎক্ষণে জন্মায় ॥ ক্রোধ ভরে করে ভরঃ করে করে ধনুঃশরঃ ইন্দ্রাণী সহিত করে রণ। প্রলয়েরকালে যেনঃ নানা রূপ অস্ত্র হেনঃ মুহু মুহু করে বরিষণ ॥ দেখিয়া হুঙ্কার ছেড়ে, বজ্র অস্ত্র মন্ত্র পড়েঃ রোষেতে ইন্দ্রাণী নিঃক্ষেপয়ঃ

হুহুঙ্কার প্রহারে চীৎকার শব্দ করে; রক্তবীজ যায় যমালয়॥ রক্তপড়ে পৃথিবীতে; পুনঃ দেখিতে দেখিতে; শত শত রক্তবীজ হৈল। তেমতি দুর্জ্জয়াকার পরাক্রম সে প্রকার; ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভিল॥ শতপুর হয়ে এসে; শিবাগণ ঘেরে রোষে; নানা অস্ত্র বরিষণ করে। দেখে সব শিবাগণে যুদ্ধ করে প্রাণপণে; আপন আপন অস্ত্রধরে॥ এক রক্তবীজ ক্ষয়; হলে শত শত হয়; হেন রূপ কত শত হৈল। তাহাদের রুধিরেতে; পুনর্ব্বার আচম্বিতে; রক্তবীজ ময় ক্ষিতি হৈল॥ দেখিয়া দেবতা গণ; ভয়ে ভীত সর্ব্বজন; ভাবে সবে হৈল একিদায়। কি আছে এ কপালেতে; এ অসুর কি রূপেতে; বধ হবে কি হবে উপায়॥ ত্রাস পায়ে সুরগণে; এক চিত্ত এক মনে অভয়ারে করয়ে স্তবন। দয়াময়ী দয়া করে; রক্ষা কর সব সুরে; ছুষ্টাসুরে করিয়া নিধন। অমরের ভয় দেখে; হাস্য করিয়া অম্বিকে; চামুণ্ডাকে কহেন সত্বর। শুন মম বাক্য ধর; রক্তবীজ বধ কর; করে তুমি বদন বিস্তার॥ অম্বিকা উত্তর শুনে; চামুণ্ডা হাস্য বদনে; স্বর্গ মর্ত্ত্য যুড়ে জিহ্বা পাতে। শিবাগণ ক্রোধ ভরে; কোটি কোটি দৈত্য মারে; রক্ত সব পড়ায় জিহ্বাতে দৈত্যরক্ত কোন মতে; নাহি পড়ে ধরণীতে; রক্তশূন্য পৃথ্বী হইল। বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা; বল কে খণ্ডাবে তাহা; রক্তবীজ এমতে মরিল॥ দেখে সব সুরগণ; হৈল প্রফুল্লিত মন; কুসুম চন্দন বরিষয়। আনন্দেতে শিবাগণ; করে রুধির ভক্ষণ রণ মাঝে নাচে শিবাচয়॥ জম্বুকিরা ঊর্দ্ধ মুখে; রক্ত মাংস খায় সুখে; প্রেত ভূত শোণিতে সাঁতারে। ভগ্ন দূত ভীত হয়ে; শুম্ভরে কহিল গিয়ে; কালী গুণ ভণে দ্বিজবরে॥

অথ রক্তবীজ বধ শুনিয়া নিশুম্ভ শুম্ভতে কথোপকথন॥

রাগিণী গারাভৈরবী। তাল আড়া।

কায নাহি রণে আর বামারে কেবা জিনিবে। অনুভাবে জ্ঞান হয়; সে বামা মানুষী নয়; হরের ঘরণী তিনি ভাব বুঝেছি ভাবে॥ ধ্রুবং॥

দীর্ঘত্রিপদী॥ ভগ্নদূত ভীত হয়ে; রাজার নিকটে গিয়ে; কান্দিয়া কহেন পরিচয়। নিবেদন করি ভূপ, কি কহিব অপরূপ, রণে রক্তবীজ হৈল ক্ষয়॥ আর শুন মহারাজ; বলিহে বামার সাজ; এখন আর নাহিক মোহিনী। ঘোররূপা ভয়ঙ্করা; মুক্তকেশী অসিধরা, চতুর্ভুজা নৃমুণ্ড মালিনী॥ রথি পদাতি কুঞ্জরে; হেসে বামা গ্রাস করে; চীৎকারে চৈতন্য হত হয়। মেয়ে হয়ে লজ্জা খেয়ে; নাচে বিবসনা হয়ে; এমেয়ে সামান্যা মেয়ে

ময়॥ শুনহ দৈত্যরায় নিত্য পূজা করা যায়, গঙ্গাজল বিল্বদল দিয়া। ক্ষমা কর হে মহাশয়; শব ঘুচে শিব হয়; সে শিবার পদ পরশিয়া। ক্ষমা কর রাজা রণে, যদি আশা কর প্রাণে; সে চরণে লওগে শরণ। নহে সর্ব্বনাশ হবে; শিরা হস্তে সব যাবে; পরাজিবে তাঁরে কোনজন॥ দূতের উত্তর শুনে; শুম্ভ শঙ্কা পায়ে মনে; নিশুম্ভরে কহিছে তখন। শুনরে নিশুম্ভ ভাই এ কি কথা শুন্তে পাই; কায নাই ক্ষমা দেহ রণ॥ একা মেয়ে হয়ে রণে; নাশে মহাবীর গণে; তাঁর স্থানে গেলে রক্ষা নাই। চলরে নিনতা হয়ে ধরিগে বামার পায়ে; প্রাণ রক্ষা মাগি তাঁর ঠাঁই॥ ভাবে ভাব বুঝা যায়; সে সামান্যা কন্যা নয়; ছলে ছলনা করিয়া। বধিতে অসুরগণ; করিয়া যুদ্ধের পণ, মায়া বুঝি পেতেছেন মায়া॥ যদি হইয়া অজ্ঞান; যুদ্ধে হই আগুয়ান; তবে ত্রাণ নাহি তাঁর করে। তাই বলি কেন ভাই; দিপাকে প্রাণ হারাই; এ অপমানেতে কিবা করে॥ শুনিয়া নিশুম্ভ কয়; কি কহিলে মহাশয়, এ কি হয় থাকিতে জীবন। ত্রিলোক বিজয়ী হয়ে; যুদ্ধ দেখে ত্রাস পেয়ে, মেয়ের গে লইব শরণ॥ বাহু বলে হে রাজন; জয়ী হলে জগজন; ব দন্তে কম্প রবি সুত। এ কি কথা অনুচিত, নারী ভয়ে হও ভীত, বিপ ত শুনিতে অদ্ভুত॥ এ কথা কয়ো না মুখে, শুনিলে এ তিন লোকে; করি বক কলঙ্ক নিশান। করিলে এমন কায, লজ্জা পাবে দৈত্যরাজ; মান হতে গুরু নহে প্রাণ॥ আর শুন দৈত্যমণি যদ্যপি হে সে রমণী; হর াণী জেনেছ অন্তরে। এ হতে কি আছে সুখ, ঘুচিবে সকল দুখ; মোক্ষ হব মলে তাঁর করে॥ লোকে নাম করে যাঁর; ভব পাশে হয় পার, হেনজনে দেখিতে দেখিতে। যদ্যপি পড়ি সমরে, ফাঁকি দিব শমনেরে; অনায়াসে যাব কৈলাসেতে॥ সাহসেতে কর ভর, জয় করিব সমর, আজ্ঞা কর আমি যাই রণে। নিশুম্ভের কথা শুনে, শুম্ভ ভুলে গেল মনে; অনুমতি দিল দ্বিজ ভণে॥

অথ নিশুম্ভ সুসজ্জা হইয়া যুদ্ধে যাত্রা করেন।

রাগিণী জয়জয়ন্তী : তাল পঞ্চম সয়ারি।

কেরে বামা ত্রিনয়না বিবসনা সমরে। লাজ নাহি বাসে হাসে
ভাসে রুধিরোপরে॥ জিনি নব কাদম্বিনী; বামা অসিত বরণী,
মহা বিকট বদনী, অসি ধরেছে করে॥ ধ্রুবং॥

পয়ার। সমরে নিশুম্ভ বীর সুসজ্জা হইল। বসন ভূষণ রঙ্গে অঙ্গেতে

পরিল॥ অস্ত্র ধনু গদা খড়্গ লইল বিস্তর। সাজিল অসংখ্য সেনা শুনিয়া সমর॥ পদাতিক আসোয়ার অনেক সাজিল। লক্ষ লক্ষ করী সজ্জা মাহুতে করিল॥ দামামা দগড় বাজে বাজে জয়ঢোল। রামকাড়া রণ ঢাকে আরম্ভিল রোল॥ করি দম্ফ জগঝম্প বাজায় তখন। ভেরি তুরি ধুধুরি বাজায় কত জন॥ অষ্ট ঘোড়া সারথি যুড়িয়া স্বর্ণরথে। নিমিষেতে আনিলেক নিশুম্ভ অগ্রেতে॥ অগণন দৈত্যগণ রণমুখে ধায়। রথি মহারথি কত লেখা নাহি যায়॥ চলিলেন রায়বেঁশে রায় বাঁশ ধরে। ঢাল খাড়া ধরে ঢালি ধাইল সমরে॥ কোটি কোটি আসোয়ার পদাতিক চলে। ধাইল নিশুম্ভ বীর চতুরঙ্গ দলে॥ নিশান পতাকা উড়ে সৈন্যের অগ্রেতে। দর্প করে দৈত্যদল চলে সংগ্রামেতে॥ সমরে নিশুম্ভ যায়ে শিবা প্রতি কয়। আজি তোর রণ সাধ ঘুচাব নিশ্চয়॥ কর্কশ বচনে কয় করিয়া গর্জ্জন। আরেরে রমণী তোর চরিত্র কেমন॥ না শুনি না দেখি হেন নির্লজ্জ কামিনী। পুরুষসমাজে নাচ হয়ে উলাঙ্গিনী॥ দেখে তোর সাজসাজ হতেছে অন্তরে। ছিছিলো নির্লজ্জ নারী ধিক ধিক তোরে॥ তোর সমা লজ্জাহীনা নাহিক সংসারে। স্ত্রী বধের পাপ নাই বধিলে তোমারে॥ বিপরীত রীত তোর দেখি যে নয়নে। মেয়ে হয়ে রক্ত পান করিল কেমনে॥ যাহক্ তাহাকু আর না দেখি নিস্তার। মোর হস্তে রক্ষা কভু নাহিক তোমার॥ এখন যদ্যপি চাহ আপন কুশল। ভজহ রাজারে যাবে সব অমঙ্গল॥ রাজারে যদ্যপি তব মনে নাহি ধরে। আমারে ভজহ ধনী দুঃখ যাবে দূরে॥ শুনিয়া কৌষিকী কন ঈষৎ হাসিয়া। রণ জয় করে কেন যাওনা লইয়া॥ যদ্যপি যোগ্যতা থাকে করহ সমর। নহে নিজ প্রাণ লয়ে পলাও সত্বর॥ এত শুনি দৈত্যবর ক্রোধিত হইল। জলন্ত আগুনে যেন আহুতি পাইল॥ কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ॥ রচিলা শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস

অথ নিশুম্ভ বধ।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

কেরে বামা নাচিছে ভীমাবেশী। গলিত চিকুর জাল ভালে
অৰ্দ্ধখণ্ড শশি॥ একি বিবাদিনী নারী; নাশে দৈত্য গ্রাস
করি; অট্ট অট্টহাসে যেন বিজলী পড়িছে খসি॥ ধ্রু॥

পয়ার। ধনুকে টঙ্কার দিয়া পূরিয়া সন্ধান। ব্রহ্মময়ী উপরেতে বরিষয়ে বাণ॥ শক্তিশেল জাঠাজাঠি মুষল মুদ্গর। অবিশ্রান্ত সন্ধান

করয়ে দৈত্যবর॥ ঘন ঘন হুহুঙ্কার ধনুক টঙ্কার। মার মার রবে সদা করে হুহুঙ্কার॥ বাছিয়া বাছিয়া দৈত্য মারে তীক্ষ্ণ শর। অস্ত্রানল ধূমেতে ঢাকিল দিনকর॥ ঝাঁকে ঝাঁকে মারে শর শিবানীর গায়। শ্রীঅঙ্গে ঠেকিয়া বাণ চূর্ণ হয়ে যায়॥ যত অস্ত্র নিশুম্ভ করয়ে অবতার। মুখমেলি শিবা সব করেন আহার॥ অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া দানব দুরাচার। শিবার উপরে করে গদার প্রহার॥ হাসিয়া গণেশ মাতা গদা নিবারিলা। দেখে দৈত্য অধিকন্তু কম্পিত হইলা॥ ধনু অস্ত্র ত্যাগ করে অসিচর্ম্ম লয়ে। কালীরে কাটিতে যায় স্থূলে ভুল হয়ে॥ মহাবীর নিশুম্ভ নাহিক ভয় মনে। ঘোর তর সমর করয়ে শিবা সনে॥ প্রহার করয়ে দোঁহে দোঁহার উপর। খড়্গাঘাতে উভয়ের অঙ্গ জর জর॥ ঝর ঝর ঝরে রক্ত কালীর অঙ্গেতে। রক্ত জবা ভাসে যেন কালিন্দী জলেতে॥ এইরূপে হয় যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর। কেহ কারে নিবারিতে নারে পরস্পর॥ পরেতে রুদ্রাণী কোপে হুহুঙ্কার দিয়া। নিশুম্ভের অসিচর্ম্ম ফেলেন কাটিয়া॥ খড়্গ চর্ম্ম কাটা গেল দেখে দৈত্যবর। মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করিল তদন্তর॥ করাঘাত নখাঘাত মুষ্টাঘাত করে। মার মার মার মার করে উচ্চৈঃস্বরে॥ কখন বা জয়ী দৈত্য কভু চন্দ্রকালী। জিনিতে না পারে কেহ দোঁহে মহাবলী॥ দুইজনে মল্ল যুদ্ধ অবিশ্রান্ত হয়। বিস্তার লিখিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়॥ এইরূপে কত কাল হইল সমর। অবশেষে নিস্তেজ হইল দৈত্যবর॥ গর্জ্জিয়া শঙ্করী শূল করিলা ক্ষেপণ। নিশুম্ভের হৃদে গিয়া বিন্ধে ততক্ষণ॥ শূলের প্রহারে দৈত্য হইয়া সংশয়। পড়িল নিশুম্ভ বীর সমর শয্যায়॥ আসন্ন কালেতে দিব্যজ্ঞান উপজিল। ভক্তিভাবে কালিকার স্তব আরম্ভিল॥ জয় জয় জয়কালী কাল বিনাশিনী। কাতরে করুণা কর করুণা কারিণী॥ অপরাধ করেছি মা হয়ে জ্ঞান হারা। এক্ষণে শরণাগত রক্ষ্যা কর তারা॥ পেয়ে কাল এসেকাল ধরেছে কেশেতে। বার বার এইবার রাখ চরণেতে॥ আমি দীন ভক্তি হীন অধম অজ্ঞান। দয়া করে দয়াময়ী কর পরিত্রাণ॥ এরূপে নিশুম্ভ স্তুতি করিতে করিতে। ত্যজে প্রাণ কালীরূপ দেখিতে দেখিতে॥ নিশুম্ভের শরীরেতে যত তেজ ছিল। শিবার শরীরে গিয়া সকল মিলিল॥ নিশুম্ভ নিধন দেখি যত দেবগণ। আনন্দেতে বরিষয় কুসুম চন্দন॥ গন্ধর্ব্বেতে নাচে গায় অপ্সরী অপ্সরে। পারিজাত পুষ্পবৃষ্টি

আথগুল করে॥ ভগ্নদূত রাজারে গে সংবাদ কহিল। কালিকা বিলাস কালীদাস বিরচিল॥

অথ শুম্ভের রণসজ্জা।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

সকলি নাশিল বামা সমরেরে। দৈত্যকুলে বাতি দিতে না রাখিল বুঝিরে॥ কোথা হতে এলো নারী; সর্ব্বনাশী অসি ধারী। গর্ব্ব খর্ব্ব এতদিনে হয়বারে॥ ধ্রু॥

পয়ার। নিশুম্ভ পড়িল রণে শুনি শুম্ভ বীর। হাহাকার করে কান্দে হইয়া অস্থির॥ বিস্তর বিলাপ শুম্ভ করয়ে অন্তরে। ভ্রাতৃ শোকে দ্বিনয়নে অশ্রু জল ঝরে॥ সাজ সাজ বলে আজ্ঞা দিল দৈত্যেশ্বর। আজ্ঞা পায়ে ধায়ে সেনা সাজয়ে সত্বর॥ অসংখ্য পদাতি রথি ঢালি মল্লগণ। ধানুকী তবকী তীরন্দাজ অগণন॥ মাহুতে সাজায় মত্তহস্তী রণ শুনে। আসোয়ার সাজে চড়ে তাজকী টাঙ্গনে লিখিতে না পারি সেনা কতেক সাজিল। নানাশব্দে রণবাদ্য বাজিতে লাগিল॥ ধাগুড় ধাগুড় গুড় দামামা বাজিল দগড় টিকারা ঢাক বাদ্য আরোম্ভিল॥ দম্ফ করে জগঝম্প বাজায় তখন। ভেরি তুরি ধুধুরি বাজায় কতজন॥ দর্পকরে সাজে শুম্ভ করিতে সমর। অমূল্য ভূষণ পরে বিচিত্র অম্বর॥ দিব্য দিব্য কবচ পরিল অঙ্গ ভাগে। বাছিয়া২ অস্ত্র লয় রাগে রাগে॥ শুম্ভের আদেশ পায়ে সারথি তৎপর। স্বর্ণ রথে অষ্ট ঘোড়া যুতিল সত্বর॥ মণি মাণিক্যের কত করিয়া ঝালর। রথের চৌদিকে দিল দেখিতে সুন্দর॥ সুসজ্জ করিয়া রথ যোগায় সারথি। দর্পকরে রথোপরে চড়ে দৈত্যপতি॥ হেনকালে রাজরাণী আসিয়া ত্বরিতে। প্রণমিয়া কহে কথা শুম্ভের অগ্রেতে॥ শুন ওহে মহারাজ তুমি সুপণ্ডিত। আমি নারী তোমারে কি বুঝাইব হিত॥ সর্ব্বশাস্ত্র জান তুমি বুদ্ধে বিচক্ষণ। একুবুদ্ধি কেন নাথ হইল এখন॥ মহা মহাবীর সব সমরে দুর্জ্জয়। একা মেয়ে হয়ে দেখ করল সংশয়॥ দেখে শুনে মনে কিহে বুঝিয়া বুঝনা। সে যে ধন্যা কন্যা রাজা করেছে ছলনা॥ রাখহ নারীর কথা ত্যজহ সমর। কি কারণে সর্ব্বনাশ কর নৃপবর॥ কামিনী সহিত ত্যজ সমর বিবাদ॥ কুশল হইবে তবে ঘুচিবে প্রমাদ॥ যদি ভাব লজ্জা ছাড় নারীরে সাধিলে। আমি নহে সাধি তার ধরে পদতলে॥ রাণী যদি রাজা শুম্ভ প্রতি কয়। উত্তর করয়ে শুম্ভ নির্ভয় হৃদয়॥ শম্ভু বলে

যা বলিলে সত্য তাহা মানি। আমিহ বুঝেছি ব্রহ্মময়ী সে কামিনী॥ দেখ দেখি শিব যারে না পায় ধেয়ানে। হেন কালী মৃত্যুকালে দেখিব নয়নে॥ এহতে কি ভাগ্যোদয় রাণী আছে আর। মরিলে বামার করে হইব নিস্তার॥ তাহা না করিয়া যুদ্ধে হইব নিরস্ত। লোকে কবে নারী হস্তে হয়েছে পরাস্ত॥ জগৎ যুড়িয়া হবে কলঙ্ক অপার। হেন প্রাণ রেখে প্রিয়ে কি লাভ আমার॥ তাই ভেবে মনে রণে করিনু পয়ান। জিনিব বামারে নহে ত্যজিব হে প্রাণ॥ নিষ্ঠুর উত্তর শুনে শুম্ভের মুখেতে। ম্লান মুখে রাজ রাণী গেলেন গৃহেতে। মার মার রবে শুম্ভ প্রবেশিল রণে। কালিকা বিলাস কবি কালীদাস ভণে॥

অথ শুম্ভের যুদ্ধে গমন। রাগিণী বাহার। তাল ত্রিওট।

রণে যাইতে আজি মনঃ সরেনা। একি হলো দায়, দেখি যে দগৎময়, অসিধরা অসিত বরণা॥ যদি নয়ন মুদে থাকি, তবু যে হৃদে দেখি, নৃমুণ্ডমালিনী লোলরসনা॥ ধ্রু॥

লঘু ত্রিপদী। যুদ্ধে যাত্রা করে, যাইতে সমরে, অমঙ্গল দেখে পথে। শৃগাল কুক্কুরে, কান্দে উচ্চৈঃস্বরে, শকুনি বসে ধ্বজেতে॥ রক্ত বৃষ্টি হয়, উল্কাপাত বয়, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। তুরঙ্গ কুঞ্জর, কান্দে নিরন্তর; অমঙ্গল নানা মত॥ তথাপি রাজন, নহে ভীত মন, প্রবেশে গিয়া সমরে। দেখে রণ মাঝে, উগ্রচণ্ডা সাজে, নিত্যময়ী নৃত্য করে॥ দেখে কালী রূপ, কোপে শুম্ভ ভূপ, কহে করে অহঙ্কার। এই বল ধর; এই যুদ্ধ কর, লয়ে এত পরিবার॥ কালিকা তখন, শুনে এবচন, বলে শুন রে অজ্ঞান। যত দেখ তুমি; সব জান আমি; নাহি আমার সমান॥ এতিন সংসারে, আছে চরাচরে; স্থাবর জঙ্গম যত। ভূচর খেচর; আর জলচর, সব আমাতে আবৃত॥ শুন বলি সার, জ্ঞান আছে যার; সেই সে জানে আমারে। নহে কি কখন, মূঢ় যেই জন, আমারে চিনিতে পারে॥ এতেক বলিয়া, অপাঙ্গ ভঙ্গিয়া; কালী সকলি হরিলা। যত শিবা ছিল, কালীতে মিশাল; শুম্ভ প্রত্যক্ষে দেখিলা॥ কমণ্ডলু ধরে, ব্রহ্মাণী সত্বরে, কালীর শরীরে যায়। বরাহ রূপিণী; কালীতে অমনি, প্রবেশ করে ত্বরায়॥ ইন্দ্রাণী ঈশানী; মিশয়ে তখনি, কালিকার কলেবরে। শঙ্খ চক্র ধরে, কালীর শরীরে; বৈষ্ণবী প্রবেশ করে॥ এই প্রকারেতে; কালীর অঙ্গেতে, লুপ্ত হৈল শিবাগণ। হয়ে সব নারী; অসি মুণ্ডধারী, ভয়ঙ্করী নারী হন॥

সক্রোধ মানেতে, গভীর বাক্যেতে, কালী কহেন শুম্ভরে। সকলে হরিনু, একাকী হইনু, এবে যুদ্ধ দেহ মোরে॥ কালীর চরণ, করিল স্মরণ, মনঃ সঁপে সেই পায়। কালিকা বিলাস, কালিকার দাস, পাঁচালি প্রবন্ধে গায়॥

অথ শিবার সহিত শুম্ভের যুদ্ধ।

রাগিণী ভৈরবী। তাল তিওট।

রণে রঙ্গেতে নাচে মহেশী,। করেতে ধরে খর অসি॥
দৈত্য তুণ্ড খণ্ড করে; গিরিবালা মালা পরে, ভাসিছে
রুধির জলে মুখে অট্টহাসি॥ ধ্রু॥

পয়ার। তমঃমদে মত্ত হয়ে দানব দুজ্জন। রুদ্রাণীর সহ আরম্ভিল ঘোর রণ॥ প্রথমেতে দুই জনে বাক্য যুদ্ধ হয়। শিবানীর প্রতি শুম্ভ কটু ভাষে কয়॥ বলেরে কামিনী এত পুরুষ সমাজে। উলঙ্গিনী কেমনে হইলি কোন লাজে॥ দেখে তোর সাজ লাজ হয়েছে অন্তরে। ছিছিরে নির্লজ্জ নারী ধিক ধিক তোরে॥ বিবসনা হয়েলো রুধির কর পান। ডাকিনী হইবি তুই হয় অনুমান॥ শিবানী কহেন শুম্ভ যা ভাব এখন। আমি কিন্তু নিত্যান্তরে তোমারি শমন॥ হাসিয়া দনুজ বলে কি বলিলি নারী। কেমন সাহস তোর শুনে লাজে মরি॥ আমারে বধিবি বলে করিলি যে পণ। জাননা যে আমি শুম্ভ জয়ী ত্রিভুবন॥ তোর সহ মিছা আর যুদ্ধ কি করিব। কেশে ধরে লয়ে তোরে এখনি যাইব॥ এত বলি শুম্ভ দিল ধনুকে টঙ্কার। সিংহনাদ বীরনাদ করে অনিবার॥ দনুজের আস্ফালন দেখিয়া শিবানী। হুহুঙ্কার ছাড়ে মাতা বজ্রাঘাত জিনি॥ উভরের শব্দে স্তব্ধ ত্রিভুবন হয়। উথলে জলধি জল ভাবিয়া প্রলয়॥ এই মত শুম্ভ সহ শিবার সমর। নিজ প্রাণপণে যুদ্ধ করে পরস্পর॥ প্রথমেতে অস্ত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নানাকারে শর শুম্ভ সন্ধান করিল॥ যত বাণ বরিষয় দৈত্য মহাবল। মুখমেলি জগদম্বা গ্রাসেন সকল॥ এই রূপ কতকাল হইল সমর ক্রোধ করে দৈত্য রাজা ত্যজে ধনুঃশর॥ রথ হৈতে লম্ফ দিয়া ভূতলে পড়িল। শিবার সহিত বাহু যুদ্ধ আরম্ভিল॥ কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিলা শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস॥

অথ শুম্ভ বধ।

রাগিণী বাহার। তাল তিওট।

ও কেরে বিহরে ঘোর সমরে। অট্টহাসে বিজলী প্রকাশে,

মনের তিমির নাশে অনাসে, এলো চিকুরে বিহীন অম্বরে॥ ধ্রুবং॥

পয়ার। দুই জনে মল্ল যুদ্ধ অবিরত হয়। মুণ্ডে মুণ্ডে ভুজে ভুজে প্রহার করয়॥ নখাঘাত দন্তাঘাত চরণ প্রহার। উভয়ে উভয় অঙ্গে করে অনিবার॥ শিব অংশে জন্ম শুম্ভ সাক্ষাৎ শঙ্কর। শিবার সহিত যুদ্ধে নিঃশঙ্ক অন্তর॥ এই মতে রাজা শুম্ভ যুঝিতে২। অনায়াসে ধরে শেষে তোলে আকাশেতে॥ শূন্য পথে উভয়েতে উঠিয়া তখন। সহস্র বৎসর দোঁহে কৈলা ঘোর রণ॥ অপরেতে দৈত্যপতি অন্তরে রুষিয়া। দৃঢ় করে কালিকারে ধরিল আটিয়া॥ শিশু যেন তৃণগাছা ধরে বাস করে। সেই রূপ শিবারে দনুজপতি ধরে॥ হাসিয়া কালীরে বলে দৈত্য অধিপতি। এই মুখে রণ সাধ ইচ্ছা কর সতী॥ শুম্ভের বিক্রম দেখি শিবানী চিন্তিত। চিন্তা করে মহেশ্বরে স্মরিয়া ত্বরিত॥ শিবার স্মরণে শিব আসি উত্তরিল। শিবানীর শরীরেতে প্রবেশ করিল॥ যুদ্ধশ্রম দূর হৈল শিব পরশেতে। দ্বিগুণ শক্তির শক্তি হৈল সমরেতে॥ শুম্ভের শরীরে যত বিক্রম আছিল। শুম্ভ এসে অনায়াসে সকলি হরিল॥ সহজে নিস্তেজ হৈল দানবের পতি। দেখে মহা শূলাঘাত করিলেন সতী॥ শূলের প্রহারে দৈত্য অজ্ঞান হইল। করিয়া চীৎকার শব্দ ভূতলে পড়িল॥ হৃদয় মাঝারে গিয়া সেই শেল ফুটে ছট ফট করে শুম্ভ মুখে রক্ত উঠে॥ নিদান সময় শুম্ভ বুঝিয়া অন্তরে। দিব্য জ্ঞানে শিবানীর স্তব স্তুতি করে॥ কালের কামিনী কালী করাল বদনা। দীনজনে শ্রীচরণে রাখ ত্রিনয়না॥ ভজন সাধন হীন আমি দুরাচার। কত পাপ করেছি মা কর গো উদ্ধার॥ না জেনে প্রহার কত করেছি তোমারে। তা ভেবে মা প্রবঞ্চনা করোনা ভক্তেরে॥ এই রূপে রাজা শুম্ভ স্তব আরম্ভিল। আঁখি ভরে কালী রূপ দেখিতে লাগিল॥ মৃত্যুকালে যেই জন কালী বলে ডাকে। অনায়াসে সেই জন যায় শিবলোকে॥ শুম্ভের কি ভাগ্য মরি কহিব কাহারে। মৃত্যুকালে কালীরূপ হেরে কালিকারে॥ কালীরূপ দেখিতে দেখিতে দৈত্যরায়। কালী বলে ত্যজে প্রাণ কালীতে মিশায়॥ শুম্ভের সংহার দেখি যত দেবগণ। নিরুদ্বেগে আরম্ভিল পুষ্প বরিষণ॥ নিঃশঙ্কা হইল তবে যতেক অমর। কালিকা বিলাস বিরচিল দ্বিজবর॥

অথ ভৃগুমুনির যজ্ঞারম্ভ ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

শরণাগতেরে শিবে তারিবে মা কিগো। তব দাস হয়ে কি মা বিপাকে মরিবগো॥ বারেক কটাক্ষ কর, অন্তরের কালি হর, কালের মুখেতে কালী কালি দেহগো।

পয়ার। মেধস কহেন শুন সুরথ রাজন। এরূপে শুম্ভ নিশুম্ভ হইল নিধন। আর কি শুনিতে চাহ কহ নরপতি। শুনিয়া সুরথ বলে মুনিবর প্রতি॥ নিবেদন করি প্রভু শুন ঋষিবর। শক্তিগুণ শুনাইয়া জুড়ালে অন্তর॥ শক্তি গুণাগুণ সুধা সমুদ্রের প্রায়। তোমার মুখেতে শুনে শরীর জুড়ায়॥ অন্য কিছু মহামায়ার উৎপত্তি বর্ণন। কহ শুনি মুনিরাজ জুড়াক শ্রবণ॥ মেধস কহেন শুন সুরথ রাজন। দক্ষযজ্ঞ কথা কিছু শুন দিয়া মন॥ যে কালেতে ভৃগুমুনি যজ্ঞ আরম্ভিল। দেবগণে নিমন্ত্রিয়া নিবাসে আনিল॥ স্বর্গবাসি যত্ত ঋষি প্রজাপতি ছিল। যজ্ঞ হেতু সর্ব্বজন তথায় আইল॥ চলিল সকল লোক পায়ে নিমন্ত্রণ। দক্ষ ভাবে আমি যাব গেলে সর্ব্বজন॥ দেবতার মধ্যে বিধি বিষ্ণু বিনা আর। আমি যে নমস্য হই যত দেবতার॥ শেষেতে আইল সবে পূজিবে আমাকে। আমার গৌরব দেখিবেক সর্ব্ব লোকে॥ এই রূপে প্রজাপতি করিয়া বিচার। পূর্ণ সভা জেনে যজ্ঞে কৈল আগুসার॥ যজ্ঞস্থানে দক্ষ যদি গমন করিল। অনেক দেবতা গণে উঠি দাণ্ডাইল॥ বিনয় পূর্ব্বক দক্ষে করে সমাদর। অভ্যর্থনা না করিলা বিধি হরিহর॥ দেখে দক্ষ প্রজাপতি সক্রোধ হইল। চাহিয়া বিধির মুখ কহিতে লাগিল॥ দেখহ চতুরানন শিবের ব্যভার। জামাতা হইয়া পূজা না কৈল আমার॥ একে আমি হই মান্য তাহাতে শ্বশুর। কথা না কহিল অভ্যর্থনা থাকুক দূর॥ জামাই হইয়া উহার এত অহঙ্কার। সভা মধ্যে অপমান করয়ে আমার॥ মনেমনে জানি আমি শঙ্করের ধ্যান। তোমাদের কথা ক্রমে কন্যা দিছি দান॥ ভূতের সঙ্গেতে বেটা গাঁজা ভাঙ্গ খায়। গুরু জন বলে জ্ঞান কত থাকে তায়॥ কে কেমন ব্যক্তি তাহা চিনিবে কেমতে। সহজে উন্মত্ত আছে সিদ্ধি ধুস্তুরাতে॥ যেমন অদৃষ্ট ধাতা লিখেছে আমার। পায়েছি জামাই তেমি প্রেতের সদ্দার। এতেক বলিয়া দক্ষ ক্রোধিত হইয়া। সভা হৈতে রাগ ভরে চলিল উঠিয়া॥ সময় বুঝিয়া ব্রহ্মা আদি দেবগণে। সান্ত্বনা করিলা দক্ষে মধুর বচনে॥ বহু মতে বুঝাইয়া সম্মত করিলা। ব্রহ্মার

বাক্যেতে দক্ষ দুঃখ সম্বরিল ॥ পুনর্ব্বার প্রজাপতি বসিয়া সভায়। যজ্ঞ শেষ করি শেষ চলে নিজালয় ॥ কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিলা শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস ॥

অথ দক্ষ যজ্ঞের উদ্‌যোগ করিয়া নারদকে
নিমন্ত্রণ করিতে পাঠান।
রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

ভবে এসে ভবানী গো এবার কি মা এই হলো। না করিলেন উপাসনা বিষয়ের সাধ না পূরিল। কি হবে গো ত্রিনয়না, মনের অনিত্য বাসনা, আগু পাছু ভাবেনা, বুঝেনা যে এবিফল। ধ্রুবং।

পয়ার। নিবাসে আসিয়া দক্ষ হইয়া রাগত। যজ্ঞ করিবারে পরে হইল উদ্যত ॥ আত্মীয় বান্ধব সহ মন্ত্রণা করিয়া। যজ্ঞের উদ্‌যোগ দক্ষ দিলা আরম্ভিয়া ॥ নারদেরে ডাকাইয়া কহে প্রজাপতি। নিমন্ত্রণ ভার তুমি লহ মহামতি ॥ দেবাসুর যক্ষ নিশাচর নাগনর। সকলেরে নিমন্ত্রণ কর বিনা হর ॥ কদাচ শিবেরে ভাগ না দিব যজ্ঞেতে। তার মুখনা দেখিব শরীর থাকিতে ॥ শুনিয়া নারদ কহে যে আজ্ঞা করিলে। আসিবে দেবতা গণ হরে নিমন্ত্রিলে ॥ সভামধ্যে অপমান যে করে তোমায়। তারে নিমন্ত্রিতে যাবে এত কিবা দায় ॥ এতবলি দেবঋষি হইল বিদায়। নিমন্ত্রণ জন্য মুনি চলিল ত্বরায় ॥ এখানেতে দক্ষ করে যজ্ঞ আয়োজন। করিলা বিচিত্র সভা সবার কারণ ॥ মহা সমারহ দক্ষ আরম্ভ করিল। খাদ্য দ্রব্য নানা বিধ প্রস্তুত করিল ॥ এখানেতে দেবঋষি হরিষ অন্তরে। নিমন্ত্রণ করে মুনি দেখা পায় যারে ॥ এই রূপ ত্রিসংসার নিমন্ত্রণ করে। তদন্তরে উত্তরিল কৈলাস শিখরে ॥ বসিয়া আছেন হর পঞ্চশীর্ষ লয়ে। হেনকালে নারদ প্রণাম করে গিয়ে ॥ নারদে দেখিয়া হর হয়ে হৃষ্টমন। আশীর্ব্বাদ করি দিল বসিতে আসন ॥ শঙ্কর কহেন কহ ব্রহ্মার নন্দন। বহু দিনে তব সঙ্গে হৈল দরশন ॥ ইদানী তোমার বাছা দেখা পাওয়া ভার। বুড়া বুড়া বলে তত্ত্ব না কর একবার ॥ শুনিয়া শঙ্কর প্রতি মুনিবর কয়। যথা তথা থাকিমন বাধা তব পায় ॥ সংপ্রতি দক্ষের কার্য্য ব্যস্ত অতিশয়। সেই হেতু অবকাশ নাহি মহাশয় ॥ আরম্ভ করেছে যাগ দক্ষ প্রজাপতি। নিমন্ত্রণ হেতু মোরে করেছে আরতি ॥ অমর কিন্নর নিশাচর নাগ নরে। স্থানে স্থানে ভ্রমিলাম নিমন্ত্রণ করে ॥ ত্রিভুবনে সর্ব্বজনে বলা কওয়া গেছে। তব নিমন্ত্রণ

মাত্র নিষেধ হয়েছে ॥ যজ্ঞ ভাগ তোমারে না দিবেক গোসাঞি। শুনিয়া শঙ্কর কন কিছু ক্ষতি নাই ॥ যে আমার ভক্তি করে আমি জেন তারি। না ভজিলে তাহে আমি রাগ নাহি করি ॥ কিম্বা বাছা এই দায় ক্ষমহ আমারে। এ কথা কওনা তাত তোমার খুড়ীরে ॥ কি জানি যদ্যপি সতী যজ্ঞ কথা শুনে। দক্ষালয়ে যাইতে চাহে বিনা আবাহনে ॥ আমার অনিমন্ত্রণ হইল যথায়। অপমান হবে সতী যাইলে তথায় ॥ শুনিয়া নারদ কহে একি হয় কভু। খুড়ীরে কি এ সংবাদ বলা যায় প্রভু ॥ এত বলে দেবঋষি হইয়া বিদায়। গোপন হইয়া দাক্ষায়ণী পাশে যায় ॥ কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিলা শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস ॥

অথ নারদ পার্ব্বতীতে কথোপকথন ॥

রাগিণী সারঙ্গ। তাল আড়খেমটা।

তুমি আনন্দময়ী বিশ্বময়ী ভবদারা। অকৃতী সন্তানে নিদয় কেন হওগো তারা ॥ করে ভজন তরে যে জন তারিণী তরিবে তারা। তবে কি জননী গো তরিবে না পাবও যারা ॥ ধ্রুবং ॥

লঘু ত্রিপদী। হাসিয়া হাসিয়া, নারদ যাইয়া, সতীপদ কমলেতে। লোটায়ে ধরণী; করি যোড়পাণি; প্রণমিল অষ্টাঙ্গেতে ॥ নারদেরে হেরে, আশীর্ব্বাদ করে; কহিছেন মহেশ্বরী। এসবাছা ধন, যুড়াকু নয়ন, তোমার বয়ান হেরি ॥ এতেক বচন, কহিয়া আসন; দেন বসিবার তরে। হয়ে প্রফুল্লিতা কুশল বারতা, জিজ্ঞাসেন নারদেরে। কহ বাছাধন, কিসের কারণ কৈলাসেতে আগমন। কহে মহামুনি, ওগো ঠাকুরাণী, কিছু নহে গো এমন মিছে দিন যায়, না দেখে তোমায়, তাই আইনু দেখিবারে। তুমিত জননী ভুলেছ ইদানী; তত্ত্ব না কর আমারে ॥ যা ভাব আমারে, আমি গো অন্তরে, ভাবি তোমার চরণ। কর আশীর্ব্বাদ, পুরে যেন সাধ, এবে করি গো গমন ॥ শুনে সে বচন, পার্ব্বতী তখন, কহিছেন নারদেরে। কিসের কারণ, এত উচাটন; বাছা দেখিতেছি তোরে ॥ কহে মহামুনি, শুনগো জননী, কার্য্য হেতু আছি ব্যস্ত। এতিন লোকেতে, হবে নিমন্ত্রিতে; সেই জন্যে এতব্যস্ত ॥ নারদের উক্তি, শুনি আদ্যাশক্তি, কহিছেন ঋষি বরে। কাহার কার্য্যেতে, যাবে নিমন্ত্রিতে, সত্য কহ তাত মোরে ॥ সে কথা শুনিয়া নিশ্বাস ত্যজিয়া, কহে ব্রহ্মার কুমার। বলগো শিবানী, সে সব কাহিনী শুনে কায নাই আর ॥ সেই দুঃখানলে মরিতেছি জ্বলে; কথা কহিতে

ডরাই। জামাতা দুহিতা, প্রভৃতি অভ্যাগত; জনকের হেন যাই॥ আমি পুনঃ পুনঃ কত বুঝাইনু, সে কথা নাহি শুনিল। কি জানি অন্তরে; কি বিচার করে, কেমন পণ করিল॥ এতেক বলিয়া, শ্রীহরি স্মরিয়া; মুনি উঠিবারে চায়। দেখিয়া তখন; করিয়া যতন, দেবী ঋষিরে বসায়॥ কহেন পার্ব্বতী; নারদের প্রতি; কহ বাছা পরিচয়। শিহরিয়া মুনি; কহে গো জননী; তাহা কহা সাধ্য নয়॥ আর কবে যাহা; কহিব গো তাহা; খুড়ী তোমারি সাক্ষাতে। এপ্রাণ থাকিতে; তাহা কদাচিতে; আমি নারিব কহিতে॥ কহিতে তোমারে; মোরে বারে বারে; মানা করেছেন ভব। ত্যজে তাঁর কথা; এসব বারতা; কেমনে তোমারে কব॥ কহেন শঙ্করী; ভাল তাহে পারি; শুনি দেখি ব্যাপার। কহেন নারদ; ঘটাবে বিপদ; বাধালে দ্বন্দ্ব অপার॥ করেছিলাম মনে; মা তোমার স্থানে; কহিব না কোনমতে। কিন্তু মম মন; কি জানি কেমন না কৈলে নারি থাকিতে॥ ওগো ব্রহ্মময়ী; তুবে আমি কই; দেখ কাহারে কৈও না। আমি যে এসেছি; একথা কয়েছি; খুড়া যেন শুনে না॥ পাছে দ্বন্দ্ব হয়; পাছে মন্দ কয়; বড় সন্ধ অন্তরেতে তোমার বচন; করিতে লংঘন; না পেরে হলো কহিতে॥ তব পিত্রালয়; মহাঘটা হয়; যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে। লোক নিমন্ত্রণ; করিতে এখন; দক্ষ মোরে পাঠায়েছে॥ সর্ব্ব দেবগণে; যজ্ঞের কারণে; কহিয়াছে করিবারে। কি জানি কারণ; যজ্ঞ নিমন্ত্রণ; রহিত করেছে হরে॥ শুন ওগো সতী তাহাতে কি ক্ষতি; না কহিল যেন হরে। বাপের বাটিতে; যাইতে দুহিতে তাহাতে নিন্দা কে করে॥ শ্বশুর জামায়ে; বিবাদ বলিয়ে; তাহে কি দোষ তোমারে। অবশ্য গো শিবে; যজ্ঞেতে যাইবে, নিন্দা হয় সে আমার। যদ্যপি তোমায়, যাইতে তথায়; নাহি দেন ত্রিলোচন। সে কথা শুন মা বুঝালে বুঝ না; যাব বলে কর পণ॥ তোমার বচন, করিতে লংঘন নারিবেন মহেশ্বর। দক্ষের আলয়ে; দিবেন পাঠায়ে, আশুতোষ দিগম্বর এতেক কহিয়া, প্রণাম করিয়া, মুনি হইল বিদায়। কালিকা বিলাস, কালিকার দাস, পাঁচালি প্রবন্ধে গায়॥

অথ সতী যজ্ঞে যাইবার কারণ শিবের নিকটে বিদায় চাহেন।

রাগিণী সরফরদা। তাল আড়া।

কৃপা কর হে শঙ্কর আমারে। যাব হে জনকালয়ে আজ্ঞা

...স্বরা করে। পিত্রালয়ে যজ্ঞ শুনে আনন্দিতা হলেম ...যার জনক ভবনে বাসনা অন্তরে॥ ধ্রু॥

পয়ার॥ নারদের মুখে এত করিয়া শ্রবণ। শঙ্করের স্থানে সতী করিল গমন॥ অভিমানে জলনয়ন ছলং করে। শিরে সুধায় শিবা সুমধুর স্বরে। শুন প্রভু বিশ্বনাথ করি নিবেদন। শুনিলাম পিতৃপুরে যজ্ঞ আরম্ভণ॥ ভ নিমন্ত্রণ নাকি নাহয় তথায়। এবলেতো আমি নাহি রবনা হেথায়॥ আজ্ঞা দেহ আশুতোষ আমি তথা যাই। বাপগৃহে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ নাই সতীর উত্তর শুনে ভব ভীত মন। বলে সতী একথা কহিলা কোনজন পার্ব্বতী কহেন প্রভু ব্রহ্মার কুমার। আমারে আসিয়া কয়ে গেল সমাচা শুনে শিব রুষিয়া নন্দির প্রতি বলে। যাহা ভাবিয়াছি তাই ঘটেছে কপালে অন্তরে যে ভয় সদা তাই কি হইল। নারদ বাপার কর্ম্মে সর্ব্বনাশ হয়। হায় হায় একি দায় ভাবিয়া না পাই। এই হেতু এসেছিল নারদ বালাই এতবলি মহাদেব কহেন দেবীরে। কহ সতী কেমনেতে যাবে দক্ষপুরে বিনা আবাহনে যথা হইল আমার। সে স্থানে তোমার যাওয়া সাজে কি প্রকার॥ তুমি আমি এক অঙ্গ একই পরাণ। মম অপমানে প্রিয়ে ত অপমান॥ যাচিয়া যদ্যপি তুমি যাও তার ঘরে। মানের হইবে ত্রুটি ঘৃণা করে॥ তাই বলি হেন স্থানে কেমনে যাইবে। কেন সতী আমা মস্তক কাটাইবে॥ পার্ব্বতী কহেন দেব একি অবিচার। কন্যা পুত্র প্রতি স্নেহ ঘুচে কি পিতার॥ বহু দোষে দোষী যদি কন্যা পুত্র হয়। মা বাপে স্নেহ তবু তার প্রতি রয়॥ নিতান্ত যাইব কান্ত জনক আলয়। আজ্ঞা ক আশুতোষ হইয়া সদয়॥ এই মতে দুইজনে কথান্তর হয়। অধিক লিখিলে হলে পুথি বেড়ে যায়॥ অপরেতে বিশ্বমাতা বিবেচনা করে। দশম বিদ্যা রূপ দেখাইলা হরে। মহা ভয়ঙ্করী রূপ করে দরশন। ভয়ে ভোল নাথ আজ্ঞা দিলেন তখন॥ রথ সাজাইয়া নন্দী সম্মুখে আনিল। কালিব বিলাস কালীদাস বিরচিল॥

অথ সতীর দক্ষালয় যাত্রাকালে কুবের সাজাইয়া দেন।

রাগিণী সুরট। তাল আড়া।

ওমা কালী কহিতে ডরাই। তুমি যে শ্মশানে ফের দেখে লজ্জা পাই॥ এসো গো মম অন্তরে বৈসহ মা সহস্রারে হৃদপদ্মে পূজে তোরে, শিবের ধনে ভাগ বসাই॥ ধ্রু॥

পয়ার। বৃষপরে বিশ্বমাতা করি আরোহণ। আনন্দে আনন্দময়ী
রেন গমন। ... শ্রীদুর্গার গমন শুনিয়া। দশ নার্থে ধনেশ্বর আইল
ইয়া॥ কুবের কহেন মাগো করি নিবেদন। হেন বেশে কার বাসে
রেছ গমন। অভয় কহেন বাছা শুন পরিচয়। যজ্ঞ দেখিবারে যাই জনক
ালয়॥ শুনিয়া ধনেশ কহে কৃতাঞ্জলি করে। বাপ ঘরে যাবে কি মা বাঘ
ল পরে॥ অভরণ মধ্যে দেখি রুদ্রাক্ষ ভূষণ। শ্রীঅঙ্গে মেখেছ ছাই
ভাবে চন্দন॥ আমার জননী হয়ে গেলে এবেশেতে। লোকে কালী
বে কালি আমার মুখেতে। তোমার নফর আমি ব্যপ্ত চরাচরে॥
বেশে মা যেতে দিতে পারি কি গো তোরে॥ বারেক যাইতে হবে আমার
ালয়। মনোমত করে আমি সাজাব তোমায়॥ এতেক উত্তর যদি
বের করিল। ভক্তের ভক্তিতে মাতা স্বীকার পাইল॥ সঙ্গে করে শঙ্ক
রে লইয়া তখন। অনায়াসে নিবাসে গেল কুবের সজ্জন। রত্নাসনে যত্ন
বসায়ে তারারে। সাজায়ে যক্ষের পতি বিবিধ প্রকারে॥ অমূল্য
তুল্য মনি রত্ন যত ছিল। শারদার সর্ব্বঅঙ্গে রঙ্গে পরাইল॥ কটি হৈতে
ঘচর্ম্ম করিয়া অন্তর। পরিবারে দিল মারে বিচিত্র অম্বর॥ কর্ণ হৈতে
ক্ষের কুণ্ডল খসাইয়া। মণিময় কুণ্ডল দিলেন পরাইয়া॥ শিরেতে মুকুট
স শোভা চমৎকার। জ্যোতিঃপতি হীন জ্যোতি শোভা দেখে তার॥
ন নূপুর দিয়া চরণ সাজায়। মানিক অঙ্গুরী সব অঙ্গুলে পরায়॥ এই
ত শঙ্করীরে সাজায়ে তখন। জায়া প্রতি যক্ষপতি বলিছে বচন॥ দেখ
খি চেয়ে প্রিয়ে সাজাইনু মায়। কেমন হয়েছে সজ্জা কহত আমায়॥
নিয়া যক্ষিণী কহে যক্ষরাজ স্থানে। শুন নাথ শারদার সজ্জা হয় নাই
নিয়া কুবের কহে হয়ে ক্রোধমন। কিসে ত্রুটি হৈল শুনি কহ বিবরণ॥
ণপনে সাজাইয়া দিয়েছি মায়েরে। তথাপি তোমার প্রিয়ে মনে নাহি
র। তুমি নহে আপনি হে সাজাইয়া দেহ। তাহা শুনি যক্ষিণী কহিছে
২॥ এত বলে কুতূহলে যক্ষরাণী গিয়া। শীঘ্র করে অর্ঘ্য এক মিল সাজা
॥ বিল্বদলে জবাদল দূর্ব্বাঙ্কুর দিয়া। রুধির চন্দন তাহে দিল মাখা
॥ ভক্তিভাবে যক্ষরাণী লইয়া করেতে। অর্ঘ্য সাজাইয়া দিল রাঙ্গা
ণেতে॥ এতেক সে রাঙ্গা পদ কোকনদ প্রায়। রাঙ্গা জবা দিবা মাত্র
া শোভা পায়॥ কুবেরের প্রতি রাণী কহেন তখন। দেখ দেখি
বানীর সজ্জা হে এখন॥ সামান্য রতন দিয়া সাজায়েছ প্রভু। ওচরণে

এবা দিবা শ্যেতে কিছু কিছু। দেখিয়া বুড়ের কাছে লজ্জা সাজাইলে। বুড়ী পরি জবা দিয়া কি শোভা করিলে॥ এতবলি দুই জনে প্রণা করিলা। আশীর্ব্বাদ করি মাতা বিদায় হইলা॥ কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিলা শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস॥

অথ সতীর দক্ষালয়ে গমন।

রাগিণী বাহার। তাল আড়া।

ওরে মন অনিত্য কাযেতে কেন ফিরিয়া বেড়াও। মিছে দিন যায় দিন যায় কেন কালীরে নাহি ধেয়াও॥ শুন মন বলি তোরে, তোমার স্বকীয় ঘরে, ছয় চেরে চুরি করে, তুমি পরের লতে চাও পয়ার। এই রূপে দক্ষালয়ে উত্তরিলা সতী। সতীরে দেখিয়া সু হইল প্রসূতী॥ কোলে করে কুমারীরে তখন। স্নেহেতে করেন রাণী বদ চুম্বন॥ ক্ষীর সর সন্দেশাদি মিষ্টান্ন মাখন। তনয়ারে দক্ষরাণী করা ভোজন॥ দেখিয়া সতীর সজ্জা যতেক ভগিনী। এ ওহার মুখ চেয়ে কানাকানি॥ কেহ বলে শঙ্করের অন্ন নাহি মিলে। তবে শিব এত অ ঙ্কার কোথা পেলে॥ আহা অলঙ্কার দেখে যুড়াক অন্তর। সতীর যে এ সুখ স্বপ্নে অগোচর॥ কেহ কহে ওগো দিদি লয় মোর মন। না খেয়ে পারে করিয়াছে অভরণ॥ নহিলে ভিক্ষার চেলে কত অর্থ হয়। কেহ ভাল বলেছিস মনে লয়॥ না বুঝ না বুঝ বলে কোন রামা বলে। শঙ্করে গতায়াত আছে বহুস্থলে॥ সমারম্ভ যজ্ঞে সতী আসিবে বলিয়া। এই অ ঙ্কার হার দিয়াছে মাগিয়া॥ কেহ বলে যা বল সকলেতে। বুড়া স্বামী হলে কি পারে দিতে থুতে॥ কি কহিব আমাদের কপাল যেমন পায়েছি তেমনি পতি নিগুণে নিধন॥ কালীর কাছেতে সদা চাব এই ব জন্মে জন্মে পাই যেন হেন বুড়া বর॥ অজ্ঞান রমণী পণ না বুঝে অগ্র মিছা পর হিংসা করে পতি নিন্দা করে॥ এই রূপে কানাকানি করে জনে। সতী যে প্রকৃতী রূপা সেটা নাহি জানে॥ অপরেতে মহামায়া ভোজ নাদি করে। যজ্ঞশালে গেলা যজ্ঞ দেখিবার তরে॥ কালিকা পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিলা শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস॥

অথ সতী প্রাণত্যাগ॥

রাগিণী সিন্ধু। তাল খয়েরা॥

আমার দুর্গানামে কলঙ্ক ঘটিল। আমি মরি তাহে পারি

বেদ বিধি সব গেল। একথা কার নয়; যে তোমার দাস হয়। তার দশা এই কি হয় এত ভক্তবৎসল। ধ্রুবং॥

পয়ার। যজ্ঞ স্থানে সতী যদি করিলা গমন। দেখিয়া কুমতি দক্ষ হইল কোপ মন॥ সতীর সহিত দক্ষ কথা না কহিল। বিধি মতে শঙ্করের নিন্দা আরম্ভিল॥ সতী প্রতি প্রজাপতি কহে ক্রোধ মনে। কে তোরে কহিল সতী আসিতে এখানে॥ বিনা নিমন্ত্রণে আইলা লজ্জা না হইল। তোমার ভাঙ্গড়পতি আসিতে যে দিলা॥ কত পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ ছিল জন্মান্তরে। সেই পাপে জামাই করেছি পাপ হরে॥ শুন শুন সভাজন জান তার গুণ। ধুস্তুরা কস্তুরা গাঁজা ভাঙ্গেতে নিপুণ॥ কে কোথা শুনেছ বল দেবের সমাজে। ডাকিনী লয়ে শ্মশানে বিরাজে॥ আর এক কথা সবে শুনহ অদ্ভুত। কোন দেবতার বল সঙ্গে প্রেত ভূত॥ হকু যেন প্রেত ভূত থাকে তার কাছে। দেবতায় গরুচড়ে কোন শাস্ত্রে আছে॥ কোন দেবতায় মুণ্ড বাঘছাল পরে। কোন দেবতায় বল ভিক্ষা মেগে মরে॥ কোন যুগে শুনে ছিলাম শঙ্কর ব্রাহ্মণ। প্রত্যয় না হয় দেখে সর্পের ভূষণ। ভদ্রলোকে হাড়মালা কে দেয় গলায়। ভাবি তাই মাথে ছাই কোন দেবতায়॥ যত অমঙ্গল সব মঙ্গল তাহার। বিষ খেয়ে না মরিল হেন কুলাঙ্গার॥ সতী কন্যা জগন্মান্যা বিদ্যুত বরণী। ভাগ্য গুণে হয়েছেন ভাঙ্গড় ঘরণী॥ তাই বলি ওগো সতী না ভাবিহ দুঃখ। সে পাপ থাকিতে না দেখিব তব মুখ॥ বিধবা হইবি যবে করিব শ্রবণ। অন্ন বস্ত্র দিয়া তোরে করিব পালন॥ এই রূপে শিবনিন্দা করিতে লাগিল। শুনিয়া সভায় লোক বিস্ময় হইল॥ সিদ্ধ ঋষি যতজন আছিল তথায়। শিব নিন্দা শুনি সবে সভা ত্যজি যায়। তথাপি শিবের নিন্দা করে প্রজাপতি। শুনিয়া কিস্তর দক্ষে বুঝাইলা সতী॥ বিনাশ সময় হৈলে বুদ্ধি লোপ হয়। তথাপি শঙ্করে দক্ষ নিন্দা কথা কয়॥ সতী প্রতি অনুযোগ করিতে লাগিল। সক্রোধ হইয়া শিবে গালি আরম্ভিল॥ শঙ্করের নিন্দা বহু শ্রবণ করিয়া। মনো দুঃখে সতী দক্ষে শাপান্ত করিয়া॥ শিব রূপ ভাবিতে ভাবিতে অন্তরেতে। তনু ত্যজিলেন মাতা দক্ষের সাক্ষাতে॥ দক্ষালয়ে মহা কোলাহল আরম্ভিল। শুনিয়া প্রসূতী সতী মূর্চ্ছিত হইল॥ কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিলা শ্রীকালী দাস কালিকা বিলাস॥

অথ দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ত্রিওট।

কে করিব এ ভব নদী পারে লয়ে যেতে পারে। এমন এপারে কেও নাই। যিপারে সে পারে তারে আমিবা কি গুণে পাই। ধ্রুবং।

পয়ার। সতী দেহ ত্যাগ শুনে নন্দী ক্রোধভরে। কান্দিতে২ বার্ত্তা দিলা মহেশ্বরে। সতীর বিয়োগ শুনে দেব পঞ্চানন। ভূমে পড়ে বহু ক্ষণ করিলা রোদন। কোথা গেলে সতী বলে কান্দে মহেশ্বর। অশ্রু জলে পরিপূর্ণ হৈল দিগম্বর। সতী শোকে বিস্তর কান্দিয়া পশুপতি। জটা হৈতে বীরভদ্র করিলা উৎপত্তি॥ কালান্ত কালের প্রায় বীরভদ্র বীর। প্রণাম করিলা হরে লোটাইয়া শির॥ করযোড় করে বীর কহে কাশীশ্বর। কোন কার্য্য হেতু প্রভু সৃজিলা আমারে॥ যে আজ্ঞা করিবে তাই করিব এখন। শুনিয়া কহেন তারে দেব ত্রিলোচন॥ যজ্ঞ ভঙ্গ দক্ষ সাঙ্গ করহ ত্বরায়। শুনি বীরভদ্র শীঘ্র দক্ষপুরে যায়। প্রেত ভূত লক্ষ লক্ষ সঙ্গেতে চলিল। দক্ষ যজ্ঞে গিয়া মহা উৎপাত করিল॥ যজ্ঞকুণ্ড ভূতে মূতে দিল ভাসাইয়া। দক্ষ তুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিল রুষিয়া॥ দক্ষ পুরোহিত ভৃগু পলাইয়া যায়। রুদ্রদূত এক ভূত ধরে গিয়া তায়॥ মারে চড় ধড় ফড় করে মুনিবর। ভূতে আড়ি করে দাড়ি উপাড়ে সত্বর॥ দ্বিজ দেখি বীরভদ্র প্রাণে না মারিল। ধাক্কা মেরে মুনিবরে পরে ছেড়ে দিল॥ কান্দিতে কান্দিতে ভৃগু যায় পলাইয়া। ভৃগুর রমণী দ্বারে আছে দাঁড়াইয়া॥ দাড়ি গোঁপ হীন মুখ ভাসিছে শোণিতে। দেখে সতী নিজপতি নারিল চিনিতে॥ অতি বচনে ধনী কহে মুনিবরে। বুড়া বাপা দেখেছ কি আমাদের তাঁরে॥ শুনে মুনি ক্রোধে বলে আরেরে রমণী। কারে বাপ বলে ডাক আমি ভৃগুমুনি॥ ধনী বলে যদি তুমি মুনিবর। দাড়ি গোঁপ কে ছিড়িল কহত সত্বর॥ মুনি বলে দাড়ি ছিড়িয়াছে ভূতে মেরে। শুনিয়া মুনিরপত্নী আহা আহা করে॥ কান্দিতে কান্দিতে রামা কহেন তখনি। অল্পায়ু হউক ভূত মেরেছে যেমনি॥ এই রূপে দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ হয়ে যায়। ক্রোধভরে আইলা শিব দক্ষের আলয়॥ যজ্ঞ স্থানে গিয়া হর দেখেন চক্ষেতে। স্বর্ণলতা সমা সতী পড়িয়া ভূমেতে॥ দেখিয়া বিস্তর হর করিলা রোদন। মৃতদেহ শিরে ধরে করেন ভ্রমণ॥ তাহা দেখি চক্রপাণি চক্রেতে করিয়া। সতী দেহ খণ্ড২ করেন কাটিয়া। হইল একান্ন খণ্ড সতীর আকার। তাহাতে

একান্ন পীঠ কৈল অবতার ॥ বাহুল্য এই হেতু না লিখিনু আর ॥ অন অন্য গ্রন্থে তাহা আছয়ে বিস্তার ॥ অপরে প্রসূতী আসি স্তব স্তুতি করে। শান্ত কৈল দক্ষরাণী যেব গঙ্গাধরে ॥ প্রসূতীর বাক্যে শিব ক্রোধ নিবারিয়ে পুনর্ব্বার দক্ষরাজে বাঁচাইয়া দিল ॥ ছাগলের মুখ হৈল সতীর শাপেতে স্তব স্তুতি বহু দক্ষ করে অপরেতে ॥ শিবে ভাগ দিয়া যজ্ঞ কৈলা সমাপ কালিকা বিলাস দ্বিজ করিল বর্ণন ॥

অথ সতীর হিমালয়ের ঘরে জন্ম।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

ত্রাহি শঙ্করী শ্যামা শরণাগত পালিনী। দুস্তার সঙ্কটে তার নিস্তার কারিণী। যদি হই দুরাচার তবু গো মা দাস তোমার কৃপাকর এইবার অপার ভব তারিণী ॥ ধ্রুবং ॥

পয়ার। মেধস কহেন রাজা করহ শ্রবণ। দক্ষযজ্ঞে দাক্ষায়ণী ত্যজিল জীবন ॥ হিমালয় মেনকার তপের বলেতে। জন্মিলেন মহামায়া মেনক গর্ভেতে ॥ এক দুই তিন চারি পাঁচ মাস হয়। গর্ভ হেরি হর্ষযুক্ত হৈল হিমালয় ॥ পঞ্চমাস গর্ভ মেনকার হৈলে পর। পঞ্চামৃত দিলেন শিখর রাজেশ্বর ॥ ক্রমে ক্রমে অষ্টমাস অতীত হইল। নয় মাসে শৈলপতি সুখে সাধ দিল ॥ স্বর্ণ অলঙ্কার কত রতন ভূষণ। নানা মত সাধ দিল মিলি বন্ধুজন ॥ গর্ভভরে অচলালচ হৈল কায়। অলসে অবশ তবু ভূমে নিদ্রা যায় ॥ অম্বল দ্রব্যেতে সাধ খায় পোড়া মাটি। সবে কয় মেনকার হইবে মেয়েটি ॥ এমতে নবম মাস গত হৈলে পর। বাঁধিল সুতিকাগার ভূপতি শিখর ॥ দশমাস মেনকার হইল যখন। প্রসব বেদনা আসি প্রবেশে তখন অস্থির হইল রাণী বেদনার তরে। নয়নেতে অশ্রুধারা ঝরে ঝরে ঝরে। পুরবাসি প্রতিবাসি যত ধনী ছিল। রাণীরে সূতিকাগারে ধরে বসাইল। ব্যথায় ব্যথিত রাণী ব্যাকুলা অন্তরে। দুঃখ হেতু মনে মনে দুর্গানাম করে। পদ হিমালয় অন্তরে ধেয়ায়। বলে মুক্তিনাথ মুক্ত কর মেনকায় ই রূপ গিরিবর চিন্তাযুক্ত মন। অশেষ প্রকার করে যত রামাগণ ॥ শূন রে ডম্বুর বাজান শূলপাণি। ভাবেন কখন দেখা দিবেন ভবানী ॥ ন সূর্য্যের রথ না চলে পবন। অন্তরীক্ষে করে স্তব সব দেবগণ ॥ চারি খে বেদপাঠ করে প্রজাপতি। চতুর্ভুজে যোড় করে বিষ্ণু করে স্তুতি ॥ গন্ধর্ব্বেতে গায় নৃত্য করয়ে অপসর। পারিজাত পুষ্পবৃষ্টি আখণ্ডল করে ॥

জলকালে অনকার হইলে উভয়দশা। গর্ভ হইতে গিরিরাণী হইলা ভূমিষ্ঠ ॥ অম্বুদ কালিতে যেন সূর্য নিশাপতি। সেই রূপ অতয়ার শ্রীঅঙ্গের জ্যোতি শোভিত সূতিকাগার রূপে আলোময়। মেয়ে হলো সবে রোল করে মেয়েছে ॥ কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিলা শ্রীকাশীদাস কালিকা বিলাস ॥

অথ রামাগণ ভগবতীর ত্রিনয়ন দেখিয়া অমঙ্গল
ভেবে গিরিকে ত্যাগ করিতে কহেন ॥

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

শরণাগতের দোষ সব লওনা গো তারা। এই ভিক্ষা মাগি পদে রক্ষাকর ভবদারা ॥ অধম অজ্ঞান ভেবে যদি নাহি তার, তবে, লজ্জা পাবে তুমি শিবে, খাট হবে নামের ভরা ॥ ধ্রুবং ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। কন্যা হৈল শব্দ শুনে; রাণী দুঃখ ভাবে মনে; কেঁদে কহে সখী সম্বোধিয়া। এই হলো অবশেষ; পেয়ে এত গর্ভ ক্লেশ, বৃদ্ধকালে প্রসবিনু মেয়া ॥ এইরূপ হয়ে দৈন্য, চাহিয়া না দেখে কন্যা, মৌনভাবে গিরিরাণী রয়। কন্যা রত্ন হৈল বলে; কোন ধনী কুতূহলে; বার্ত্তা গিয়ে দিল হিমালয় ॥ কন্যা হৈল কানে শুনে; আহ্লাদ বিষাদ মনে; হিমালয় করে বিতরণ। হয়ে কল্পতরু প্রায়; দান করে যে যা চায়, দ্বিজে দেয় গো ভূমি কাঞ্চন ॥ এখানে সূতিকাগারে; কোন ধনী স্নেহ করে, কুমারীরে কোলে করে গিয়া। ত্রিনয়ন দেখে মার, আশ্চার্য্য লাগে সবার, অবাক হইলা যত মেয়া। কেহ বলে ওগো দিদি; একি ঘটাইল বিধি; দেখ দেখি এসে সর্ব্ব জনে। সোণার পুত্তলী প্রায়, কন্যা দেখে প্রাণ যড়ায়; ত্রিলোচনা কহ কি কারণে ॥ এতেক বচন শুনে; সকল সুন্দরীগণে; বিধিমতে করে নিরীক্ষণ। কোন ধনী কহে দেখে; অন্য সখী প্রতি ডেকে; এনহে গো ভাল লক্ষণ ॥ এইরূপ পরস্পরে; বিবেচনা করে পরে; গিরিবরে কহে সকলেতে। শুন শুন মহাশয়, কি কব কহিতে ভয়; ত্রিলোচনা হয়েছে দুহিতে ॥ কভু নাহি শুনি দেখি, এক ন্যায়ের তিন আঁখি; মহা কুলক্ষণ এ সকল। শুনহে গিরিবর বলি, এ মেয়া রাখিলে পর; হইবেক ঘোর অমঙ্গল ॥ বুঝহ হেমন্ত রায়, কাজ নাই এ কন্যায়; ত্যাগ কর এই সময়েতে। এতশুনি হিমালয়; যাইয়া সূতিকালয়, ত্রিলোচনা দেখে প্রত্যক্ষেতে ॥ আশ্চর্য্য দেখিয়া পরে গিরি বিবেচনা করে; একি শিব কৈল বিড়ম্বনা। সুবর্ণ প্রতিমা সমা, দিয়া

কন্যা নিরুপমা কেন দিল করি ত্রিলোচনা॥ কেমনে পরাণ ধরেঃ ত্যাগ করি একন্যারেঃ মুখ দেখে বুক বিদরর। এত বলি গিরিবরঃ কান্দে করে উচ্চৈঃস্বরঃ কালীদাস রচিল ভাষায়॥

অথ গিরিরাজা মহায়াকে জলে ভাসাইতে যাত্রা করেন।

রাগিণী সিন্ধু। তাল মধ্যমান ঠেকা।

মূঢ় মনরে মিছে কাল যায়। ত্যজহ কুসঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ দেহ তায়॥ গুরু দিয়াছেন যে ধন, তাই কররে স্মরণ, পাইবে অমূল্য রতনঃ কেন হারাওরে হেলায়॥ ধ্রু॥

পয়ার। ভুলিয়া হেমন্ত রাজা মেয়েদের বোলে। এতিনলোকের মাকে করে তাম্রখোলে॥ মেনকা শোকেতে কান্দে পড়িয়া ধরায়। এত দুখে প্রসবিনু হইল বৃথায়॥ কুলক্ষণা সুলক্ষণা মার সম সব। এত বলে কান্দে রাণী করে কলরব॥ রাণী কেন্দে গিরি প্রতি কহেন তখন। কোথা রেখে যাও মোর অঞ্চলের ধন॥ আহাম্মরি গিরি তব কি পাষাণ কায়। কোন প্রাণে জলে ভাসাইবে একন্যায়॥ এতবলি কান্দে রাণী হইয়া [illegible]। ভুজঙ্গী যেমন দুঃখী হরণে মন॥ লোচনের জল গিরি লোচনে নিবারি। কান্দিতে কান্দিতে তাম্রখোল কক্ষে করি॥ ভবানী লইয়া যায় ভাসাইয়া দিতে। কৈলাসেতে চন্দ্রনাথ জানিলেন চিতে॥ মনেতে ভাবিলা হর বড় হৈল বৃথা। নিষেধ করিতে শিব চলিলেন তথা॥ কি রূপে যাইব মনে ভাবে ত্রিপুরারী। দেখিতে দেখিতে শিব সাজে ব্রহ্মচারী॥ করে মায়া লুকাইয়া ভুজঙ্গের ঘটা। গেরুয়া বসন পরে আলুইয়া জটা॥ চর্মকোশা কুশাঙ্গুরী আর কুশাসন। রুদ্রাক্ষের মালা ফল করিলা ধারণ॥ রুধির চন্দন ফোটা অষ্টাঙ্গেতে দিয়া। হেমন্তেরে আশুতোষ আগুলিল গিয়া॥ কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিলা শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস॥

অথ হিমালয়ের সহিত কথোপকথন।

রাগিণী মূলতান। তাল আড়া।

মরিগো আমায় শিবে দিবে কি ধন। রাজার মেয়ে হয়ে তোমার পরিতে না মিলে বসন॥ ভক্তের সম্পদ ধন, ঐ রাঙ্গা শ্রীচরণঃ তাতো হরে একেবারে করেছ অর্পণ॥ ধ্রু॥

পয়ার। ব্রহ্মচারী বলে গিরি দাঁড়াও দাঁড়াও। কি তব কক্ষেতে মোরে বারেক দেখাও॥ গিরি বলে গোসাঞি কি কহিব তোমারে। ত্রিলোচনা কন্যা বিধি দিয়াছে আমারে॥ রাখিতে একন্যা সবে করিল বারণ। তেঁই কুমারীরে করি জলে বিসর্জ্জন॥ একথা শুনিয়া হর বিষাদিত মন। গিরিরাজে কহেন আমি দেখিব কেমন॥ হর বাক্যে হিমালয় কন্যারে দেখায়। শক্তি দেখে শিব যেন দেহে প্রাণ পায়॥ ব্রহ্মচারী বলে গিরি কি কব তোমারে। কোন প্রাণে ভাসাইবে হেন সুকন্যারে। তনয়ারে নার যদি করিতে পালন। আশীর্ব্বাদ করি কর আমারে অর্পণ॥ ভিক্ষা মেগে খাওয়াইয়া পালন করিব। প্রাণপণ করে আমি কন্যারে সেবিব॥ সময় হইলে বিভা দিব দিব্য বরে। নতুবা আপনি লব যদি মনে ধরে॥ গিরি বলে একন্যায় কি কায তোমার। শিব বলে তব কন্যা মম মূলাধার॥ বিষপানে যার নামে রেখেছি জীবন। যাঁর নাম করে করি জীবের তারণ॥ যার নাম প্রাণধন সর্ব্বস্ব আমার। পঞ্চানন নাম মম জপে নাম যাঁর॥ শ্মশানে মশানে যার নাম গেয়ে ফিরি। সেই আদ্যাশক্তি তব তাম্রপাত্রে গিরি॥ পূজা কর যারে নিত্য জবা বিল্বদলে। সেই তত্ত্বময়ী তারা পাই য়াছ কোলে॥ মোরে বিড়ম্বনা করে ব্রহ্ম সনাতনী। মেনকার গর্ব্বে জন্ম হইলেন নারায়ণী। আমি শিব এই শিবা শুন পরিচয়। শুনিয়া হেমন্ত মনে চমকিত হয়॥ কর যোড় করে বলে শুন দয়াময়। দেখিলে প্রত্যক্ষ রূপ হয়তো প্রত্যয়॥ শুনে হর নিজ মূর্ত্তি করিলা ধারণ। শিব রূপ দেখে গিরি আনন্দিত মন॥ ভক্তি ভাবে ভূতনাথে স্তব আরম্ভিলা। কালিকা বিলাস কালীদাস বিরচিলা॥

অথ হিমালয়ে মহাদেবকে স্তব করেন।

রাগিণী ভৈরবী তাল খয়েরা।

জয় পশুপতি অগতির গতি, পার্ব্বতীর পতি; পরাৎপরা। বিশ্ব পালক; বিশ্ব নাশক; মোক্ষদায়ক, দুঃখহরা। কাম নাশন, কাল শাসন; জীব তারণ, কাণ্ডারি। বৃষভ বাহন, ব্রহ্ম সনাতন, নিবারণ কর জন্ম জরা॥ ধ্রু॥

একাবলী ছন্দ। প্রণমামিজয় শিব শঙ্কর। পতিত পাবন পরম ঈশ্বর॥ জয় জয় জয় পিণাক ধারি। জয় পশুপতি প্রলয় কারি। জয় দক্ষ হন্তা মোক্ষ দায়ক। জয় দিগম্বর দীন পালক॥ জয় পঞ্চানন প্রমথ পতি।

জয় বিশ্বনাথ বিশ্ব ভূপতি ॥ জয় চিদানন্দ চন্দ্রশেখর। জয় মহাদেব জগত ঈশ্বর ॥ জয় মহারুদ্র মন্মথহারি। জয় ত্রিলোচন ত্রিশূল ধারি। জয় মহাকাল বিষ ভক্ষক। জয় বৃষারূঢ় জয় দায়ক ॥ নিন্দিয়া রজত অঙ্গের আভা ভালে সুধাকর করয়ে শোভা। কিলি কিলি ফণী শোভিত কায়। কল কল গঙ্গা করয়ে জটায় ॥ কণ্ঠে কালকুট গরল সাজে। মধুর ডম্বুর করেতে বাজে ॥ কস্তুরা ধুস্তুরা করিয়া পান। ঢুলু ঢুলু ঢুলু করে নয়ন ॥ এই রূপে স্তব করে শিখর। শুনি তুষ্ট হৈল জাহ্নবী ধর ॥ শিব কন গিরি যাওহে ঘরে কন্যা বিভা দিও সময়ে মোরে ॥ এত কয়ে হর কৈলাসে যায়। কালী দাস কালী গুণানুগায় ॥

অথ গিরিরাজা ভগবতীর জাতকর্ম্ম সমাপন করেন।

রাগিণী কালাংড়া। তাল আড়া।

পড়েছি দুর্গমে, উদ্ধারগো উমে, তোমা বই কারে আর, দিবগো ভার;। তারণ ভার; কে আর তারিবে অ.মে। ধুরং।

দীর্ঘ ত্রিপদী। থোল সাথে হিমালয়; চলিলেন নিজালয়, পুলকে পূর্ণিত হয়ে কায়। অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া, মেনকারে প্রবোধিয়া, বিশেষ বলেন গিরিরায় ॥ কহেন নগেন্দ্রপতি; শুনহ মেনকা সতী, একন্যা সামান্যা কন্যা নন। কি কব স্তব সাক্ষাতে, একন্যার প্রসাদেতে, দেখি লাম দেবপঞ্চানন ॥ ত্যজিয়া কৈলাস পুরী, মহেশ্বর গঙ্গাধারী; আমাদের ভবিবার তরে। শঙ্করে বঞ্চনা করে, শঙ্করী শিখর পরে, জন্মেছেন তোমার উদরে। হর পার্ব্বতী অর্চ্চন, করেছিনু যে কারণ; সফল হইল সে মনন। সেই কন্যে ওহে রাণী, সংসারের সার যিনি, পুত্রী ভাবে জন্মিলা এখন ॥ এত বলি মেনকায়, কন্যা দিল গিরিরায়, পেয়ে রাণী আনন্দে অজ্ঞান। চক্ষে স্নেহনীর ঝরে, কুমারীরে কোলে করে; কৌতুকে করান স্তনপান ॥ দেখ কি আশ্চার্য্য কর্ম্ম, যাহার জঠরে জন্ম, কোটি ব্রহ্মাণ্ড হয়। এমন মায়ের মুখে, মেনকা মনের সুখে; স্তন দেন কিবা ভাগ্যোদয় এই রূপে গিরিরায়, পালন করে তারায়; ক্রমে পঞ্চদিন গত হৈল। ছয় দিনে গিরিরাজা; সারিল সেঠারা পূজা, দীনজনে নানাধন দিল ॥ অষ্টদিন হইলে পরে, গিরি আটকৌড়্যা করে, আটভাজা দেয় শিশুগণে। ক্রমে এক মাস হৈল, অশৌচ ঘুচিয়া গেল; ষষ্ঠী পূজা করিল যতনে। সাত মাসে গিরিরায়; ঘটা করে অন্ন দেয়, লয়ে পুরোহিত বন্ধুগণ কন্যার

লাবণ্য হেরে সকলে মন্ত্রণা করে, গৌরী নাম রাখিল তখন ॥ পূর্ণিমার চন্দ্র যেন, দিনে দিনে বাড়ে হেন; জানু পাতি বেড়ান চলিয়া। ত্রিপদীর ছন্দধরে, পাঁচলির মত করে, দ্বিজ রচে কালিকা ভাবিয়া ॥

অথ বালিকা সখীদিগের সহিত গৌরীর ধূলাখেলা।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

ভুলনা মন আমার মায়ায় যদি ভবে হবে পার। ভাবরে মন নিত্যতত্ত্ব অনিত্য চিন্তনা আর। দারা পুত্র এবৈভব, ভাব যদি আকাশ সব; কেহ নাহি সঙ্গে যাবে, ফেলে দিলে পর ॥ ধ্রু

পয়ার। এই রূপে গিরি পুরে হরের ঘরণী। বিরাজ করেন সুখে, মোক্ষ প্রদায়িনী ॥ পঞ্চম বৎসর বয়ঃ হইল ক্রমেতে। সখী সঙ্গে নানা খেলা করেন রঙ্গেতে ॥ বালিকা সহিত গৌরী করিয়া যুকতি। যমপুকর আরোপিয়া সারেন সাযুতি ॥ সামান্য বয়েসা সখীগণেরে লইয়া। সামান্য বালিকা প্রায় বেড়ান খেলিয়া ॥ কালিন্দী কমলা কৃষ্ণপ্রিয়া কাত্যায়নী। জয়াবতী যমুনা জয়ন্তী সুরধুনী ॥ উমা উমা সত্যভামা রূপা গুণবতী। বৃন্দা, অরুন্ধতী আর অপূর্ণা পার্ব্বতী ॥ সবারে ভবানী কন শুন সহচরী। আজি এস সখী সবে ধূলাখেলা করি ॥ এত বলি খেলে গৌরী লইয়া সঙ্গিনী। তারা বলে গৌরী কই হও গো গৃহিণী ॥ এই মতে খেলে শিবা সহ সখীগণ ধূলা আনি ঘর বান্ধে করিয়া যতন ॥ সকল সঙ্গিনী মেলি এনে দেয় ধূলি। নিজহস্তে মহামায়া গঠে ঘরগুলি ॥ ধূলায় প্রাচীর আর ধূলার চৌচালা। হাস্য মুখে গঠিলেন হেমন্তের বালা ॥ রান্ধিয়া ধূলার ভাত তাতে দেন বড়ি। ধূলার রান্ধিলা ঝোল ধূলা চড়চড়ি ॥ ধূলার পিষ্টক আর পায়স রান্ধিল। কুড়ায়ে তেতুল পত্র অম্বল করিল ॥ এমতে ধূলার ভাত করিয়া রন্ধন। ভোজনার্থে সখীগণ বসিলা তখন ॥ আপনি বাটিয়া দেন শৈল রাজ সুতা। সখীগণ খেতে বৈসে হয়ে সুখ যুতা ॥ বাখানে সকলে মেলি গৌরীর রন্ধনে। মিছামিছি সর্ব্বজনে ছোঁয়ায় বদনে ॥ এই মতে ধূলা অন্ন করিয়া ভোজন। মিছামিছি সকলেতে করে আচমন ॥ অশ্বত্থের পত্র আনি পান বলে খায়। অঞ্চল পাতিয়া ভূমে কপটে ঘুমায় ॥ আপনার মুখে ডাকে

বায়সের ধ্বনি। একদণ্ড মধ্যে সবে পোহায় রজনী॥ এই মতে ধূলাখেলা করেন সুখেতে। কালীদাস রচে করি পাচালির মতে॥

অথ ভগবতীর সখীদিগের সহিত শিব পূজারম্ভ।

রাগিণী জঙ্গলা। তাল তিওট।

শিব হে করুণাকর হের কটাক্ষেতে: ক্ষম হে আমার দোষ হও প্রভু সন্তোষঃ তুমি দেব আশুতোষ শুনি বেদাগমেতে॥ ধ্রুবং

পয়ার। হেনরূপে সখী সঙ্গে গিরীন্দ্র তনয়া। কৌতুকে সতত শিবা বেড়ান খেলিয়া॥ এক দিন গৌরীরে কহিছে সখীগণ। শিব পূজে এসে মোরা খেলিব এখন॥ শিবানী কহেন সখী শিব বল কারে। কিবা ফল পূজা করিলে তাঁহারে॥ কিবা গুণ ধরে শিব আকার কেমন। কোন দ্রব্য দিয়া তাঁর করিব পূজন। তারা বলে ফল ফলে পূজিলে শঙ্কর। মা বলেছে শিববরে পাব ভাল বর। সেই হেতু করি মোরা শিবেরে অর্চ্চন। শিব বলে মনোমত পতি রত্নধন॥ গৌরী বলে আমিত পরের ঘরে যাব। শিব পূজা করে ভাল বর মেগে লব॥ শিবের নিকটে আমি লব এই বর হবেন আমার পতি সেই মহেশ্বর। একথা শুনিয়া হাসে যত সখীগণ। শুনরে ছুড়ির কথা বলে সর্ব্বজন॥ গৌরী বলে সত্য শিব করিব পূজন। মার কাছে বলে আসি দাড়া সখীগণ॥ এত বলি গেল গৌরী সহাস্য মুখেতে। মা বলে উঠিলা মায়া মেনকা কোলেতে॥ গৌরীরে করিয়া কোলে বলে গিরিরাণী। ভোজনের কালে কোথা থাক গো ভবানী॥ আহার করিয়া নার খেলাইতে যেতে। গৌরী বলে আজি মাতা নাহি কিছু খেতে সখী সঙ্গে যাব শিব করিতে পূজন। পূজে হরে এসে পরে করিব ভোজন মেনকা কহেন বাছা ক্ষমা দেহ মোরে ভোজন করিয়া বরং পূজা কর হরে॥ না খেয়ে শুকায়ে যাবে ও বিধু বদন। শরীরে হইবে ক্লেশ করোনা এমন॥ গৌরী বলে জননী ও কথা না শুনিব। যা করেন শিব আমি পূজিতে যাইব॥ এত বলে মেনকার না শুনে উত্তর। সখী সঙ্গে যান শিবা পূজিতে শঙ্কর॥ গন্ধপুষ্প বিল্বদল লইয়া যতনে। গঙ্গাতীরে গেলা গৌরী সখীগণ সনে। স্নান করি শিবলিঙ্গ করিয়া গঠন। সবে মেলি ভূতনাথে করেন পূজন ভবানী পূজেন হরে দিয়া বিল্বদল। কৈলাসে শিবের গাত্রে পড়ে ফুল ফল অন্তরেতে সদানন্দ তদন্ত জানিলা। পাইয়া গৌরীর পূজা নাচিতে লাগিলা সন্তোষ হইলা শিব শিবার পূজায়। কালিকা মঙ্গল কবি কালীদাস গায়।

অথ ভগবতীর শিবের জন্যে পঞ্চতপা।

রাগিণী ইমন তাল আড়া।

শিব হে কেন আর কর বঞ্চনা। ভকত বৎসল হয়ে ভক্তে দুঃখ দিওনা॥ বেদাগমে এই কয়; তুমি দেব দয়াময়, সে কথা অন্যথা নয়, কেন কর প্রতারণা॥ ধ্রু॥

পয়ার॥ একরূপে একান্ত ভক্তি ভাবেতে ভবানী। প্রত্যহ পূজে দেবী দেব শূলপাণি॥ সমস্ত দিবস করে শঙ্কর সাধন। নিশিতে গরি... করেন ভোজন॥ শিব ধ্যান শিব জ্ঞান শিব নাম সার। শিব বি... অন্য মনে নাহি ধরে আর॥ অজ্ঞানে কি জ্ঞানে কিম্বা শয়নে স্বপনে শিব মন্ত্র শিবানী সাধেন শুদ্ধমনে॥ প্রলয় বরিষাকালে বসি তরুতলে অনাহারে শিবা মুখে শিবং বলে॥ মূষলের ধারে বৃষ্টি হয় বরিষণ। শি... ধরি শুভঙ্করী করেন সাধন॥ এইরূপ শরদ বরিষা সময়েতে। শঙ্ক... সেবেন শিবা একান্ত মনেতে॥ অপরে শরদ গত শিশির ঘটিল। তু... হিমেতে লোক কম্পিত হইল॥ বিপরীত শীত সমাগমে শিব প্রিয়া শিবেরে পূজেন সদা সলিলে বসিয়া॥ সর্ব্বাঙ্গ ডুবিয়া জলে জাগে... খানি। চক্ষু মুদে ভবানী ভাবেন শূলপাণি॥ শীতান্ত হইলে বসন্তের আ... মন। কৌপিন আটেন ভয়ে যোগী ঋষিগণ॥ দুরন্ত মদনে মন উচা... করে। অভয়া অনায়াসে ভব ভাবে ভক্তি করে॥ বসন্তের অন্ত হৈল গ্রীষ্মে... উদয়। তপনের তেজে লোক তাপিত হৃদয়॥ সুখীলোক বাহির ন... দিবসেতে। মাঠে নাহি যায় চাসা রৌদ্রের ভয়েতে॥ রূপান্তর ... গৌরী করিয়া আসন। চতুর্দ্দিগে জ্বালিয়া প্রখর হুতাশন॥ তাহা... মধ্যেতে বসি গিরীন্দ্র বালিকা। অনিশ্বাসে শিব মন্ত্র জপেন অম্বিকা এরূপে কঠোর তপ করেন রুদ্রাণী। কৈলাসেতে ব্যস্ত বড় হৈলা শূলপা... ভবানীর ভাব ভবে পড়ে গেল মনে। ভাবেন কিরূপে দেখা দিব প্রাণধ... এবেশেতে এক্ষণেতে যাওয়া যুক্তি নয়। এত ভাবি বামদেব ব্রহ্মচারি... কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিলা শ্রীকালীদাস কালি... বিলাস॥ ঃ০ঃ ঃ০ঃ

অথ শিব ব্রহ্মচারী বেশে গৌরীর নিকটে যাইয়া পরিহাস করেন॥

রাগিণী পরজ। তাল আড়া॥

সাধে কি করুণাময়ী করি তব উপাসনা। কালভয় না

থাকিলে কেউ তোমায় সাধিতোনা ॥ শুন ওগো আদ্যা শক্তি, করিতে জীবের মুক্তি, কার হেন আছে শক্তি, বিনা তুমি ত্রিনয়না ॥ ধ্রুবং ॥

দীর্ঘত্রিপদী ॥ আজানুলম্বিত জটা, কপালে রুধির ফোটা; রুধিরের ...র্দ্ধচন্দ্র ভালে । খুলে ফেলে বাঘাম্বর, পরিলেন রক্তাম্বর, রুদ্রাক্ষের ...লা পরে গলে ॥ করেতে ছিল ডম্বুর; আর শিঙ্গা সুমধুর, সে সকল পরি...াগ করে । ছলিতে প্রিয়ার মন; ছদ্মবেশে পঞ্চানন, সব্যহস্তে সুখে শূল ...র ॥ কক্ষদেশে ভিক্ষাঝুলি, হাতে বিভুতির গুলি, স্ফটিকের শোভে ...াপ্যমালা । এইরূপ করে বেশ, বিশ্বনাথ অবশেষ উত্তরিলা যথা গিরি...লা ॥ দেখেন প্রস্তর কন্যা শিব বিনা হয়ে দৈন্যা, কষ্ট করে করেন সাধন ...বানীর ভাব দেখে, ভব কহিছেন ডেকে, পরিহাস করিয়া তখন ॥ শুন ...ন হে সুন্দরী, কেন নম্র শির করি, চক্ষু মুদে ভাব কোন জনে কি দুঃখে ...লিকা কালে; চতুর্দ্দিগে অগ্নি জ্বেলে, তপ জপ কর কি কারণে ॥ কমল ...তে অমল, তব বদন কমল, রূপ দেখে মোহ হয় মুনি । কোন দুঃখে ...ে দুঃখী; কষ্ট কর শশিমুখী, বিশেষ বলহ তাহা শুনি ॥ কিবা জাতি ...থা ধাম, কিবা তুমি ধর নাম, কাহার নন্দিনী তুমি ধন । না করিহ প্রতারণা; সত্য বল সুলোচনা, তুমি হও কাহার রমণী । শুনিয়া কহেন গৌরী আমি নাম ধরি গৌরী, পিতা মোর নামে হিমালয় । শুনহে ...োনাথি, সত্য বলি তব ঠাঞি; অদ্যাবধি বিভা নাহি হয় । শুনে কহে ত্রিপুরারী; আহা মরি মরি; কি কথা কহিলে বিনোদিনী । বুঝিয়াছি হে ...পসী, বিভা বিনা বনবাসী, হইয়াছ হয়ে অভিমানি ॥ ছিছি তব বাপ ...ায়, কেমনে নিশ্চিন্ত রয়, বিভা নাহি দেয় কি কারণে । বলে কয়ে বাপ ...ায়; বিবাহ কর ত্বরায়, এ ভাব ঘুচাও এইক্ষণে ॥ সন্ন্যাসীর কথা শুনে, ...ষৎ হাস্য বদনে; কাত্যায়নী করেন উত্তর । শুনহে জটিল বর; বাপ বলে ...াল বর, পূজা করি দেব মহেশ্বর ॥ আমার মনের আশ; অন্যেতে নাহি ...য়াস; ত্রিভুবনে আছে যত জন । অনুগ্রহ করি মোরে; শিব যদি বিভা ...রে, তবে বিভা করিব তখন ॥ সে পদ মনে ভাবিয়া; শিবলিঙ্গ নির্ম্মাইয়া, ...দা করি শিবের সাধন । শিব ভিন্ন অন্য জনে; না দেখি না জানি মনে; ...ালীদাস করিলা রচন ॥

অথ ভগবতী প্রতি ব্রহ্মচারীর ব্যঙ্গ।

রাগিণী বাহার। তাল তিওট॥

নব যুবতী হে তোমায় করি মানা। নবীনা
বয়েসে সন্ন্যাসিনী হওনা॥
রতি পতির সতী জিনি, তব অঙ্গ দেখি ধনী, মরি মরি
হেন অঙ্গে বিভূতি মেখ না॥ ধ্রুবং॥

পয়ার। ব্রহ্মচারী বলে ছিছি কি কথা কহিলে। শিব পূজিব
তোরে কে শিখায়ে দিলে॥ কি ফল পাইবে তুমি শিব পূজা করে। দ
দুঃখ পাও চলে যাও নিজ ঘরে॥ ভিক্ষা মেগে মরে সদা শিব দ্বারে দ্ব
কখন সে এসে বর দেয়াবে তোমারে॥ কি বর মাগিবে বল ভিক্ষা
ঠাই। ক্ষমতা থাকিলে তার ঘরে অন্ন নাই॥ মহেশ্বর হবে তোর ভ
মত। দিয়া মন বিবরণ শুন দোষ যত॥ হাড়মালা জপে সদা ব্যাঘ
পরে। কেহ নাহি কাছে যায় ভুজঙ্গের ডরে॥ ভাঙ্গ খেয়ে চড়ে ষ
শ্মশানে বেড়ায়। চন্দন বলিয়া চিতাভস্ম মাখে গায়॥ শ্মশানে মশ
রয় নাহি বাসস্থান। দেবতা বর্গেতে তাঁরে না করে সম্মান॥ প
বলিয়া বলিয়া তাঁরে লোকে নিন্দা করে। বিবাগে খাইল বিষ ম
তরে॥ ভাঙ্গরের মৃত্যু শীঘ্র নাহি কদাচন। নাহি মৈল হলাহল ক
ভক্ষণ॥ তোমা হেন পদ্মিনী কি পাগলেরে সাজে। বুড়া বরে মনে
ছিছি কোন লাজে॥ শম্ভুর সম্বল নাই নাহিক ভরসা। তার ঘরে
পরে ঘটিবে দুর্দ্দশা॥ তাই বলি বিধুমুখী না করিহ পণ। তোর যো
নহে ক্ষেপা পঞ্চানন॥ ইন্দ্র দেবরাজ যদি দেখা পায় তোরে। বে
মাথার দিব্য শচী ত্যাগ করে॥ বিষ্ণু যদি তোমারে তিলেক তরে
লক্ষ্মী সরস্বতী পানে ফিরেও না চান॥ না হয় তোমারে আর বলি
কথা। আমি যে একেলা মোর নাহিক বনিতা॥ জটা বাঘছাল কুশ
কুশাঙ্গুরী। যদি অনুমতি হয় সব ত্যাগ করি॥ কালিকার পাদপদ্ম
করি আশ। রচিলা শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস॥

অথ ব্রহ্মচারী প্রতি ভগবতীর উত্তর।

রাগিণী বাগেশ্বরী। তাল ঝাঁপতাল।

না বুঝিয়া নিন্দা কর দেব গঙ্গাধরে। তিনি যে পুরুষোত্তম বুঝনা

অন্তরে শুন মম বাক্য সার; সেই প্রভু সারাৎসার, কে বুঝে মহিমা তাঁর; হেন জ্ঞান কেবা ধরে।। ধ্রুবং।।

১২ পয়ার। এত শুনি কহে গৌরী মধুর বচনে। জ্ঞানবান হয়ে শিব নিন্দহ কেমনে।। ব্রহ্মচারী বেশ দেখি ভক্তি হয়েছিল। কিন্তু তব কথা শুনে অশ্রদ্ধা হইল।। পুরাণে শুনিতে পাই শিব নিন্দা কথা। নিন্দিয়া দক্ষের হৈল ছাগলের মাথা।। স্বর্গে ইন্দ্র রাজা হৈল সেবি যাঁর পদ। তাঁরে নিন্দা কর তুমি এবড় বিপদ।। বিশ্বের ভূপতি যিনি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা। তাঁহারে ভিখারি বল নহতো উচিতা।। আমার একান্ত মন সেই রাঙ্গা পায়। যা থাকে কপালে হবে কি তোমার দায়।। শিব বই গতি কই কহিব হে কত। বিকায়েছি সেই পায় জনমের মত। হর বিনা আমার অন্যেতে নাহি মতি। তুমি কেন নিন্দা করে হও অধোগতি।। এত শুনে ব্রহ্মচারী কহেন তখন। হিত বাক্যে বিপরীত বুঝ কি কারণ।। গৌরীর একান্ত মন জানিয়া বিশেষ। মনে বুঝি অন্তর্দ্ধান হইলা মহেশ। কৈলাসেতে উত্তরিলা ঠাকুর ঈশান। তপ ত্যজে গৃহে গৌরী করিলা প্রস্থান।। মায়ের নিকটে গেলা। মায় মায়া বরি। কোলে করে রাণী বলে এস মরি মরি।। কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিলা শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস।।

অথ মহাদেবের ব্রহ্মচারী বেশে গিরিপুরে আগমন।।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

তারা তরাও তরাও। আশ্রিত জনেরে হের বাসনা পুরাও।
আতঙ্কে প্রাণ কাঁদে; স্থান দিয়া রাঙ্গা পদে, রক্ষা কর এবিপদে; নামে যশ লও।। ধ্রুবং।।

দীর্ঘ ত্রিপদী। হেথানে কৈলাস পুরে; দেব দেব মহেশ্বরে; ভবানীর ভাব পড়ে মনে। দেখিবারে ভগবতী, চঞ্চল হইল মতি, পশুপতি উঠি ততক্ষণে।। পূর্ব্বমত ব্রহ্মচারী; হইয়া ত্রিশূল ধারী; ত্রিপুরারে করিতে দর্শন।। গিরীন্দ্র পুরেতে আসি, উদয় হইলা হাসি; ছলা করে ছলিবারে মন।। জটা এলাইয়া পড়ে; বাতাসেতে দন্ত নড়ে, অতি বৃদ্ধ শরীর করিলা। মুখে রাম রাম বলে, কাম রিপু কুতূহলে; কামিনী মণ্ডলে উত্তরিলা।। সন্ন্যাসীরে নেহারিয়া সব সখী ভীতা হয়্যা; ভয়মনে হেট মুখে রয়। নিকটেতে

গিয়া হর, বিছাইয়া বাঘাম্বর, বসিয়া হাসিয়া কথা কয়॥ হরের দেখে, এবলে উহারে ডেকে, এটা কেন আইল সজনী। গৌরী ব ভয়, যদি কোন কথা কয়, জটা ধরে টানিব এখনি॥ এরূপ মন্দ ব্যঙ্গ করে সবে হরে, শুনে শিব আনন্দিত কায়। প্রকৃতীরে দে আপনে ধন্য মানিয়া; সুখে শিব নাচে গীত গায়॥ পুরবাসী যত আসি সবে শারি শারি, হর পাশে হয় উপনীত। কেহ বলে যে ভাল করে নৃত্য কর; কেহ বলে গাও ভালগীত॥ কেহ বলে হে বাজাও দেখি শিঙ্গাটি; জটা হৈতে বারি কর জল। শুনিয়া সবার আনন্দিত কৃত্তিবাস, সদানন্দ হাসে খল খল। কালীকার রাঙ্গা বিক্রীত করিয়া কায়, হৃদে ভেবে কালীর চরণ। ত্রিপদীর ছন্দ ধরে, দীর মত করে, কালীদা[illegible]করিল রচন॥

অথ মেনকার নিকটে শিবের ভিক্ষাছলে গৌরী যাচিঞ্চা।
রাগিণী বারওয়া। তাল আড়খেমটা॥

সদা তাই ভাবিগো তারা। না হইল ভবের কূল কিনারা। নিজ কর্ম্ম দোষে মর্ম্ম জ্বলে ধর্ম্ম পথে হলেম সারা॥ ধ্রুবং॥

পয়ার। একরূপে গিরীন্দ্রপুরে নাচে গঙ্গাধর। ভিক্ষা দিতে গিরি চলিল সত্বর॥ সুবর্ণের থালে রাঙ্গা তণ্ডুল লইয়া। সন্ন্যাসীর নিকট উত্তরিল গিয়া। ভিক্ষা লয়ে গিরিরাণী যদ্যপি আইল। শাশুড়ী দে লাজে নৃত্য ক্ষমা দিল। হেট মাথা করিয়া কহেন কাশীপতি। আমারে দিতে আইলে ভাগ্যবতী॥ চালি কড়ি লয়ে আমি খাও কারে। দোসর নাহিক মোর এতিন সংসারে॥ রাণী বলে ভবে ভিক্ষা কেন কর। কি কারণে দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া মর॥ শিব বলে দুঃখ কহিতে না পারি। পরম সুন্দরী এক ছিল মোর নারী॥ বাপ যজ্ঞ দেখিবারে গিয়াছিল। কি জানি কি অভিমানে তনু তেয়াগিল॥ দিন আমা ছেড়ে গিয়াছেন তিনি। ভাবিতে ভাবিতে অঙ্গ হৈল অর্দ্ধ এত শুনি হেসে বলে যতেক রমণী। আই আই হেদে মিনেসে কি সজনী॥ কেহ কহে সে বিহনে যদি প্রাণে মরে। ভিক্ষা শিক্ষা মেগে বিভা নাহি কর॥ যোগী বলে না বলিলে স্বরূপ বচন। পাকাদাড়ি বিভা দিবে কোন জন॥ বিদ্যবস্ত্র অলঙ্কার পাইবো কোথায়। বুড় শুনে লোক বহু অর্থ চায়॥ শুনিয়া মেনকা কহে চেষ্টিত রহিব।

কন্যা পাইলে তোমায় বিত্ত দিব॥ শিব বলে মা তোমারে নিজ দুঃখ কই। বুঝিলাম তুমি গো অত্যন্ত দয়াময়ী। একটা কথা জিজ্ঞাসি মা কহ সমাচার। গৌরী নামে এমেয়েটি কহ গো কাহার। হেসে রাণী বলে উটি আমার কুমারী॥ শিব বলে উহার লাগিয়া আমি মরি॥ কহে রাণী হেন বাণী কহ কি কারণ। হর বলে এরে হেরে ভুলেছে নয়ন॥ যখন এখানে আসি ভিক্ষার লাগিয়া। তব কন্যা আমা পানে কেন থাকে চায়্যা। রাণী বলে হেন দিন আমার কি হবে। তব সম বুড়া জামাই আর পাব কবে॥ শিখরী সুন্দরী যদি কহিল জামাই। শিব বলে আর মাগো ছাড়া ছাড়ি নাই। সাক্ষী থাকে পুরবাসী সকলে হইতে। জামাই বলিলা রাণী আপন মুখেতে॥ এত বলি সদানন্দ হয়ে নৃত্যযুতা। জয় গোবিন্দ বলে শিব দ্বারে ফেলে কাঁথা॥ ত্রিশূল গাড়িয়া শিব ঘরের মাঝায়। রঙ্গ ভঙ্গ করিয়া শ্রীরাম গুণ গায়। গৃহেতে দেখিয়া সন্ন্যাসীর উৎপাত। রাণী একি জ্বালা হৈল অকস্মাৎ। নিশ্চিন্ত হইয়া গিরি গঙ্গা স্নানে গেলা। গৃহেতে সন্ন্যাসী আসি প্রমাদ করিলা॥ অনুচরী প্রতি সতী গিরি রাণী কহে। ডেকে আন হিমালয়ে বিলম্ব না সহে। রাণী আজ্ঞা শুনে দাসী ত্বরাত্বরি ধায়। দ্রুত গিয়া হেন স্বরে বৃত্তান্ত জানায়॥ হিমালয় সমুদয় সমাচার শুনে। ক্রোধভরে দ্রুত করে আইলা ভবনে॥ কালীকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিলা শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস॥

অথ শিবের সহিত গিরি রাজার দ্বন্দ্ব।

রাগিণী গারা ভৈরবী তাল আড়া

কে জানে হে গঙ্গাধর মহিমা তোমার। কখন ভিক্ষারি হও কভু রাজ রাজেশ্বর। কভু বা ত্রিশূল ধর, কভু অসি করে কর, কভু বা গোপিকা হব, হয়ে শ্রীনন্দকুমার। ধ্রুবং॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। গৃহে এসে গিরিরায়, গঙ্গাধরে দেখা পায়, ছদ্মবেশে বসে ত্রিলোচন। ক্রোধেতে শিখর বর, হরে করে কটূত্তর, বলে তোর একি আচরণ॥ শুনরে ভণ্ড অজ্ঞান, নাহি তোর কাণ্ডজ্ঞান, প্রকাণ্ড শরীর মাত্র সার। নাহি কিছু বোধা বোধ, কোন সাহসে অবোধ, অন্তঃপুরে আইলি আমার॥ হেসে কহে ত্রিপুরারি, শুন নিবেদন করি, শ্বশুর গো কর [illegible] দেখে তব গৌরী কন্যা, জামাই হবার জন্যে, তব পুরে হৈল [illegible]। কথা শুনে হিমালয়, আরো রাগে অঙ্গদয়, অতিশয় কোপেতে কম্পয়

বলে সবে দেখ চেয়ে; নৈলে এটা মারি খেয়ে; নষ্টবেটা দুষ্ট কথা কয়। এতকয়ে গিরীবর; হয়ে ক্রোধিত অন্তর; তিরস্কার করে হরে কত। কোপেতে কহে কিঙ্করে, মুষ্টি ভিক্ষা দিয়া এরে; ধাক্কা মেরে করহ নির্গত ॥ হেসে বলে ত্রিপুরারী; কিবা ভিক্ষা দিবে গিরি; অন্য ভিক্ষা উপজিবী; নই। যদি হও পুণ্যবান; কন্যা রত্ন কর দান; মর্ম্ম দুঃখে সাম্য তবে হই ॥ হরের উত্তর শুনে; গিরি মহা কোপ মনে; হরে কটু কহে কত কব। বলে বেটা এত জোর; এক্‌টা চড়মেরে তোর, কাতা বাঘছাল কেড়ে লব ॥ হাসি কহে ত্রিপুরারী; শুন শুন শুন গিরী, কাঁতা ঝুলী সব তুমি লও। ইহা আমি নাহি চাই, কিবল হব জমাই, মম নামে গৌরীরে বসাও ॥ এইরূপ বাক্য ব্যয়, গিরী শঙ্করেতে হয়; পুঁথী বাড়ে সকল লিখিতে। গিরী ভাবে একি হলো; সন্ধ্যা পূজা বয়ে গেল; সন্ন্যাসীর সঙ্গেতে দ্বন্দ্বেতে ॥ গিরী করিল বিচার; ইহার যে প্রতিকার, করা যাবে সন্ধ্যা পূজা করে। এক্ষণেতে এবেটারে, বান্ধিয়া যুগল করে; কুঁজী দিয়া বন্ধি করি ঘরে ॥ এতেক ভাবিয়া পরে, বন্ধন করিয়া হরে, গঙ্গাস্নানে গেলা গিরীবর। ত্রিপদীর ছন্দছ ধরে, পাচালীর মত করে, বর্ণন করিলা দ্বিজবর ॥

অথ গিরির সহিত শিবের পরিচয়।

রাগিণী টরি। তাল জৎ।

কে জানে তোমার তত্ত্ব ওহে পঞ্চানন। তুমি ভক্তের প্রাণ; ভক্তের রাখহ মান; দিয়া দান শ্রীচরণ ॥ করেছি অনেক দোষ; তা ভেবে করো না রোষ; তুমি দেব আশুতোষ, আমি মূঢ়মতি জন ॥ ধ্রুবং ॥

লঘু ত্রিপদী। পুনঃ গিরিরায়; গঙ্গাস্নানে যায়; পূজিবারে মহেশ্বর। বসি গঙ্গাতটে; শিব লিঙ্গ গঠে, সেবে শিবে শৈল বর ॥ হয়ে কুতূহল, নব বিল্বদল, দেয় হর চরণেতে। আমান্ন নৈবেদ্য, মিষ্টান্ন সুখাদ্য, নিবেদয়ে কৃত্তিবাসে। ধূপ ধুনা জ্বেলে, হর হর বলে, অর্চ্চনা করে শঙ্করে। জয় কাশীপতি, অগতির গতি; করে স্তব স্তুতি করে ॥ এরূপে শিখর, সেবিয়া শঙ্কর; আইলা নিজ আগারে। দেখি শিব গাত্রে; ফুল বিল্বপত্রে; ঢাকি আছে একেবারে ॥ হেরে হিমালয়; হইয়া বিস্ময়, কৈলাস নাথে সুধায়। বলে বেটা বল, ফুল বিল্বদল, কেটা দিল তোর গায় ॥ কহেন শঙ্কর, ওহে শৈল বর, মম ভক্ত যেই জন। যতন করিয়া; ফুল ফল দিয়া; সেই করেছে

পূজন ॥ হর বাক্য শুনে, হাসি মনে মনে, ব্যঙ্গ করি গিরি কয়। তুই নিজে যোগী, ভিক্ষা অন্ন ভোগী, তোর ভক্ত কেবা হয় ॥ কহে মহেশ্বর, ওহে গিরিবর, না বুঝে নিন্দা করিলে। গঙ্গা তীরে গিয়া, আপনি পূজিয়া; আপনি বিস্ময় হলে ॥ গিরি বলে তারে; যারে গঙ্গাতীরে; আমি পূজিনু শঙ্করে। কহ বিবরণ; কুসুম চন্দন; তোর গাত্রে কি প্রকারে ॥ কহে কৃত্তিবাস; করিয়া প্রকাশ; শুন সমাচার কহি। যাহারে পূজিলে; ফুল বিল্ব দলে; সেই শিব আমি হই; ॥ এতেক বলিয়া; সে বেশ ত্যজিয়া; নিজ বেশ হর ধরে। বলে হিমালয়; বিলম্ব না সয়, মোর গৌরী দেহ মোরে ॥ হৈল বহু দিন, হয়ে শক্তি হীন; শক্তি হীন হয়ে আছি। তুমি পুণ্যবান; কর পরিত্রাণ, গৌরী দান দিয়ে বাঁচি ॥ প্রত্যক্ষ শঙ্কর, দেখে গিরিবর, প্রেমানন্দে পূর্ণকায়। হয়ে দণ্ডবৎ, করে প্রণিপাত, অষ্টাঙ্গে শিবের পায় ॥ গদ গদ ভাষে; কহে কৃত্তিবাসে, দোষ ক্ষম শশীপতি। কলহে দুষিনু; তোমারে লাঞ্ছিনু; না জানি কি হবে গতি ॥ ত্যজে রোষ দোষ, হে আশুতোষ; আমি অতি মূঢ়জন; চিনিতে নারিয়া; অজ্ঞাত হইয়া তোমারে কৈনু বন্ধন কহে মহেশ্বর তোমার কিঙ্কর, জন্ম জন্ম আমি হই। শয়নে স্বপনে; অজ্ঞানে কি জ্ঞানে; নাহি জানি তোমা বই। যোগীন্দ্র ফণীন্দ্র, অথবা দেবেন্দ্র, যারে ধ্যানেতে না পায়। আমি গৃহে বসে; পাইে অনায়াসে; বন্ধন করিনু তায় ॥ শুন বিশ্বপতি, আমি মন্দমতি, এমতি হইল তাই। নিজ দাস বলে; রাখ পদতলে; তবে প্রভু রক্ষা পাই। তুমি দীনপতি; অগতির গতি, স্বভাব করুণাময়। ওহে দিগম্বর, ভাবিয়া পামর; দাসেরে হও সদয়। ওহে ভগবান; পিতার অপমান; যদি কুসন্তান করে। এমনে সন্তানে; বধিবে কি প্রাণে; স্নেহ ঘুচাতে কি পারে ॥ এইরূপ করে; গিরি স্তব করে; শুনে কহেন ত্রিলোচন ॥ ভক্তি প্রেমডোরে; বেঁধেছ আমারে; এত সামান্য বন্ধন। শুন হিমালয়; তব ভাগ্যোদয়, কি কহিতে আমি পারি। ভাব যারে কন্যা, সে নহে সামান্যা; তিনি ত্রিলোক ঈশ্বরী ॥ কত হরি হর, কত সৃষ্টিধর; রহে যাহার ধ্যানেতে। সেই সারাৎসারা, তত্ত্বময়ী তারা; পায়েছ পুত্রী ভাবেতে ॥ ত্যজিয়া আমায়; তারিতে তোমায়; জন্মে ছেন তব ঘরে। অতএব গিরি, তব করে ধরি, মোর গৌরী দেহ মোরে ত্বরিতে ॥ শুনে গিরি; তব করে ধরি; কৃতাঞ্জলি করি; কহে মহেশ অগ্রেতে। কালীর চরণ; করিয়া স্মরণ, দ্বিজ রচে ভাষা মতে ॥

অথ নারদ আসিয়া শিবের সম্বন্ধ করেন।

রাগিণী সরফরদা। তাল মধ্যমান।

কালী গো করুণাকর দেহ সাধু সঙ্গ। মজালে আশার সংসারে মোরে ছজনেতে করে রঙ্গ॥ নাজানি ভজন, নাজানি সাধন; পাপে তারি অঙ্গ॥ ধ্রু॥

পয়ার॥ গিরি বলে হেন দিন হবে কি গোসাঞি। উমা দিয়া মহেশ্বরে পাব কি জামাই॥ যার নামে যমের যমত্ব ঘুচে যায়। সে জন জামাই হৈলে ভবে কিবা দায়॥ এত দিনে মোর জন্ম কর্ম্ম সিদ্ধ হবে। ভবপাশে ভবানী দে ভরে যাব ভবে॥ উমা কন্যা জগদ্ধন্যা মান্যা ত্রিসংসারে। শিব বিনা আর শিবা শোভা পাবে কারে॥ যে কালেতে উমা জন্মেছেন মম ঘরে। তখনি জামাই প্রভু করেছি তোমারে॥ ভব কন তবে আমি কৈলাসেতে যাই। চেষ্টাকর যাতে শীঘ্র ভগবতী পাই॥ এত বলি অন্তর্দ্ধান হন বিশ্বেশ্বর। আনন্দ সাগর নীরে ভাসে গিরিবর॥ ওখানেতে ব্রহ্মা আদি যত দেবদলে। শিবের বিবাহ হেতু চেষ্টিত সকলে॥ ডাকাইয়া নারদেরে যত দেবগণ। গিরিপাশে পাঠাইয়া দিলেন তখন॥ বীণা যন্ত্রে হরিগুণ গাইতে২। দেখা দিল দেবঋষি নগেন্দ্রপুরেতে॥ নারদে হেরিয়া গিরি উঠিয়া সম্ভ্রমে ধরণী লোটায়ে গিরি চরণে প্রণমে॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিয়া যতনে। বসাইল নারদেরে বিচিত্র আসনে॥ সবিনয়ে কহে গিরি ওহে তপোধন। আজি ধন্য দেহ প্রাণ ধন্য রাজ্য ধন॥ মুনি বলে হিমালয় তুমি ধন্য জন। তোমার ভাগ্যের কথা কি কব এখন॥ বৃদ্ধকালে পায়েছ যে কন্যা রত্নমণি॥ কন্যা নন তিনি কোটি ব্রহ্মাণ্ড কারিণী॥ এক্ষণে বালিকা ভাবে তোমার গৃহেতে। আমার পিতার ধাত্রী ছিলেন কালেতে॥ প্রকৃতি রূপিণী আদ্যাশক্তি বল যারে। বহু পুণ্য জন্যে কন্যা পায়েছ তাহারে॥ শিব পরিত্যাগ করে তোমারে তরাতে। জন্মেছেন মহামায়া মেনকা গর্ব্বেতে॥ অতএব গিরিবর কর অবধান। শিবের সর্ব্বস্ব শিবা শিবে দেহ দান॥ গিরি বলে সে দিন কি হইবে আমার। ভবানী অর্পিয়া ভবে ভবে হব পার॥ এত বলি হিমালয় স্বীকার পাইল। লগ্নপত্র করি মুনি প্রস্থান করিল॥ কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিল শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস॥

অথ শিবের বিবাহ করিতে যাত্রা॥

রাগিণী বারওয়া। তাল ঠুঙ্করী॥

তারা গো তব পদে এই ভিক্ষা চাই। কালের
কপালে যেন কালী দিয়া যাই। যে কালেতে
দেহ ছেড়ে প্রাণপক্ষী যাবে উড়ে কালী কল্প
তরুডালে বাসা যেন পাই॥ ধুবং॥

পয়ার॥ শিবের সম্বন্ধ করি গেল মুনিবর। শুনে উল্লাসিত হৈল সকল অমর॥ যতেক দেবতাগণে মন্ত্রণা করিয়া। শিব পাশে নারদেরে দিলা পাঠাইয়া॥ সতী জন্যে ক্ষুণ্ণ হয়ে আছেন শঙ্কর। হেনকালে প্রণমিল দেব ঋষিবর॥ মুনি বলে অবধান কর কাশীপতি। হিমালয় গৃহে অবতীর্ণা তব সতী॥ আমি গিয়া আনিয়াছি সম্বন্ধ করিয়া। আজি কালি মধ্যে থুড়া হবে তব বিয়া॥ শুনিয়া আনন্দ নীরে ভাসে পঞ্চানন। বেচে থাক সুখে থাক নারদেরে কন। নন্দীরে চাহিয়া শিব কহেন হাসিয়া॥ ভাল করে আজি বাছা সিদ্ধিঘোট গিয়া॥ কোথাকারে গেল ভৃঙ্গী আকহ ত্বরিত। প্রস্তুত করুক আসি গাজা অপ্রমিত॥ এতবলি সদানন্দ সন্তোষ অন্তরে। কটিতটে বাঘাম্বর দৃঢ় করি পরে॥ সর্প দিয়া জটাজুট আটিয়া বান্ধিল। একমনে চিতাভস্ম মাখিতে লাগিল। শিবের বিবাহ কথা করিয়া শ্রবণ। ভুপ দাপ করে নৃত্য করে ভূতগণ। ব্রহ্মদৈত্য বেতাল পিশাচ যত ছিল। শিবের বিবাহ শুনে নাচিতে লাগিল॥ এইরূপে বর সজ্জা করেন শঙ্কর। বর যাত্র হেতু আইল সকল অমর। একত্র হইয়া তবে যত দেবগণ। হরে লয়ে গিরি পুরে করেন গমন॥ বৃষভে চড়িয়া শিব শিঙ্গা বাজাইয়া। বিভা হেতু গিরি ধামে চলিল সাজিয়া॥ লক্ষ২ প্রেত ভূত সাজে শিব সঙ্গে। আলো নিবা ইয়া অন্ধকারে চলে রঙ্গে। ওখানেতে গিরিরাজ হয়ে আনন্দিত। সভা করি বসিয়াছেন লয়ে পুরোহিত। হেনকালে ভূতনাথ উপনীত হন। চতু র্দ্দিগে বেষ্টিত প্রথম অগণন॥ ভাঙ্গ খেয়ে ভবদেব ভ্রান্তি যুক্ত হয়ে। গিরির আসনে ভোলা বসিলা ভুলিয়া॥ বরযাত্রভঙ্গী দেখে কন্যা যাত্রগণ। উঠিয়া দিলেক রড় ভায়ে সর্ব্বজন॥ ভূত দেখে ভূতশুদ্ধি উড়িল তখন। ভয়েতে কাহার মুখে না সরে বচন॥ গিরি ভাবে সর্ব্বনাশ হলো একি দায়। আজি বুঝি ভূতহস্তে জাতি কুল যায়॥ এতভাবি গিরিরাজ কহেন ব্রহ্মারে। পাত্রস্থ করিব কন্যা আজ্ঞাকর মোরে॥ গিরিবাক্যে পদ্মযোনি আজ্ঞা দিলা

তারে। আজ্ঞা পায়ে গিরি হরে গৌরী দান করে ॥ জিজ্ঞাসিলা পুরো
শঙ্করে তখন। পিতৃ পিতামহ নাম কহ বাছাধন॥ তাহা শুনে মহে
মুখ শুকাইল। চাহিয়া ব্রহ্মার মুখ ইঙ্গিত করিল॥ মর্ম্ম বুঝে প্রজাপ
করেন উত্তর। শঙ্কর পিতার নাম পিতামহ হর॥ প্রপিতামহের নাম
পুরহর। শিব গোত্রে কন্যা দান কর গিরিবর॥ একথা শ্রবণে শিব
ন্দিত মন। শৈলরাজ শিবে শিবা করে সমর্পণ॥ অপরেতে হরে অন্তঃপু
লয়ে যায়। স্ত্রীআচার করিতে সকল রামা ধায়॥ কালীকার পাদ
হৃদে করি আশ। রচিলা শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস॥

অথ শিবের বেশ দেখিয়া নারীগণের খেদ।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

হাগো সখী এই কি গৌরীর বরলো। দেখে যে বরের বেশ
গায় এসে জ্বরলো। তাই ভাবি ওগো দিদী, একি ঘটাইল
বিধি, উমা পূর্ণ কলানিধি, বুড়া রাহু জোটেলো॥ ধ্রু॥

একাবলী ছন্দ। কহে রামাগণ এই কি বর। এটা যে ভাঙ্গড় ভূত
হর॥ আহামরি উমা রূপের চূড়া। সে কপালে হলো ত্রিকেলে বুড়
পূর্ণচন্দ্র জিনি উমার মুখ। তার বর এটা একড় দুঃখ। উমার কু
মেঘের মালা। এবুড়ার জটা তাবার শলা॥ সিন্দূরের বিন্দু উমার ভা
বুড়ার কপালে অনল জ্বলে। চন্দনে চর্চ্চিত উমার কায়। আই আই ছা
বুড়ার গায়॥ উমার বসনে বিচিত্র কায। দিগম্বর বর একিগো লাজ
রতনে শোভিত গিরীন্দ্র বালা। বরের গলায় হাড়ের মালা॥ ভাড়জো
বালা উমার গায়। বুড়ার বপুতে ফণী ফোফায়। নীলোৎপল জি
উমার আঁখি। ওড়ফুল সম এহার দেখি॥ আহামরি উমা সোণার লত
বাউলের দিল বিধাতা। চকোর সুখেতে যাহা নাহি পায়। সেই সুধা বি
কাকে খাওয়ায়॥ এই রূপে কহে রমণীগণ। শুনিয়া হাসেন শিব তখন
পাগলের বেশ শঙ্কর হেরে। রাণীর নয়নে সলিল ঝরে॥ কালীর চরণ ক
স্মরণ। দ্বিজ কালীদাস করে চরন॥

অথ স্ত্রীআচার।

রাগিণী পরজ। তাল আড়া।

ওগো সখী সুমঙ্গলে একী অমঙ্গল। উমার কপালে চাপদেড়ে

বর ঘটে গেল ॥ কি কহিব বিধাতায়; কার ভাগ্য কারে দেয়;
ইহা নাহি দেখা যায়, বুড়ার ভাগ্যে এত ছিল ॥ ক্রমশঃ ॥

পয়ার। দেখিয়া বরের ঠাম যত রামগণ। অবাক হইল সবে না
রে বচন ॥ বরের ভঙ্গিমা দেখে রাণী দুঃখমনা। রাগান্তরে নারদের
রয়ে ভৎসনা ॥ আরেরে নির্ব্বংশে মিনসে কোথায় লুকালি। চক্ষু খেয়ে
বুঝিয়ে এবর আনিলি ॥ কি কহিব কোথা যাব গেল গিরি কোথা। নার
র মন্ত্রণাতে খেলে মোর মাথা ॥ উমাকন্যা জগদ্ধন্যা বিদ্যুৎ সমান। কেন
রে প্রাণধরে কেবা করে দান ॥ অভাগীর ভাগ্যের দুঃখের সীমা নাই।
ন্ত দন্তহীন বিধি মিলালে জামাই ॥ নিজে রাজরাণী গৌরী রাজার
নন্দিনী। রাজপুত্র জামাই হইবে এই জানি ॥ সে সকল সাধে সাধ ভাঙ্গি
লেন বিধি। ভিখারিরে দিতে হৈল উমা রত্ননিধি ॥ ওগো উমা এত দিনে
জপ তপ করিলে ন্যাড়ুড়ের সাপুড়ের কপালে পড়িলে ॥ এই মত শিখরিণী
য়ে ক্ষুণ্ণ মনে। হাতের কঙ্কণ রামা কপালেতে হানে। হেনকালে চক্র
পাণি রঙ্গ দেখিবারে। ইঙ্গিতে নন্দিনী পাঠাইল অন্তঃপুরে ॥ বিকৃত
ইঙ্গিতে পায়ে নন্দী মহাজন। মেনকারে ছলিবারে আইল তখন। বিকৃতি
আকার ভূত দেখে ভয় হয়। মেনকারে দুই করে ধরিবারে ধায় ॥ কাছে
আসি হিহিহি হাসি আরম্ভিল। উলঙ্গ ভৈরব দূত নাচিতে লাগিল ॥ আই
আই বলে ভূত সম্মুখে লাফায়। হেরে রাণী অমনি ভয়েতে মৃত প্রায়।
মেয়ে গুলা ভূত দেখে অদ্ভুত ভাবিয়া। পলাও পলাও বলে যায় পলাইয়া।
উমা একি বলিল্য সকল মেয়ে চায়। কেহ বলে মেনকারে বুঝি ভূতে পেলে
এইমত রামাগণ রোল আরম্ভিল। রঙ্গ দেখে ত্রিভঙ্গটি হাসিতে লাগিল।
এই রূপ রঙ্গ ভঙ্গ দেখি গঙ্গাধর উমার ইঙ্গিতে হৈলা রাজ রাজেশ্বর ॥
রজত শিখর জিনি রূপের বরণ। ভবানীর ভাবে ভব হইলা মোহন ॥
মণিময় অলঙ্কার শোভিত শিরেতে। মনোহর মুকুট শোভয়ে মস্তকেতে
অগুরু চন্দন চুয়া অঙ্গেতে মাখা। জিনি পদ্ম মুখ পদ্ম তাহে গো রেখা ॥
ছাদ্লাতলায় ছিল যত রামাগণ। অপরূপ রূপ দেখে মোহ সর্ব্বজন ॥
মেনকা দেখিল আর পূর্ব্ব বেশ নাই। মনোহর বেশ এবে হইলা জামাই
সখী হয়ে সর্ব্বজন বরণ করয়। কেহ করে শঙ্খধ্বনি কেহ হুলু দেয়।
ধনী মস্তকের প্রদীপ জ্বালিল। কেহবা লইয়া পাণ নিছাকে ফেলিল।

ধনী গুড়চালি যেন বর অঙ্গে। ঝালিঝাড়া দিয়া কেহ রঙ্গ করে রঙ্গে বরেতে জলের ঝারি থমকে থমকে। বরে প্রদক্ষিণ করে ঠমকে ঠমকে নাকেতে ছোঁচায়ে নস হাতে দিয়া মাকু। মেনকা শিবরে কন ভ্যাকরা বাপু॥ এইমতে স্ত্রীআচার সমাপ্ত হইল॥ বেদমন্ত্র পড়িতে লাগি পুরোহিত। হরে গৌরী সঁপে গিরি পুলকে পূর্ণিত॥ আনন্দেতে বর কন বাসরেতে যায়। কালীদাস কালী গুণ রচিলা ভাষায়॥

অথ শিব শিবানী মিলন।

রাগিণী গারাভৈরবী। তাল আড়া।

কেন মন ভেবে মর কালী ভাব কালী পাবে। হলেরে কালীর কৃপা কালের ল্যাঠা ঘোট যাবে॥ শুন মন গুণধাম, এজন্যে কালীর নাম; করিলে হবে নিষ্কাম, আর নাম নাহি হবে॥ ধ্রু।

পয়ার। এইরূপে শুভনিশি সুপ্রভাত হৈল। বাসর হইতে ব বাহিরে আইল॥ শঙ্কর কহেন তবে শৈল নৃপবরে। কৈলাসেতে যা সঙ্গে পাঠাও উমারে॥ সজল নয়নে গিরি স্বীকার পাইল। মেলানির ভা কত প্রস্তুত করিল॥ উমার গমন কথা শুনে শিখরিণী। ধরাতলে পা কান্দে যেন উন্মাদিনী॥ অভিষেক কৈল রাণী লোচনের জলে। কুরর পক্ষিণী প্রায় কান্দে উমা বলে॥ ধরিয়া মায়ের কণ্ঠ মায়া মায়া করে ওমা ওমা বলে উমা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। রাণী বলে ওগো উমা কি কর উপায়। কোন প্রাণে তোমা ধনে দিবগো বিদায়॥ অশেষ করুণা করে রাণী কান্দে সারা। সামান্যের প্রায় তায় শান্ত দেন তারা॥ পড়িয়া মায়ার ফাঁদে কান্দে সর্ব্বলোকে শিবারে লইয়া শিব যাত্রা কৈল সুখে॥ হাসি তে হাসিতে হর গৌরী সঙ্গে লয়ে। উত্তরিলা কৈলাসেতে আনন্দিত হয়ে। শৈলেন্দ্র কুমারী লয়ে শঙ্কর কৌতুকে। শূন্যদেহ সুস্থ কৈলা শক্তি রেখে বুকে॥ পঞ্চমুখে সুখে হর হর পার্ব্বতীরে তোষে। বলে দুর্গা এতদিনে দয়া কৈল দাসে॥ মহাদেব মহাদেবী বসি একাসনে। দেবীরে কহেন দেব বিনয় বচনে॥ কওহে অনাদ্যা আদ্যা একি অনুচিত। তাহারে নিগ্রহ এত যে তব আশ্রিত। তোমারে ভাবিব ভেবে ওগো ত্রিনয়না। পদাশ্রয় লইনু তবু করহ বঞ্চনা॥ দুঃখ দিয়া দক্ষালয়ে যজ্ঞেতে যাইলে। তার পরে অনা থেরে দেখা নাহি দিলে॥ দয়ামায়া নাই কি তোমাতে ওহে তারা। পাগ লেরে একেবারে করেছিলে সারা॥ তব মৃত্যু দেহ প্রিয়ে গলায় গাঁথিয়া।

পথে পথে ভ্রমিয়াছি কাঁন্দিয়া কাঁন্দিয়া॥ নিশ্চিত আশ্রিত ব্যক্তি যেইজন হয়। তারেদুঃখ দিলে কি তোমারসুখময়॥ এইরূপে পার্ব্বতীরে কহেনশঙ্কর শুনিয়া শিখর সুতা করেন উত্তর॥ তোমার যদ্যপি প্রভু বঞ্চনা করিব তব নিন্দা শুনে কেন তবে প্রাণদিব॥ দক্ষমুখে নিন্দা কথা শুনিয়া তোমার মনো দুঃখে অঙ্গ ত্যাগ কৈনু আপনার॥ বুঝে দেখ কাশীপতি করিয়া বিচার। অধিক প্রণয় ইথে হলো কে কাহার॥ শুন শুন ওহে নাথ বলি তব ঠাই। তোমা ভিন্ন দুঃখে ডুবেছিলাম গোসাঞি॥ পঞ্চসংবৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত করিয়া। করেছি কঠোর তপ তোমার লাগিয়া॥ আপনিতো ছলিয়া এসে প্রত্যক্ষেতে। শিব নিন্দা করিলা আমার নিকটেতে॥ এইরূপে উভয়েতে হয় আলাপন। অপরেতে ৫ তাম্র শুনহ সর্ব্বজন॥ ঈশানের ঈশানী কহেন মৃদুস্বরে। এক প্রশ্ন করি নাথ বল সত্য করে॥ এতদিন একাকিতো ছিলে পঞ্চানন। কুচনী পাড়ার বল কে আছে কেমন॥ পূর্ব্বেতে ছলনা করে ভুলায়ে আমায়। রঙ্গ ভঙ্গ করিতে গিয়া কুচনী পাড়ায়। তাহাতে অদেখা নাথ দেখিয়া আমারে। স্বচ্ছন্দে আনন্দে থাকিতে কুচনী মন্দিরে॥ নানা করে তোমারবলো কেহ জন নাই। যাহা ইচ্ছা হইয়াছে করেছ তাহাই॥ শিব কন কেন শিবে নিন্দা কর ছলে। সুখ সাধ থাকে কি তোমায় ছাড়া হলে। সুখদা মোক্ষদা তুমি রস বিলাসিনী। তবাশ্রয় শব হয়ে ছিলাম শিবানী॥ এক্ষণেতে দাক্ষায়ণী দুঃখ কিবা দিলে। তব দরশনে দুর্গা দুর্গতি ঘুচিলা॥ এই রূপে দুইজনে হয় আলাপন। দোঁহে পায়ে দোঁহাকার উন্মাদিন না। শান্তি পাবে দিতে শরীরে লয় হয়। হৃষ্ট হৈলা দুই জনে কষ্ট দূর হয়॥ কখন কৈলাসে রহ কখন কাশীতে। কখন শ্মশানে বাস কভু মশ্মানেতে। এইরূপে কিছু কাল গতে হৈল পরে। যুগল কুমার হৈল উমার উদরে॥ গুহ গজানন নাম রাখিলা দোঁহার। কালীদাস রচে কালি করিয়া পয়ার।

অথ তর্ক্কাতারী বর্ণনা।

রাগিণী গৌরী তাল আড়া।

দিন যায় ভাব ভব প্রিয়ানন্দীরে। সকল অসার সার সেই তোমা অন্তরে॥ মম এতনু যাবে যখন ফেলাবে সর্ব্বজন, শ্মশানে করিয়া দাহন বন্ধুগণে যাবে ফিরে॥ ধ্রুবং॥

পয়ার। এই রূপে সদানন্দ আনন্দ মনেতে। আনন্দ সহিত ক্রীড়া করেন রঙ্গেতে। এক দিন উমাপতি কহেন উমারে এক মন্ত্র

আছে প্রিয়ে আমার অন্তরে ॥ শিবানী কহেন যেবা সে আর কেমন। হর বলে হৈমবতী শুন দিয়া মন ॥ একবার আমারেতো বিড়ম্বনা করে। কৃতার্থ করিলা গিয়া গিরি মেনকারে ॥ যে দুঃখ পায়েছি আমি তোমা বিহনেতে ॥ বর্ণিতে নাপারি তাহা পঞ্চমুখেতে ॥ হে দুর্গে আমার তুমি দেহ প্রাণধন। সম্বল বৈভব সব তোমার চরণ ॥ অসাধ্য সাধন করি প্রসাদে তোমার। তব নাম জপে করি গরল আহার ॥ সুখ মোক্ষদাত্রী তুমি মম মূলাধার। তোমা বিনা গতি সতী নাহিক আমার ॥ পুনর্ব্বার যদি মোরে ত্যাগ কর প্রিয়ে। আর না রহিবে প্রাণ তোমা ছাড়া হয়ে ॥ তাই বলি তোমা ছাড়া কেমনে রহিব। ইচ্ছা করি দুঅঙ্গ ঘুচায়ে এক হব ॥ যদি তুমি অনুমতি কর বিশ্বময়ী। যুগল ঘুচিয়া এস এক অঙ্গ হই। শুনিয়া শঙ্করী হরে করেন উত্তর। তব আজ্ঞা লংঘিতে কে পারে মহেশ্বর ॥ এত বলি একত্র হইল উভয়েতে। এক অঙ্গ দ্বিরূপ হইল আচম্বিতে ॥ অর্দ্ধ অঙ্গ রজত পর্ব্বত জিনি আভা। অর্দ্ধ অঙ্গ সুবর্ণ জিনিয়া করে শোভা ॥ অর্দ্ধ শিরে জটাজুট ভুজঙ্গ বেষ্টিত। অর্দ্ধ শিরে মণিময় মুকুট মণ্ডিত ॥ এক নেত্র ঢুল ঢুল করে ধুস্তুরায়। এক নেত্র কজ্জলে পূর্ণিত শোভা পায় ॥ এক কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল ঘন দোলে। অন্য কর্ণে মাণিক্যের কর্ণফুল ঝোলে ॥ অর্দ্ধ গলে অস্থিমালা মহাশোভা পায়। গজ মুকুতার হার অর্দ্ধেক গলায় ॥ কটিতটে অর্দ্ধেক রহিল বাঘাম্বর। আর অর্দ্ধ কটিতে রহিল রক্তাম্বর ॥ এক পদে কাষ্ঠের পাদুকা শোভা পায়। রতন নূপুর শোভা করে অন্য পায় ॥ এক হস্তে ডম্বুর ধরিলা পঞ্চানন। অন্য হস্তে পদ্মপুষ্প করিলা ধারণ ॥ এই রূপে লীলা প্রকাশিলা গঙ্গাধর। হর গৌরী ঘুচে হৈলা অর্দ্ধ নারীশ্বর ॥ কালীদাস বলে মাগো এই আকিঞ্চন। মৃত্যুকালে দিতে হবে যুগল চরণ ॥

অথ শিবের কুচনীদিগের সহিত ক্রীড়া।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়া।

ভেবে মরি ভব ভয়ে ভব কর পার। ভোলা মন ভ্রান্তি ভাবে,
অন্তিমে কি হবে; তাহা না ভাব একবার। তুমি প্রভু কর্ণধার,
সম্বল নাহি আমার, নিজগুণে দীনজনে করহে নিস্তার ॥ ধ্রু ॥

পয়ার। শঙ্কর শঙ্করী লয়ে সরস অন্তরে। বিরাজ করেন সুখে কৈলাস শিখরে ॥ একদিন বিশ্বনাথ বৃষভে চাপিয়া। ভিক্ষা হেতু চলিলেন

গৌরীরে কহিয়া॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে ভব ভাবিয়া চিন্তিয়া। রসের কুচনী পাড়ায় উত্তরিলা গিয়া॥ কৃত্তিবাসে হেরে যত কোচের রমণী। বুড়া আইলি বলে হেসে তোষে সব ধনী॥ কোন ধনী কহে ওহে রসিকের চূড়া। আমা সবা ভুলে কোথা ছিলে ওরে বুড়া॥ তোমারে না হেরে বুড়া মনো দুঃখে মরি। এতবলে হেসে ঢলে পড়ে সব নারী। বেদবতী নামে এক রসবতী ছিল। বাঘাম্বর ধরে হরে হরে লয়ে গেল॥ কুচনীর ভাবে ভব মোহিত হইয়া। ভুবনমোহন হৈল বুড়াটি ঘুচিয়া॥ মদনে মাতিয়া বুড় সুখার্ণবে ভাসে। হেসে হেসে যেসে বসে কুচনীর পাশে॥ হাসিয়া কুচনী হরে বলয়ে তখন। আরে বুড়া বড় সাধ খেতে পর ধন॥ বুড়াহলি তবু এত কামের বশতা। কাঁচাসোণা পাও বুঝি পেলে পর সুতা॥ শিব বলে শুন ছুড়ি কহি তোর স্থানে। সহজে ভিক্ষারি আমি লোভ পরধনে ভিক্ষারিরে দেহ ভিক্ষা দুঃখ যাকু দূর। অবিলম্বে হাতে হাতে যাবে স্বর্গ পুর। বেদবতী বলে কথা শুন সব সখী। রসের বুড়ার হের দেখ সাধটুকি এইরূপে শিব সহ হয় আলাপন। কোন ধনী করে হবে চামর ব্যজন॥ অগুরুচন্দন কেহ শ্রীঅঙ্গে ছিটায়। কেহবা কুঙ্কুম লয়ে ফেলে শিব গায়॥ কেহবা কুসুম লয়ে পরায় কৌতুকে। মিঠাপান সেজে কেহ যোগায় সুমুখে॥ গাঁজা ভাঙ্গ কেহ হরে করে সমর্পণ। কেহবা শিবের করে চরণ সেবন॥ এইমতে কোঁচের যুবতী সকলেতে। হরে লয়ে রঙ্গ রসে ভাসে মনাসেতে॥ হেন মতে রঙ্গ ভঙ্গ হয় গোপনেতে। অপরেতে গর্ব্বিণী হইল মনেকেতে॥ বেদবতী গর্ব্বে জন্ম হইল যাহার। পঞ্চানন্দ নাম শিব রাখিল তাহার॥ আর যত পুত্র হৈল কুচনী গর্ব্বেতে। গঙ্গার রক্ষক হৈল সই সকলেতে॥ কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিল শ্রীকালী দাস কালিকা বিলাস॥

অথ মেনকা স্বপ্নে উমা দর্শন করিয়া খেদ।

রাগিণী সরফরদা। তাল তিওট।

কোথা কোথাগো আমার উমা। তবাভাবে
ভেবে এবে মলো তোমার মা॥ স্বপনেতে
দিয়া দেখা পুনঃ হইয়া অদেখা, কি দোষে
তে মাগো ছাড়া হৈলে আমায়॥ ধ্রুবং॥

পয়ার॥ এই রূপে কৈলাসেতে শঙ্করী শঙ্করে। করেন মানুষী লীলা

আনন্দ অন্তরে॥ ওখানেতে স্বপ্নে দেখে গিরীন্দ্র মহিষী। নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে রাণী কান্দিয়া উদাসী॥ দুঃখ জলে অঙ্গ ঢেলে পড়িয়া ভূতলে। উন্মত্তা হইয়া কান্দে উমাং বলে॥ অশ্রু জলে ভাসে অঙ্গ সাঙ্গ নাহি হয়। ওগো উমা মরিগো মা এই কথা কয়॥ যেমন অস্থিরা অহি অভাবে মঙ্গল। বিনা কন্যা রাণী দৈন্যা তেমতি অঞ্চল॥ মুহুর্মুহু কহে রাণী ওগো প্রাণ উমে। প্রাণ যায় তব দায় মরি গো দুর্গমে॥ তব নামে জগতের দুঃখ দূরে যায়। তবে কেন দুর্গমে ডুবাও নিজ মায়। কোথা গো প্রাণের গৌরী দেখা দেগো মোরে। মা বলে মা মায়ে ডাক সুমধুর স্বরে॥ কোথা রৈলে পাষাণীরে হইয়া পাষাণী। তোমা বিনে দিনে দিনে ক্ষীণ হলো প্রাণী। আমার এপাপ তনু নাহি হয় পতন। তোমার বিরহে রহে কি সাধে জীবন॥ হে দুর্গে দুর্গতি হরা ভক্তি মুক্তি দাত্রী॥ জুড়াও গো জননীরে ত্রিজগত ধাত্রী॥ অনাথা দেখিয়া মায়ে নির্দ্দয়া হইয়া। কেমনে নিশ্চিন্ত আছ মায়ে পাসরিয়া॥ বহু দিন হতে গেল আমার ভাগ্যেতে। মা বলে মা ডাক নাই অমিয় বাক্যেতে॥ অন্ধের যেমন যষ্টি দরিদ্রের ধন। তেমনি আমার তুমি আঁখির অঞ্জন॥ তোমা বিনা প্রাণ ধরা জীয়ন্তে সংশয়। সহজে পাষাণী প্রাণ নাহি বাহিরায়॥ এইমতে গিরিরাণী মজিয়া মায়াতে। বহু বিলাপিয়া কান্দে করুণা স্বরেতে॥ কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিলা শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস॥

অথ পুর স্ত্রীগণেরা মেনকাকে উমা আনিবার কারণ ভর্ৎসনা করেন॥

রাগিণী সরফরদা। তাল আড়া

হে দেগো রাণী কি কব তোমারে। কেমনে নিশ্চিন্ত আছ
উমারে বিদায় করিয়ে॥ উমা বিনে অন্ধকার, দেখিগো
পুরী তোমার, ত্বরা আন ত্বরা করে॥ ধ্রুবং॥

পয়ার॥ উমা বিনে গিরিরাণী পাগলিনী প্রায়। অন্নদা অভাবে অন্ন জল নাহি খায়॥ উমা ভেবে অবিরত মৌন ভাবে রয়। কালেতে শরদ ঋতু হইল উদয়॥ গগণেতে বিন্দু২ বারিধারা ঝরে। ময়ূর ময়ূরী নাচে সরস অন্তরে॥ ঘোর নাদে জলধর গগণে গর্জ্জয়। সরোবর সরোজ সুখেতে প্রকাশয়॥ কোকিনী অমনি প্রফুল্ল হয়ে উঠে। পায়ে গন্ধ মকরন্দ লোভে ভৃঙ্গ ছুটে॥ বাড়রে শশির আভা অপরূপ শোভা। চকোর চকোরী উড়ে

সুধা সাধে লোভা॥ শরদ দেখিয়া সুখী হৈলা ত্রিসংসারে। সারদা সেবার চেষ্টা সাধ সব করে॥ হেনকালে মেনকার যত প্রতিবাসী। রাণীকে ভৎসনা করি সবে কহে আসি॥ কেমনেতে হাগো রাণী আছ প্রাণধরে। সুবর্ণ প্রতিমা উমা সঁপে পাগলেরে॥ তত্ত্ব না কর তারা আছে গো কেমন। ধন্য তুমি ওগো রাণী ধন্য তব মন॥ মেয়েরে আনিতে নাম নাহি মা মুখেতে। উদরেতে অন্ন রাণী দেহ কি সুখেতে॥ সাত নহে পাঁচ নহে সেই মাত্র মেয়ে। সে বিহনে তোমার সংসার কারে লয়ে॥ লোকের মুখেতে মোরা যেবা শুনে পাই। উমার অঙ্গেতে নাকি বস্ত্র টুকি নাই। বস্ত্রাভাবে বাঘছাল বাকল পরয়। তৈলাভাবে চাচর চিকুরে জটাময়॥ বিনা অন্ন স্বর্ণবর্ণ গেছে শুকাইয়া। রুদ্রাক্ষ পরেন উমা ভূষণ বলিয়া। সিদ্ধি বেটে বেটে করে কড়াপড়ে গেছে। দুঃখের নাহিক সীমা প্রাণ মাত্র আছে॥ জামায়ের কথা তব শুনি বিপরীত। উমার সঙ্গে নাকি নাহি তাহার পিরীত। সিদ্ধি খেয়ে ষাড়ে চড়ে সাপিনী লইয়া। শ্মশানে শয়ন করে উমারে ত্যজিয়া॥ যে জামায়ে সংপ্রদান করেছ উমায়। দুর্নাম করিছে তব জাতির তোমায়॥ সংসারাবধি উমা নিধি করিয়ে বিদায়। কেমনে মা ভুলে আছ মাগো একি দায়। সহজে পাষাণী তুমি দয়া মায়া হীনে। অন্য কেহ হলে মাগো বাঁচিত না প্রাণে॥ ধন কড়ি লয়ে রাণী খাওয়াইবে কারে। মা বলে ডাকিতে আর কে আছে তোমারে। কি ছার রাজ্য ধন কি হবে তোমায়। অতোধিক অতোধিক ধিক গো রাজায়॥ এত বলি ভৎসিয়া চলিলা রামাগণ। কালিকা বিলাস দ্বিজ করিলা রচন॥

অথ গৌরী আনিবার জন্যে মেনকা গিরি
রাজাকে কান্দিয়া কহেন।

গিরি হে কি হবে কিসে প্রাণ যুড়াবে। উমারে কখন আনিবে
বিনা উমা ইন্দুমুখী হৃদিগগণে তিমির দেখি কখন হে
প্রকাশিবে। ধ্রুবং॥

পয়ার। একেক মেনকা দুঃখী উমার জন্যেতে। বাক্য অগ্নিশরে আরো জ্বলে অন্তরেতে॥ কান্দিতে কান্দিতে রাণী অভিমান ভরে। পাষাণের পাষাণী সুধায় মৃদুস্বরে॥ শুন শুন শুনহ নির্দ্দয় হিমালয়। প্রাণ উমা বিনা মম প্রাণ বাহিরায়॥ তুমি তো পাষাণ রাজ কঠিনের শেষ। তোমার শরীরেতো হে নাহিক দয়ালেশ। স্বচ্ছন্দেতে আছ গিরি নিশ্চিন্ত

হইয়াছি। পাগলে সঁপিয়া মোর প্রাণের তনয়া। কন্যা প্রতি বাৎসল্যতা তাচ্ছল্য তোমার। সহজে পাষাণধার মায়ার কি ধার॥ স্বর্ণলতা উমা কিতে সাজে ভিক্ষারীরে। শুন্তে পাই অন্ন নাই শঙ্করের ঘরে॥ সম্বল বিহীন শিব বাসস্থান নাই। উমা নাকি শ্মশানবাসিনী শুন্তে পাই॥ মৈনাকেরে ভুলেছিনু পায়ে প্রাণ গৌরী। সে ধন বিহনে প্রাণ কিসে ধৈর্য্য ধরি॥ সহজে পাষাণ দেহ কঠিন জীবন। নহিল সে ধন বিনা বাঁচি কি কখন॥ নয়নের তারা তারা রাখিয়া অন্তরে। কার মুখ চেয়ে গিরি থাকি প্রাণ ধরে॥ এসব বৈভব আমি দেখি তুচ্ছ প্রায়। উমাচন্দ্র বিনে পুরী শোভা কিহে পায়॥ সদত অন্তরে জাগে উমার মাধুরী। দুঃখানলে জ্বলে উঠে সাম্য হতে নারি॥ যে দিগে নিরখি আঁখি দেখি তমোময়। নাদেখে উমার মুখ হৃদি বিদরয়॥ কোথায় আমার মেয়ে শীঘ্র দেহ এনে॥ মা বলে ডাকিলে উমা পুস্ত হই প্রাণে॥ চক্ষের বাহির করে অঞ্চলের ধন। পাপদেহে কত আর রাখিব জীবন॥ বিধি বুঝি চিরজীবি আমারে করেছে। সেই জন্যে বিনে কন্যা পাপ প্রাণ আছে॥ সে সব কথায় আর নাহি পরিচয় ভবনে ভবানী এনে বাঁচাও আমায়॥ স্বপনে দেখেছি গিরি গৌরীকে আমার। বিনা অন্ন কৃষ্ণবর্ণ অস্থিচর্ম্ম সার॥ রাজার কুমারী হয়ে ভিক্ষারিণী প্রায়। ইহা কি মায়ের প্রাণে সহে গিরিরায়॥ শুনিতো তনয়া বলে ভাবনা অন্তরে। আমারে যে মা বলিতে আর নাহি ঘরে॥ ত্বরাত্বরি কৈলাসেতে যাহ হিমালয়। এনে দেহ হারা তারা বিলম্ব নাসয়॥ এই রূপে গিরীরাণী করয়ে রোদন। কালীদাস কহে রাণী স্থির কর মন॥

অথ গিরীর গৌরী আনিতে কৈলাসে যাত্রা।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

কেন রাণী ভেবে মর সে উমার তরে। ভক্তিভাবে ভবদেব সদা
ভাবে যারে॥ আর হওনা হে দৈন্যা, সে উমা যে ধন্যা কন্যা,
ভবের ভাবনা ঘোচে ভাবিহে যাহারে॥ ধ্রু॥

পয়ার। গিরি বলে ওহে রাণী স্থির কর মন। উমার জন্যেতে কেন এত উচাটন॥ কন্যা ভাব ভাব যারে অবোধ পাষাণী। সেইকন্যা জগদ্ধন্যা ব্রহ্মাণ্ড কারিণী॥ যার নামে ভবের ভাবনা দূরে যায়। তার জন্যে ভাব রাণী এত বড় দায়॥ কহিলে যে অন্ন নাই জামায়ের ঘরে। সে কথা কিবল কথা জানিহ অন্তরে॥ উমা রূপে অন্নপূর্ণা গৃহেতে যাহার। অন্নের

তাব রাণী হয় কি তাহার॥ না জেনে যে শিখরিণী কহিলে উমারে॥ বিবের ভাণ্ডারি তার জানে চরচারে॥ রাজ রাজেশ্বরী উমা আমি ভাল জানি মহেশ্বর কাশীশ্বর শুন ওরে রাণী॥ জন্মে জন্মে আমাদের কত পুণ্য ছিল। সেই জন্যে উমা কন্যা বিধি মিলাইল॥ আমাদের জন্ম কর্ম্ম সফল করিতে। জন্মেছেন মহামায়া তোমার গর্ব্ভেতে॥ জেনে শুনে কেমনে কি ভুলিলে হে রাণী। শিব যে পুরুষোত্তম প্রকৃতী শিবানী॥ দুঃখ সম্বর রাণী স্থির কও মনে। অবিলম্বে জগদম্বে আনিব ভবনে। এই আমি চলি লাম কৈলাস শিখরে। এনে দিব উমা সহ জামাই শঙ্করে। দুর্গা নাম কর রাণী গৃহেতে বসিয়া অচিরে পাইবে তবে প্রাণের তনয়া॥ বিপদে শ্রীদুর্গা নাম জান রাণী সার। বেদাগমে বর্ণিতে না পারে মর্ম্ম যার॥ কাশীনাথ কালকূট বিষ করে পান। দুর্গানাম জপে শেষে রাখিলেন প্রাণ অতএব তাই রাণী বলিহে তোমারে। দুর্গা নাম ভুলিলে পাবে না শ্রীদুর্গারে॥ একথা শ্রবণে রাণী আনন্দিত মন। বলে গিরি শীঘ্র যাহ কৈলাস ভুবন॥ এত বলে শিখরিণী সরস অন্তরে। নানা মত মঙ্গল আচরণ পরে ঘরে॥ স্থানে স্থানে পূর্ণ ঘট স্থাপন করিল। আম্রের পল্লব সব ঘট মুখে দিল॥ বসাইল রম্ভাতরু দুয়ারে দুয়ারে। দধি আর মৎস্য আনি রাখে দ্বারে দ্বারে॥ দ্বিজ কন্যাগণ সব হয়ে হৃষ্টমন। পঞ্চদীপ লয়ে করে রহে সর্ব্বক্ষণ। দ্বিজগণ চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিল দুর্গানাম জপ কেহ আরম্ভ করিল॥ অপরেতে গিরিবর দুর্গা দুর্গা বলে। দুর্গারে আনিতে চলে মহা কুতুহলে॥ মেনকিনী সম রাণী পথ চেয়ে রয়। কালিকা বিলাস দ্বিজ কালীদাস কয়॥ অথ গিরির কৈলাসে যাত্রা। রাগিণী সুরট। তাল ঠেকা।

দয়াময়ী দয়াকর আমারে। ভোলা জামাইকে ভুলায়ে যেন
আন্তে পারি তোমারে। এই বাসনা আমার পূজিব পদ তোমার
ইচ্ছাময়ী মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর কৃপা করে॥ ধ্রুবং॥

পয়ার। এই রূপে গিরিবর হরিষ অন্তরে। উত্তরিল তদন্তরে কৈলাস শিখরে॥ কৈলাসের দ্বারে নন্দী দুয়ারি আছিল। গিরিবরে হেরে দ্রুত উঠে দাণ্ডাইল॥ চরণের ধুলি লয়ে দিল মস্তকেতে। থাকু থাকু বলে গিরি তোষে বচনেতে॥ নন্দী বলে ঠাকুরদাদা আছেন কেমন। আছে ত ঠাকুরবুড়ী শুনি বিবরণ॥ বৃদ্ধকালে নারী ফেলে এলে কেন বুড়া। সেথা পাছে আই বুড়ী কারে ধরবোড়া॥ আইরে সঁপিয়া এলে বল কার স্থানে। এর সন্ধ বুঝি দ্বন্দ্ব হয়েছে দুজনে॥ বুড়া ভেবে বুড়ী বুঝি ঔদাস্য ভাবিয়া। ঠাকুর দাদা

তোমারে মা দেছে তাড়াইয়া॥ গিরি বলে ওহে নাতী মন দিয়া শু বুড়াতে বুড়াতে ভাব ভাঙ্গে কি কথন॥ রেশে রেশে মিলিলে কি ব প্রেম ভাঙ্গে। তুই ভেড়ে কি বুঝিবি মত্ত আছ ভাঙ্গে। প্রবীণে প্রবীণে প্রে ঘটেরে এমনি। প্রেমেরগাথনি যেন হয়রে আটনি॥ নন্দী বলে ঠাকুরদা বুঝেছি কারণ। আইর আজ্ঞায় তব বাঁচন মরণ॥ অতঃপর কহ বুড়া শু পরিচয়। আচম্বিতে কৈলাসেতে কি ভাবে উদয়॥ গিরি বলে ওরে না কি কব তোমায়। তোমার আইরদায় এসেছি হেথায়॥ মিলি যত ছুড়ি বুড়ীরে নাচায়েছে। উমার জন্যেতে রাণী উন্মত্তা হয়েছে॥ মম বাক্য শুনিল কত বুঝাইনু। তাই তাই তনয়ারে লইতে আইনু॥ এতেক শুনি নন্দী আনন্দিত মন। গিরিকে লইয়া পরে করিলা গমন॥ কালিকার পা পদ্ম হৃদে করি আশ। রচিলা শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস॥

অথ গিরিরাজ গৌরী লইয়া যাত্রাকরেন। রাগিণী সরফরদা। তালআড়া

আজ জন্ম হইল সফল। হর গৌরী দুইজনে বসাইয়া একাসনে,
সেবিব পূজিব দিয়া গঙ্গাজল বিল্বদল॥ ধ্রুবং॥

পয়ার। নন্দী সঙ্গে আনন্দেতে যায়ে হিমালয়। হর গৌরী নিরক্ষীয় কৃতার্থ মানয়॥ মানসেতে শিব শিবা করিয়া বন্দন। ভক্তি তত্ত্ব রসে গিরি ডুবিল তখন॥ জনকে দেখিয়া দুর্গা গৌরব করিয়া। গিরি পদে প্রণমেন শির লোটাইয়া॥ করুণা কারিণী কয় করুণা বচনে। দুঃখিনী বলিয় পিতা ছিল কিগো মনে॥ কেন পিতা আমা প্রতি এতেক বঞ্চনা। দুঃখিনী ভাবিয়া বুঝি করেছিলে ঘৃণা॥ সেই যে আমারে হর সঙ্গে পাঠাইলে। তদ বধি দুঃখীর তত্ত্ব না করিলে। গিরি বলে মাগো তোমায় বিদায় করিয়া। আঁখির সলিল মাঝে ছিলাম ডুবিয়া॥ তুমি যে মা আমাদের নয়নের তারা। তোমা বিনা গৃহদ্বার অন্ধকার তারা॥ মেনকা হয়েছে অন্ধ তোমার বিহনে। আছে কিনা আছে বেঁচে সন্ধ হয় মনে॥ মানসেতে মা তোমারে করে দরশন। রেখেছি পাষাণ দেহ পাষাণ জীবন॥ গৌরী কন আর কেন ভুলাও বচনে। আমা প্রতি যত স্নেহ জেনেছি তা মনে। পিতা মাতা বত্ত মান থাকে যে কন্যার। বৎসরান্তে তত্ত্ব বুঝি করয়ে তাহার। আমার পতির যদি থাকিত বৈভব। তবে মা বাপের ঠাই থাকিত গৌরব॥ গিরি বলে ওগো উমা ক্ষমা কর মোরে। সকলিতো জানি আমি ভুলাও যাহারে গতিশক্তি হীন তব জনক জননী। ভেবে কি তা বাপ মায় হবে অভিমানী কেন্দোনা কেন্দোনা উমা স্থির মন। লইতে তোমারে মোর হইল আগমন

বলে কয়ে জামায়েরে সম্মত করিয়া। ত্বরা করে মাগো তোরে যাইব লইয়া॥ এত শুনি আনন্দার আনন্দিত মন। শঙ্করের স্থানে গিরি কহে বিবরণ॥ গৌরীর গমন কথা শুনে গঙ্গাধর। অন্তরে ঔদাস্য ভেবে করেন উত্তর॥ হর বলে ওহে গিরি ইহা হৈতে নারে। দেহ হৈতে প্রাণ বল কেবা দেয় কারে॥ তোমার দুহিতা আত্মা আমিত সাকার। শিবালয়ে গেলে শিব হবে শিবা কার॥ একবার দক্ষহৈতে হারাইয়া সতী। যে দুঃখ পায়েছি তাহা জানেন পার্ব্বতী॥ ভাগ্য হৈতে পাইনু যদি হারা তারাধন। চাকর অন্তর আর করি কি এখন॥ নিজ প্রাণ চাহ যদি দিতে পারি দান। ও কথা শুনালে আমি হইবে অজ্ঞান॥ একথা শ্রবণে গিরি বিষণ্ণ হইল। বিধিমত করিয়া শঙ্করে বুঝাইল॥ গিরি বলে আশুতোষ কর অবধান। তিন দিন জন্যে মোরে উমা দেহ দান॥ সপ্তমী অষ্টমী আর নবমী রাখিব। দশমীর দিনে পুনঃ উমা পাঠাইব॥ এই যদি আকিঞ্চন কৈল গিরিবর। উপরোধে অঙ্গীকার কৈলা মহেশ্বর॥ কথা শুনে পুলোকিত হৈল হিমালয়। হরিষমানিনী লয়ে চলে নিজালয়॥ পরিবার সহ সিংহে করি আরোহণ। শঙ্করী চলিলা সুখে সাজে পঞ্চানন॥ কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশা। রচিলা শ্রীকালিদাস কালীকাবিলাস॥ অথ ভগবতী মহাদেবকে পথ মধ্যে মায়া দেখান।

রাগিণী মোলতান। তাল খয়েরা।

কে বুঝিবে তব মায়া ওগো শিব শুভঙ্করী। কভু কালী করে অসি-
কভু রাম ধনুকধারী॥ ব্রহ্মা রূপে সৃজন কর, শিব রূপে সংহার;
কভু কৃষ্ণরূপ ধর, হও আহিরিণী নারী॥ ধ্রুবং॥

পয়ার। এই রূপে হর গৌরী যাইতেছে। শিবেরে কহেন শিবা মধুর স্বরেতে॥ শ্বশুর ঘরেতে প্রভু করিবে গমন। ছিছি হাড়মালা গুলা ত্যজহ এখন॥ একেত পাগল বলে সকলে তোমাকে। এবেশেতে গেলে আরো লজ্জা দিবে মোকে॥ সর্পেরা কস্তুরা তার সর্পের ভূষণ। চিরকাল তোমা রত আছে পঞ্চানন॥ তিন দিন জন্যে এসব পরিত্যাগ কর। রাজবেশে চল দেব গিরিন্দ্র নগরে। তাহা শুনে উত্তর করেন ত্রিলোচন। শুন প্রিয়ে হাড়মালা যে হেতু ধারণ॥ অন্য অস্থিমালা আমি গলেতে কি পরি। তব অস্থিমালা এই শুনহে শঙ্করী॥ ইহা কি ত্যজিতে পারি থাকিতে জীবন। এত শুনি ভগবতী হাসিল তখন॥ হেন রূপে কত পথ যাইতে যাইতে। মায়া পাতিলেন দুর্গা হরে দেখাইতে। রুধির সমুদ্র এক মহা ভয়ঙ্কর। প্রবল তরঙ্গে ঢেউ বহে নিরন্তর॥ মহাকালী রূপে দুর্গা আছেন বসিয়া

দেখিয়া শিবের ভয়ে শুকাইল হিয়া ॥ দুর্গা রূপে নয়নে না দেখে গঙ্গাধর। শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা বলে করে উচ্চৈঃস্বর। ব্যস্ত হৈলা শূলপাণি না দেখে তারায়। ভাবে দুর্গা কোথা গেলে ত্যজিয়া আশ্রায় ॥ ভয়ঙ্কর রুধির জলধি দেখিতে পাই। তব পদতরি বিনা কিসে পারে যাই ॥ কোথায় লুকালে দেবী দেহ দরশন। এত বলি ভব ভেবে করেন রোদন ॥ হরের হেরিয়া রঙ্গ হাসিয়া অন্তরে। মহাকালী রূপে দুর্গা কহিছেন হরে ॥ কহ তুমি কোন জন কান্দ কি কারণে। কি ভাবেতে চিন্তাযুক্ত হয়েছ হে মনে ॥ শিব বলে মম সঙ্গে দারা পুত্র ছিল। এই স্থানে আসিয়া কোথায় লুকাইল ॥ সেই দুঃখানলে অঙ্গ জ্বলে হে এখন। কোথা গেল তারা সবে জান বিবরণ। আর এক কথা আমি সুধাই তোমায়। তুমি হও কোন জনা কহতো আমায় ॥ তাহা শুনে কাত্যায়নী বলে শুন কই। যার ভক্ত কর তুমি আমি সেই হই ॥ শুনে শূলপাণি হয়ে মনে চমৎকার। বলে তব হেন মূর্ত্তি হলো কি প্রকার ॥ রুধির জলধি হেথা হৈল কি কারণ। শিবানী কহেন কহি শুন দিয়া মন ॥ মম গর্ব্বে তব জন্ম যে কালে হইল। তৎকালেতে এই রূপ আমার আছিল ॥ সেই রুধিরেতে এই হয়েছে সাগর। এই তব জন্মস্থান দেখ গঙ্গাধর ॥ আমার জঠরে জন্মেছিলে সপ্তবার। রুধির সমুদ্র হয় তাতে হেন আর ॥ প্রসবিয়া তোমা আর বিরিঞ্চি মাধব। কারণ জলেতে ভাসি হয়ে পচা শব ॥ যেখানেতে তপ কর তিন জনে বসে। ছলিতে আইনু আমি জল মধ্যে ভেসে ॥ পচা গন্ধে বিধি ফিরে চতুর্ম্মুখ হৈল। ঘৃণা করি চক্রধারী উঠিয়া চলিল ॥ পচা শব দেখে তুমি ঘৃণা না করিলে। আসন করিয়া মোরে আপনি বসিলে ॥ তোমার ভক্তিতে আমি ভগরূপা হয়ে। ভজি তোমারে দক্ষ গৃহে জন্ম লয়ে ॥ কালিকার পাদপদ্ম হৃদে বার আশ রচিলা শ্রীকালীদাস কালিকা বিলাস ॥

অথ ভগবতী মহাদেবকে আপন উদরে ব্রহ্মাণ্ড দেখান।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া। আমি জেনেছি তারিণী গো তুমি সারাৎসারা। সকলি অসার সার তব পদ তারা ॥ ধ্রু ॥

পয়ার। তত্ত্ব শুনি শূলপাণি বিস্ময় হইলা। যোড়করে কালিকারে স্তব আরম্ভিলা ॥ অনাদ্যা অনন্ত রূপা অন্তর যামিনী। অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী সত্যা সনাতনী ॥ আকার সাকার তুমি তুমি বায়ুজল। আকাশ পাতাল তুমি তুমি ভূমণ্ডল ॥ পুরুষ প্রকৃতি তুমি তুমি মূলাধার। তব মায়া মহামায়া বুঝে সাধ্য কার ॥ ত্বংহি মহাবিদ্যা আদ্যা সাদ্ধ্যা নারায়ণী

বিশ্বকর্ত্রী তুমিগো২ আপনি॥ চরাচর ব্যপ্তা তুমি চৈতন্যরূপিণী। তন্ত্ররূপা তত্ত্বময়ী তারণ কারিণী॥ সকলের সার কালী তুমি সারাৎসারা। তুমিগো ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী ব্রহ্মময়ী তারা॥ কত ব্রহ্মা কত বিষ্ণু কত মহেশ্বরে। একত্র হইয়া যদি স্তব স্তুত্ব করে॥ তথাপি তোমার তত্ত্ব নাপান জননী। আমি কিকরিব স্তব কিবা আমি জানি॥ হেনমতে মহেশ্বর করেনস্তবন। দেখে অট্ট হাস অম্মা হাসেন তখন॥ বিরাট মূরতি হৈলা দেখিতে দেখিতে। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড শিব হেরে জঠরেতে॥ কত ব্রহ্মা কত বিষ্ণু কত মহেশ্বরে। প্রত্যক্ষ তাঁর স্তব স্তুতি করে অবিরতে॥ অমর কিন্নর নর যক্ষ রক্ষগণ। কালীর জঠরে হর হেরেন তখন॥ স্থাবর জঙ্গম পশুপক্ষী আদি যত। সপ্তসর্গ সপ্তদ্বীপ দেখে শত শত॥ দেখিতে দেখিতে হরে হরিল কি জ্ঞান। দেখে মহামায়া মায়া হৈলা সমাধান॥ দশভুজা রূপ পুনঃ করিয়া ধারণ। অঙ্কে পরশিয়া হরে করেন চেতন॥ উঠ২ স্তব দেব ডাকেন ভবানী। পথ মধ্যে একি ভাব দেখি শূলপাণি॥ এতবলি মহাদেবে চেতন করিল। চৈতন্য পাইয়া হর উঠিয়া বসিল॥ পূর্ব্বমত দুর্গা রূপ করি দরশন। পার্ব্বতীরে পশুপতি কহেন তখন॥ শুন২ শুনপ্রিয়ে বচন আমার। কে বুঝিতে পারে মায়া তোমার॥ তোমার অপরাধ ক্ষমপ্রিয়ে আমি দাসদাস। অজ্ঞানেরজ্ঞান দেহ না কর নৈরাশ॥ এতবলি গিরিধামে করিল গমন। কালীদাস কালী গুণ করিলা রচন॥ অথ গিরির ভগবতী লইয়া গৃহে গমন।

রাগিণী বরফরদা। তাল আড়া। রাণীগো এই তোমার সাধের মেয়ে লও। উমারে করিয়া কোলে তাপিত প্রাণ যুড়াও॥ পাষাণ জন্ম কর সফল; লয়ে জবা বিল্বদল; জগৎ জননীর রাঙ্গা চরণে অঞ্জলি দিও॥ ধ্রু॥

পয়ার। ওখানে অচলা রাণী উমার বিরহে। আকুল হইয়া আশাপথ চেয়ে রহে॥ সুধাকর আশে যেন থাকে চকোরিণী। চাতকিনী থাকে যেন চেয়ে কাদম্বিনী। হৃদে দুর্গা ভাবে মুখে দুর্গানাম করে। চঞ্চলা চপলা জিনি চঞ্চলা অন্তরে॥ কান্দিয়া কহেন রাণী সখী সম্বোধিয়া। এখন যে গিরিবর এলোনা ফিরিয়া॥ আর প্রাণ বাঁচেনা যে অভাবে সেধন। জীবনে প্রবেশি আমি ত্যজিব জীবন॥ উমা এলে বলো সবে উমার সাক্ষাতে। মরেছে তোমার মাতা তোমা বিরহেতে॥ হেনমতে আক্ষেপ করয়ে শিখরী। হেনকালে কহে এসে এক সহচরী॥ ওগো ওগো রাণী উঠ উঠ ত্বরাকরি। এলো শিখরবর লইয়া শঙ্করী॥ মনদুঃখ সম্বর ত্যজগো রোদন। বান্ধগো অঞ্চলে তব হারা তারা ধন॥ এত শুনি যেন রাণী হাতে

চন্দ্র পায়। কই কই কই বলে দেখিবারে ধায়॥ হেনকালে গিরিরা গৌরীর সহিত। হাসিতে হাসিতে গৃহে হৈল উপনীত॥ উমার কুমা দুটি গিরি কোলে করে। মেনকা মেনকা বলে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥ শঃ শুনি গিরিরাণী আনন্দে ডুবিয়া। বৎস্য হারা গাভী প্রায় আইল ধাইয়া দশভুজা রূপ রাণী হেরে প্রত্যক্ষেতে। হরি বিষাদে কহে গিরির সাক্ষাতে কোথায় আমার উমা কহ ওহে গিরি। এযে মহিষমর্দ্দিনী ভয়ঙ্করা হেরি শান্ত মূর্ত্তি মোর মেয়ে ওহে হিমালয়। ইনি যে রণরঙ্গিণী দেখে ভয় হয়। গিরি বলে ওহে রাণী বলি তবস্থানে। তোমার কন্যার অন্ত অনন্ত নাজানে কভু দশভুজা কভু দ্বিভুজেতে রন। কখন পুরুষ রূপা কভু নারী হন॥ কখন সাকারাময়ী কভু নিরাকার। ব্রহ্মাণ্ড প্রসবকর্ত্রী কন্যাটি তোমার॥ এত শুনি শিখরীর সন্দেহ ঘুচিল। আনন্দ সলিল চক্ষে বহিতে লাগিল॥ কোলে করে কুমারীরে করেন চুম্বন। কালীদাস কালীগুণ করিল বর্ণন॥

অথ মেনকা ভগবতীতে কথোপকথন। রাগিণী আলেয়া। তাল আড়াখেমটা।

আয়গো উমা আয়গো উমা আয় মা করি কোলে। হয়ে তোমা হীন; ওমা এত দিন; ডুবেছিলামগো দুঃখ সলিলে। বিধি মোরে সদয় হলো; তোমা নিধি মিলাইল; অন্তরের কালি গেল, ডাকগো মা মা বলে॥ ধ্রু॥

পয়ার। রাণী বলে ওগো উমা বলিগো তোমায়। এত দিন কেমনে ভুলিয়াছিলে মায়॥ দয়াময়ী নাম তোর শুনিগো অভয়া। তবে যে মায়ের প্রতি কি দোষে নিদয়া॥ আর এক কথা উমা জিজ্ঞাসি তোমাকে। তুমি যার কন্যা সে কি দৈন্য মনে থাকে॥ পাপ তাপ শোক দুঃখ যার নামে যায়। তার মা কি হাঁগো তারা মর্ম্মব্যথা পায়॥ দুঃখিনী ভাবিয়া বুঝি মনে ঘৃণা করে। ভুলিয়া আমায় কিগো ছিলে একেবারে॥ কোন ক্রমে বাঁচিবার আকার ছিলনা। সহজে পাষাণী বলে সয়েছি যন্ত্রণা॥ ধরণী শয্যায় মাগো করিয়া শয়ন। তব নামামৃত পানে রেখেছি জীবন॥ ক্ষণেক যদ্যাপি উমা আর না আসিতে। দুঃখিনী জননী বলে আর না ডাকিতে॥ বিধি বুঝি আজি মোরে প্রসন্ন হইল। দেখে তব মুখশশী দুঃখরাশি গেল॥ নিবিড় তিমিরে হৃদি আচ্ছন্ন আছিল। তোমার উদয়েআজু জ্যোতির্ম্ময় হৈল। নিরানন্দ সাগরেতে হইলাম পার। নয়নে দেখিয়া দুর্গা বয়ান তোমার॥ শোভিল শিখরপুর তব উদয়েতে। স্থান নাহি পাই মনের আনন্দ রাখিতে॥ তবাভাবে দশদিক আন্ধার দেখিয়া। জীয়ন্তে পতন প্রায় ছিলাম পড়িয়া

মনে করি মা তোমারে দেখিয়া আসিব। সহজে আলা হই কি রূপে চলিব॥ ভাগ্য হইতে যদি দেখা দিলে ত্রিনয়ন। এপ্রাণ থাকিতে তোমায় আর পাঠাবনা॥ অতঃপর বাহিরে না রাখিব তোমারে। লুকায়ে থুইব সদা অন্তর মাঝারে॥ এই রূপে করুণা করয়ে গিরিরাণী। উমা বলে ওগো ওমা ক্ষন্ত হও জানি॥ আমা প্রতি যত স্নেহ বুঝেছি বিশেষ। সেই জন্যে বৎসরাবধি না কর উদ্দেশ॥ আমারে বিদায় করে পরের গৃহেতে। স্বচ্ছন্দে মা সুস্থ মনে ছিলেগো সুখেতে॥ মেয়ে বলে মনে না করিতে এক বার। কাকমুখে তত্ত্বটা না করিলে আমার॥ এইরূপ মায়ে ঝিয়ে হয় আলাপন। কালিকা বিলাস দ্বিজ করিল বর্ণন॥

অথ গিরি পূজা হেতু ভগবতীর অধিবাস। রাগিণী মাঝশী। তাল আড়া।

মখে জয় জয় জয় বল আমার জয়ন্তী মঙ্গলা এলো॥ যত দুঃখ ছিল মনে, মোচন হইল এক্ষণে; শ্রীদুর্গার দর্শনে দুর্গতি ঘুচিল॥ ধ্রু॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। আগমনে আনন্দার; উল্লাসিত ত্রিসংসার; সুখী সুরাসুর নাগনরে। গিরি মহাসুখী হয়ে; গুরু পুরোহিত লয়ে, অভয়ারে অধিবাস করে॥ বেদবিধি অনুসারে, দ্বিজগণ পূজা করে, বরণাদি করে সমাপন। ভক্তিভাবে উচ্চৈঃস্বরে, কেহ দুর্গানাম করে; দুর্গানাম জপে কোনজন॥ শ্রীদুর্গা জয় দুর্গা বলে, মত্ত সবে কুতূহলে; দুর্গা নামামৃত করে পান। ভবনে এনে ভবানী, আপনারে ধন্য মানি; হিমালয় আনন্দে অজ্ঞান॥ দুঃখ সাগর শুষিল; সুখ জলধি বাড়িল; মহা মহোৎসব আরম্ভিল। পুরবাসী যত জন, সবে পুলকিত মন; শারদার সমাগমে হৈল॥ গিরি হরিষ অন্তরে; অধিবাস কর্ম্ম সেরে, শুভ নিশি সুখেতে পোহায়। প্রভাতে সবে উঠিয়া; নবপত্রিকা লইয়া; স্নান করাইতে সুখে যায়॥ কত শত বাদ্যকরে; নানামত বাদ্য করে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। পুরোহিত সঙ্গে লয়ে, হিমালয় হৃষ্ট হয়ে; গঙ্গাতীরে গমন করিল। স্নান করে গঙ্গানীরে, বেদবিধি অনুসারে, পত্রিকার স্নান করাইয়া। মহাসুখে সর্ব্বজন, পত্রিকা লয়ে তখন, গিরিধামে আইল ধাইয়া॥ কালিকার রাঙ্গা পায়, মনঃ সমর্পিয়া তায়; শিরে ধরে কালীর চরণ সেই কালিকার দাস; এই কালিকা বিলাস, ভাষামতে করিল রচন।

রাগিণী আলেয়া। তাল আড়াখেমটা। ওহে গিরি গিয়াছিল প্রাণ তারা হারায়ে। তাপিত প্রাণ জুড়াল হে উমা পাইয়ে॥ হৃদিগগনে তিমির ছিল, আজ সে কুহক গেল, জ্যোতির্ম্ময় হলো উমা উদয়ে॥

পয়ার। দর্ভাবলে পুরোহিত আসনে বসিল। শৈলেন্দ্র রাজার

নামে সঙ্কল্প করিল ॥ প্রথমেতে গজাননে করিয়া পূজন। আরম্ভিল অপরেতে অভয়া অর্চ্চন ॥ জবা বিল্বদল আর রুধির চন্দন। মন্ত্রপড়ি দুর্গা পদে করে সমর্পণ ॥ গন্ধ ধূপদীপ জ্বেলে দেয় সম্মুখেতে। দশভুজা গিরি করে প্রত্যক্ষেতে ॥ রাশি রাশি পট্টবস্ত্র বিবিধ বরণ। রত্নসিংহাসন আর রত্ন ভূষণ ॥ স্বর্ণ রৌপ্য তৈজষাদি পর্ব্বত আকার। রুদ্রাণীরে দিল গিরি বিবিধ প্রকার ॥ ক্ষীর সর নবনী নৈবেদ্য অপ্রমিত। ভক্তিভাবে ভবানীরে করে নিবেদিত ॥ রাজরাজেশ্বরী গিরি এনে নিজ ঘরে ॥ রাজসী অর্চ্চনা করে আনন্দ অন্তরে ॥ শাক্ত ভাবে শিবানীরে সেবে শৈলবর। ছাগাদি প্রদান করিলা তদন্তর ॥ চতুর্দ্দিগে ঢাক ঢোল বাজিতে লাগিল। রুধির খর্পর আনি সম্মুখে ধরিল ॥ বলি অবশেষে হোম আরম্ভ হইল। লক্ষ লক্ষ দ্বিজ চণ্ডী পড়িতে লাগিল ॥ দুর্গানাম জপ কেহ করে এক মনে। মহা মহোৎসব হয় গিরীন্দ্র ভবনে। পূজা অন্তে অন্নভোগ করে নিবেদন চব্য চোষ্য লেহ্যপেয় বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ঘৃত দধি পায়সান্ন কিষ্টান্ন পক্কান্ন কর্পূরাক্ত গঙ্গোদক মসলা মিঠাপান। ভক্তিভাবে ভোগ দিয়া আরোতি করিয়া। ব্রাহ্মণ ভোজন গিরি দিল আরম্ভিয়া ॥ লক্ষ লক্ষ দ্বিজে করে প্রসাদ ভোজন। আর পায় প্রসাদ অপর সাধারণ। অন্নপূর্ণা অবতীর্ণ করে নিজ ঘরে। অকাতরে গিরিবর অন্নদান করে ॥ ওখানেতে অন্তঃপুরে মেনকা তখন। নারীগণে নানামতে করান ভোজন। নারী মধ্যে একজন প্রবীণা কামিনী। মেনকারে কহে ওগো শুন শিখরিণী। তোমার কুমারী গৌরী এই জানি রাণী। উমা যে তারণকর্ত্রী ইহা নাহি জানি ॥ দেখিয়া এলেম মাগো আপন চক্ষেতে। ত্রিদেব করিছে স্তব উমার অগ্রেতে ইন্দ্রাদি অমরগণ গলে বস্ত্র দিয়া। কৃতাঞ্জলি করে সবে আছে দাণ্ডাইয়া ধন্য ধন্য রাণী তুমি ধন্য গিরিবরে। ধন্য কন্যা ধরেছিলে আপন উদরে এতশুনি মেনকার প্রফুল্লিত কায়। বাখানিয়া নারীগণ যায় নিজালয় এইরূপে দিবারাজ অপ্রকাশ পাইল। সায়াহ্নেতে সারদার শীতল হইল জলপান দ্রব্য বহু করে আয়োজন। পার্ব্বতীরে পুরোহিত করে নিবেদন অপরেতে নৃত্য গীত আরম্ভ হইল। সদানন্দে সপ্তমীর নিশি পোহাইল কালীকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ। রচিলা শ্রীকালীদাস কালিকাবিলাস

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া। অভয় দুর্গানাম জপ ওরে মন।
যদি শমনের শাসনেতে হইবে তারণ ॥ ভজিলে সেই শ্রীদুর্গায়,
পাপ তাপ দূরে যায়, দুরন্তকালের দায়, না হয় কখন ॥ ধ্রুবং ॥

পয়ার। একরূপে সপ্তমী নিশি প্রভাত পাইল। অপরে অষ্টমী পূজা উদ্‌যোগ হইল॥ স্নান করি পুরোহিত পট্টবস্ত্র পরে ভক্তি মনে আসনে বসিলা শুদ্ধান্তরে॥ পড়ে মন্ত্র পুষ্পযন্ত্রে জাহ্নবীর জল। করে ভক্তি পূজে শক্তি দিয়া বিল্বদল॥ শক্তি মনোলোভা জবা শোভা রাঙ্গা পায়। রুধির চন্দন মেখে শিবারে সঁপয়। তুষ্ট হেতু ত্রিনয়না ধনা ধূপ জ্বেলে। কত শত ঘৃতদীপ জ্বালে পূজাকালে বিবিধি নৈবেদ্য মায়ে করে নিবেদন। সন্দেশ লাড়ু ক্ষীর মিষ্টান্ন মাখন। ফল মূল শক্রোদক চনকাদি করে। ভক্তি ভাবে উৎসর্গ করয়ে অভয়ারে। রক্তবস্ত্র শঙ্খ নব রতন ভূষণ। নাসিক অঙ্গুরী আর কাঞ্চন আসন। নানা জাতি সুখ শয্যা তৈজসাদি কত। দুর্গা পদে নিবেদন করে শত শত। শুদ্ধমনে দ্বিজগণে চণ্ডীপাঠ করে। দুর্গা নাম জপ কেহ করে এক মনে॥ এরূপে অষ্টমী পূজা করে গিরিবর। বলীর উদ্যোগ আর ভুলা তদন্তর। ছাগপশু মন্ত্র পড়ে উৎসর্গ করিল। পূঁতে কাড়ি রুধির খপর সাজাইল॥ চতুর্দ্দিগে বাদ্য করে নানা বাদ্য করে। দুর্গা বলে সর্ব্বজন ডাকে উচ্চৈঃস্বরে। খড়্গ লয়ে কর্ম্মকারে মহা কুতূহলে দুর্গা বলে ছাগপশু নাশে অবহেলে। বলী হলে বাহু তুলে নাচে সর্ব্ব লোকে। খপর লইয়া কেহ ধরয়ে সম্মুখে॥ এরূপে অষ্টমী পূজা করে যত নেতে। দ্বিজগণ পড়ে গেল হোমের ধূমেতে॥ কুণ্ড সাজাইয়া করে বহ্নির আয়োজন। ঘৃতবিল্বদলে দেয় আহুতি প্রদান। তুষ্ট হন দেবগণ খাদ্য ভোজ নেতে। অন্নভোগপ্রদান করেন অপরেতে॥ পূজা হোম ভোগ অন্তে করিয়া যতন পুষ্পাঞ্জলি দেয় গিরি সহ বন্ধুজন জবাবিল্বদল সহায়ে যুগল করেতে দুর্গাপদে সমর্পণ করে প্রত্যক্ষেতে॥ যে চরণ ত্রিদেব না পায় ধ্যান করে। প্রত্যক্ষেতে সে চরণ গিরি পূজা করে॥ হেন রূপে পূজা হোম করে সমাপন। অপ্রমাণ অন্ন গিরি করে বিতরণ। এপ্রকার দিবাকর অস্তাচলে চলিল। সন্ধ্যা কালে শর্ব্বরীর শীতল হইল॥ তার পর সন্ধিপূজা করে দ্বিজগণ। বেদ বিধি মতে করে পার্ব্বতী পূজন॥ পূজা হোম করি বলী প্রদান করিল। একশত অষ্টদীপ প্রজ্জ্বলিত কৈল॥ হেন রূপে সন্ধিপূজা করে সমাপন। অপরেতে নৃত্য গীত কৈল আরম্ভন॥ উর্ব্বশী মেনকা আদি নাচে গীত গায় কালিকা বিলাস দ্বিজ কালীদাস কয়॥ রাগিণী বেহাগ। তাল ঠেকা।

হরিষে বিষাদ হয়ে মনে: দুর্গাপূজা করে গিরি নবমী দিনে॥ পূজাকরে

শ্রীদুর্গারে,দক্ষিণান্ত করে পারে,কান্দে সবে উচ্চৈস্বরে,ধারা বহে দুনয়নে ॥ পয়ার। এই রূপে অষ্টমীর নিশি পোহাইল। প্রভাতে নবমী পূজা আরম্ভ হইল ॥ ভক্তিভাবে দেব মন্ত্র পড়ে পুরোহিত। রাঙ্গা জবা রাঙ্গা পদে দেয় অপ্রমতি ॥ ধূপদীপ মিষ্টান্ন নৈবেদ্য অগণন। মন্ত্রপড়ি ভবানীরে করে নিবেদন ॥ জয় জয় জয় দুর্গা বলিয়া সকলে পুষ্পাঞ্জলী দান করে চরণ কমলে ॥ মহা ভক্তি ভাবে একচিত্ত একমনে। চতুর্দ্দিকে চণ্ডী পড়ে পণ্ডিত ব্রাহ্মণে ॥ এমতে নবমী পূজা করে সমাপন। বলীর উদ্যোগ পরে করয়ে তখন ॥ লক্ষ লক্ষ ছাগ মেষ মহিষ কুষ্মাণ্ড। ক্ষেমঙ্করী সন্নিধানে করে খণ্ড খণ্ড ॥ বরষার নদী যেন রুধিরে হইল। চতুর্দ্দিগে ঢাক ঢোল বাজিতে লাগিল ॥ স্ববান্ধব সহ গিরি হৃষ্ট হয়ে তায়। রুধির মাখিয়া অঙ্গে নাচিয়া বেড়ায় ॥ হেন রূপে বলীদান করে সমাপন। ভবপ্রিয়সীরে ভোগ করে নিবেদন ॥ পূজা হোম ভোগ যদি সমাপন হয়। দক্ষিণান্ত করিবারে পুরোহিত কয় ॥ দক্ষিণান্ত কথা শুনে পুরোহিত মুখে। তীক্ষ্ণ শেল ফুটে যেন শিখরের বুকে ॥ কেহ যায়ে শিখরীরে কহিছে সংবাদ। আর রাণী কি কর গো আমোদ আহ্লাদ ॥ অভয়া অর্চ্চনা বুঝি সমাপ্ত হইল ॥ গিরিরাজ দক্ষিণান্ত করিতে বসিল ॥ শুনিয়া মহেন্দ্রসতী সম্বিত হারা। নয়নের অশ্রু পাতে পূর্ণ হৈল কায় ॥ অমঙ্গল কথা শুনে আন্ধার দেখিয়া। চৈতন্য হারায়ে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া ॥ ওখানেতে হিমালয় কাঁন্দিতে২ দুঃখ চিত্তে বসিলা দক্ষিণান্ত করিতে ॥ বেদমন্ত্র পুরোহিত পড়ে উচ্চৈঃস্বরে পাষাণ পাষাণ হয়ে দক্ষিণান্ত করে ॥ গিরিধামে সুখসিন্ধু শকাল এমেতে দুঃখ জলে অঙ্গ ঢেলে ভাসে সকলেতে ॥ হেনমতে অনুদিত হৈল দিনপতি সায়াহ্নেতে শ্রীদুর্গার হইল আরতি ॥ বৈকালি সামগ্রী মায়ে কৈলা নিবেদন ক্ষীর সর নানা জাতি সন্দেশ মাখন ॥ আপনি মেনকা রাণী লইয়া করেতে কান্দিতে কান্দিতে দেয় দুর্গার মুখেতে ॥ ব্যাকুলা অচলা রাণী চক্ষে নীর ঝরে। কুররী পক্ষিণী প্রায় কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ বলে কালরাত্রি পোহাইলে ত্রিলোচন। আরতো তোমার তারা দেখিতে পাবনা। প্রভাত হইলে কল্য দশমী হইবে। বধে মোরে শিব তোরে লইয়া যাইবে ॥ পাগল জামাই সেতো কথা শুনিবে না। আমি যে মরিব প্রাণে সেযে ভাবিবে না ॥ আয়গো আমার উমা এসো কোলে করি। শশিমুখে মা বলে মা ডাক শুভঙ্করী ॥ এতবলি গিরিরাণী কান্দিতে লাগিল। রজনীর প্রতি বহুস্তুতি আরম্ভিল ॥ শুন শুন ওগো নিশি মোর নিবেদন। এই উমা দুঃখিনীর আখি

রঞ্জন ॥ প্রভাতহৈলে উমাআর ত রবেনা। ধরিপায় আজিতুমিপ্রকাশহওনা। এতবলি কান্দেরাণী পড়িয়া ধরায়। কালিকাবিলাস গান কালীদাস গায় ॥

পয়ার। নবমীর নিশি যদি প্রভাত হইল। আনন্দ সাগরে নিরানন্দ উপজিল ॥ সাপিনী তাপিনী যেন হারায়ে সম্বল। সেই রূপ শিখরিণী চিন্তায় চঞ্চল ॥ গিরিরায় মৃত প্রায় ধরায় পড়িয়া। পুরবাসী সবে আসি কান্দে বিনাইয়া ॥ কেঁদে বলে গিরিরাণী সম্বোধিয়া জয়া। ওগো জয়া কি কি হবে গো আজি যে বিজয়া ॥ পড়িল দুর্গমে উমে হলে অদর্শন। এখন অভাবে ভেবে রবেনা জীবন ॥ জামাই করেছেন পণ যাবেন লইয়া। তোরা সবে বলে ভবে রাখ বুঝাইয়া ॥ ওরূপ ওমুখ শশি না দেখে নয়নে। কি দেখে রহিবপ্রাণ ধরিব কেমনে ॥ আর কেহ নাহি হেন মা বলে আমায়। বৎসরাবধি পরে হবে আরাধনা করে। কত দুঃখে পাইয়াছি প্রাণ কুমারীরে ॥ এই উমা বিনা মোর আর কেবা আছে। তিন দিন দেখে কি মায়ের প্রাণ বাঁচে ॥ আমি যে শরীর সমা উমাগো জীবন। দেহ হতে প্রাণ দিলে রহে কতক্ষণ ॥ ধিক২ নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বিধাতারে। নবমী পোহায় কেন না বধে আমারে। তাই বলি ওগো জয়া ইহা কি সম্ভবে। আগে আমি মরি পরে যাহবার হবে ॥ কোনপ্রাণে উমারে কেমনে যাওকব। শব না হইলে স্নেহ মোহ কিনে সব ॥ জয়া বলে ওগো আই করি নিবেদন। উমার জন্যে কেন বৃথা করিছ রোদন ॥ যার নামে ভবের ভাবনা দূরে যায়। তার জন্যে কেন দৈন্য এত বড় দায় ॥ সে কথা শ্রবণে রাণী প্রবোধ না মানে। কালী পদ কালীগুণ রচে একমনে ॥ বিজয়া।

পয়ার। এরূপে নগেন্দ্রালয়ে কান্দে সর্ব্বজন। সেকালে গিরিকে ভাষে ত্রিলোচন ॥ উদ্যোগ করহ গিরি বিলম্ব না সয়। কৈলাসেতে মোর সঙ্গে পাঠাও উমায় ॥ শিব বাক্যে দুঃখ চিত্তে কান্দে হিমালয়। বিনা মেঘে বুকে যেন বজ্রাঘাত হয় ॥ সজল নয়নে গিরি অন্তঃপুরে যায়। রাণীকে বৃত্তান্ত করে মৌন হয়ে রয় ॥ পাগলিনী প্রায় রাণী উমা কোলে করে। অভিষেক করে তারে নয়নের নীরে ॥ পুরবাসি প্রতিবাসী ছিল যত জন। মায়ার মায়ার পড়ে করয়ে রোদন ॥ করুণা বচনে কহে শিখরী সুন্দরী। দুখিনীরে ত্যজে কোথা যাওগো শঙ্করী ॥ বৎসরান্তে দুঃখিনীরে দিয়া দরশন। পুনঃ কেন মাতৃবধ কর মা এখন ॥ তোমার গমনে হেরি অন্ধকার ময়। আর কে মা২ বলেগো ডাকিবে আমায় ॥ তুমি অদর্শন হৈলে হে শিব সুন্দরী। এছার সংসার আর কারে লয়ে করি ॥ মায়েরে বধিয়া উমা

[illegible] পাষাণীর কন্যা বলে পাষাণী কি হবে ॥ প্রাণ [illegible] [illegible]তে দিবগো বিদায়। তবে যদি যাইতে চাহ যাহ বধে মায়। [illegible] শিখরিণী হয় অচেতন। হাউমা২ বলে করয়ে রোদন ॥ অপরে [illegible] রাণী লইয়া উমায়। ক্ষীর সর তনয়ারে ভোজন করায় ॥ চাহিয়া [illegible] হাহাকার করে। বলে বৎসরাবধি মত খাওয়াই মা তোরে। [illegible] আহারাদি করায়ে তারায়। কান্দিতে২ রাণী কন্যারে সাজায় [illegible] শিবের আজ্ঞা পায়ে নন্দিবর। সাজায়ে সিংহের রথ যোগায় [illegible] মেনকারাণী দেখ শূন্যময়। উমারে করিয়া কোলে কান্দে [illegible] মায়ের মাথায় মাথা ঠেকিয়া অন্তরে। বলে মা বিদায় হই [illegible] [illegible] মোরে ॥ দুঃখিনী ভাবিয়া ওমা যেনগো ভুলনা। দেখে যেন মেয়ে [illegible] [illegible] করোনা ॥ এত শুনি শিখরিণী সম্বিত হারায়। বলে ওমা [illegible] [illegible] প্রাণে বধে মায় ॥ কত দিনে মোর ভাগ্যে প্রসন্না হইবে। আবার [illegible] [illegible] বলিয়া করগো ডাকিবে ॥ মায়ের মাথায় হাত দিয়া বল ওমা। [illegible] [illegible] কোলে বসে মা বলিবে উমা। এই রূপে শোকার্ণবে মগ্ন হৈলা [illegible] [illegible] লয়ে কৈলাসেতে চলিলা শূলপাণি ॥ মৃতদেহ প্রায় রাণী প[illegible] রহিল। কালিকা বিলাস কালীদাস বিরচিল ॥

পয়ার। মহামায়ার কথা শুনে মেধসের মুখে। সুরথ সমাধি দোঁ[illegible] [illegible] সুখে ॥ প্রণাম করিয়া দোঁহে মুনির চরণে। বিদায় হইল [illegible] [illegible] মনে ॥ স্বস্থানে সমাধি গেলা হইয়া বিদায়। তপস্যা কা[illegible] [illegible]যাত্রা কৈল রায় ॥ বহুদিন ভূপ ভবরাণীরে সেবিলা। অপরে বরদা [illegible] [illegible] হইলা ॥ সিংহ রথে আরোহিয়া গণেশ জননী। সুরথেরে বর দিতে [illegible] তখনি ॥ ভবানী কহেন ভূপ তপস্যা ক্ষম হ। প্রসন্না হয়েছি [illegible] [illegible] মাগি লহ ॥ তাহা শুনি নরপতি চক্ষু মেলে চায়। চণ্ডীরে দেখিয়া রা[illegible] [illegible] কায় ॥ প্রণমিয়া স্তব স্তুতি বিস্তর করিলা। দেখি দুর্গা হৃষ্টা [illegible] [illegible] ॥ শুনহ সুরথ তুমি আমার বরেতে। শত্রু বধে নিজরাজ্য [illegible] [illegible] সুখে তবে রাজ্য ভোগ কর নরপতি। অষ্টম মন্বন্তরে হই[illegible] [illegible] এতবলি [illegible] অদর্শন হইল। বর পায়ে সুরথ আপন রাজ্যে [illegible] ॥ [illegible] বধ [illegible] করিল। মহাসুখে নিজ রাজ্য পালি[illegible] [illegible] করে সমর্পণ। তপস্যা করিয়া [illegible] [illegible] পাই [illegible] তখন ॥ অষ্টম অন্বন্তরে রাজা হইল সেই [illegible] [illegible] সন্তুষ্ট [illegible] কালিকা বিলাস [illegible]